



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 6 Issue ● 6 January, 2022, Thursday ● ২১ পৌষ, ১৪২৮, বৃহস্পতিবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

# তাবল ইঞ্জিনের লড়াইয়ে মানিক-সুশান্ত

# কথা বলছেন প্ৰধানমন্ত্ৰী'৷ 'ডাবল ইঞ্জিন সহ্য হচ্ছে না'



১লা থেকে ৩১শে জানুয়ারী 2022

ণ্যাম সুন্দর কোং

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। এবার মোদিকে খণ্ডন করলেন মানিক। আস্তাবলে দাঁড়িয়ে শুরু থেকে শেষ যেভাবে বিগত সরকারকে শব্দবন্ধে বিঁধে বিপ্লব দেব সরকারের পিঠ

চাপড়ালেন মোদি, মেলারমাঠে বসে সেই বক্তব্যের এক এক করে আগল খুলে দিয়ে কার্যত প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে ঝামা ঘষে দিলেন মানিক। প্রধানমন্ত্রিত্বে আসার আগে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী যখন ছিলেন নরেন্দ্র মোদি, তখন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। গুজরাটের রাজ্যপাট চুকিয়ে যখন দিল্লির মসনদে বসলেন মোদি, তখনও ছোট্ট ত্রিপুরা সামলাচ্ছেন মানিক, আর সেই মোর্দিই রাজ্যে এসে প্রধানমন্ত্রী হয়ে একসময় মানিক সরকারের নেতৃত্বাধীন গোটা মন্ত্রিপরিষদের পিঠ চাপডে বাহবা দিয়েছিলেন বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে। এবার বিমানবন্দর

ইঞ্জিনের স্ফল ব্ঝাতে গিয়ে পূর্বতন সরকারকেই বার বার বিঁধেছেন প্রধানমন্ত্রী। ডবল ইঞ্জিন কিভাবে সুফল দিচ্ছে সেই চিত্ৰই তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব'র ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন তিনি। এদিন মেলারমাঠে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার যুক্তি আর তথ্যে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য খন্ডন করলেন বারে বারে। ব্রঝিয়ে দিলেন আজকের যে বিমানবন্দর নিয়ে বগল বাজাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, তা সম্ভবই হতো না যদি বাম আমলে বিমানবন্দর এলাকার মানুষদের পুনর্বাসন দিয়ে জমি অধিগ্রহণ করা না হতো। বাম আমলের উদ্যোগই এগিয়ে যায় হাল আমলে। মানিক

পরিবর্তন হতে পারে পাঁচ বছর পর পর। কিন্তু প্রকল্প পরিবর্তন হয় না কর্মকাণ্ড শেষ হওয়া না অবধি। বাম আমলে বিমানবন্দর আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া চলছিল, তা শেষ হয়েছে এই আমলে। তাই বলে ডবল ইঞ্জিনের সরকার আসার আগে রাজ্য বন্ধ্যা ছিলো আর ডবল ইঞ্জিন চালু হতেই বন্ধ্যা ভূমিতে ফসল ফলতে শুরু করেছে। এমনটা যারা বলেন তারা ইতিহাসের পাতা উল্টাননি কোনওদিন। এদিন মেলারমাঠে বসে প্রধানমন্ত্রীর দিকে কাৰ্যত এমন অমোঘ বাক্যই নিক্ষেপ করলেন মানিক সরকার।

ডাবল ইঞ্জিনে শানিত আক্রমণ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি'র রাজ্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। মেলারমাঠে মানিক সরকারের কথার ঝোল পড়তে না পড়তেই কৃষ্ণনগরে বসে সেই ঝোলের সফরকালে • এরপর দুইয়ের পাতায় <sup>|</sup> তেল-ঝাল যেন মাপতে শুরু

কমিটির গুরুত্বপূর্ণ

বৈঠক অনুষ্ঠিত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

**আগরতলা, ৫ জানুয়ারি ।।** রাজ্যের

প্রত্যেকটি জেলা হাসপাতালে ৫০

বিছানার 'ডেডিকেটেড কোভিড

হেলথ সেন্টার' খোলার সিদ্ধান্ত

নিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। রাজ্যে এখন

প্রতিদিন একটু একটু করে করোনা

আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। দেশের

অবস্থা আবারো উদ্বেগজনক। যে

কোনও পরিস্থিতিতে রাজ্যের

প্রত্যেকটি হাসপাতাল যাতে

কোভিড মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত

থাকে, তার অঙ্গ হিসাবে একটি

করলেন বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি নিজেকে সমকক্ষ ভেবে যেভাবে দফতরে বসে মানিক সরকারকে প্রতিক্রিয়া করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কাৰ্যত এক ইঞ্চি জমিও না ছেড়ে নানা ভাবে নানা কায়দায় তাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়তে কোনও কৌশলই যেন আর বাদ রাখলেন না তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। প্রায় দোহারের ভূমিকা নিলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত। সুশান্তবাবু এদিন তার বাক্ চাতুর্যে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে আরও বেশি মহিমান্বিত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালালেন। একই সঙ্গে যে ভাষা প্রয়োগে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে খন্ডন করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, এমন ঔদ্ধত্যের নিন্দাই করলেন তিনি। বললেন, কোথায়

মোদি, আর কোথায় মানিক।

এতে তাজ্জব সুশান্তবাব বললেন, প্রধানমন্ত্রী আসলে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে দরাজ হস্তে যেভাবে সার্টিফিকেট দিয়েছেন, তা সহ্য হচ্ছে না প্রাক্তনের। বাম আমলে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন কেলেঙ্কারিতে খোদ মানিক সরকারই জডিত ছিলেন এমন অভিযোগ করতেও দ্বিধা করেননি সুশান্তবাবু। প্রধানমন্ত্রী কিষান প্রকল্প, বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প সহ ডবল ইঞ্জিনের নানা সুফল এদিন আবার ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। পাশাপাশি সমালোচকদের মুখে ঝামা ঘষারও যাবতীয় প্রচেষ্টা জারি রাখলেন তিনি। আস্তাবল

ময়দানে উন্নয়নের যে তরীতে

আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন তথ্য সংস্কৃতিমন্ত্রী। ডাবল ইঞ্জিনে রাজ্যের বিকাশ চলছেই। তা সহ্য হচ্ছে না মানিক সরকারের। সাংবাদিক সম্মেলনে জবাব তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্ৰী সুশান্ত চৌধুরীর। বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে সুশান্ত চৌধুরী মূলত মানিক সরকারের বক্তব্যকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। বিরোধী দলনেতা যে শব্দচয়নে প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তাতে ব্যথিত তথ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে অন্যতম নরেন্দ্র

ভেসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী, এদিন

যেন সেই তরীকেই বৈঠা হাতে

### ১৫ জানুয়ারি থেকে টার্মিনাল ভবন উন্মুক্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা,৫ জানুয়ারি।।** সরকারি সিদ্ধান্ত ঠিক থাকলে এ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরু থেকেই চালু হয়ে যাবে নবনির্মিত মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবনটি। বুধবার এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরা এক বৈঠকে বসে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিমানবন্দরটির সঙ্গে ইতিহাস নানাভাবে জডিয়ে আছে। ১৯৪২ সাল। বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর তদানীস্তনকালে রাজ্যের প্রথম বিমানবন্দরটি স্থাপন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই বিমানবন্দরের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিলো। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসটি এই বিমানবন্দরে চতুর্থ সিসিজি-কে চালু হতে দেখেছে। তারপর শ'য়ে শ'য়ে স্মৃতিবিজড়িত ঘটনা ঘিরে থেকেছে এই বিমানবন্দরকে। **এ একার দুইয়ের পাতা**য়

# এক মেরু বিজেপিতে বিপ্লবই

সরকার বুঝিয়ে দেন, সরকার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। মোদির সফরের আগে থেকেই ক্রমে দুর্বল হচ্ছিল বিজেপির সংস্কারপন্থীরা।

কথা শোনা যায়। যদিও অধিকাংশই শেষ অবধি মিথ্যা বা ঢপ প্রমাণিত হয়েছে। তবে সংস্কারবাদীরা যে ক্রমশ দুর্বল হচ্ছেন তার প্রমাণ



বাজারে ফিসফিস, সুদীপবাবুরা নাকি ফিরে যাচ্ছেন কংগ্রেসে। যেদিন থেকে সংস্কারপন্থীরা প্রকাশ্যে আসে সেদিন থেকেই সংস্কারপন্থীদের সম্পর্কে নানান

পাওয়া যায় দই আদি বিজেপি রণজয় দেব এবং প্রবীর নাগ সংস্কারবাদীদের সংশ্রব ছাডার পর থেকেই। রণজয়বাবুরা বুঝেছেন

বিজেপিও করার সুযোগ নেই। তাই রণজয়বাবু ও প্রবীরবাবুর জন্য চেয়ারম্যানের পদ উপহার দেওয়া হচ্ছে।মূল স্রোতে এসেই যে সুশান্ত চৌধুরী আর রামপ্রসাদ পাল'দের মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্তি হলো তা তো বিজেপির লোকজনদের জন্য এক শিক্ষা। এই শিক্ষা থেকে আরও স্পষ্ট হয় যে, আগামীদিনে আশিস সাহা, সুদীপ রায় বর্মণ'দের আরও কোণঠাসা করা হবে দলের ভেতরে। সম্প্রতি ইন্দিরা ভবন দখলমুক্ত করার অভিযান থেকে স্পষ্ট হয় এই নেতাদের কিভাবে নির্বিষ করা হচ্ছে। তারা বিপ্লব দেব প্রশাসনের সামনে কেবল নির্বিষ্ট নয়, অসহায়। এই মুহূর্তে তাদের কি করণীয় তাই-ই তারা ব্ঝতে পারছেন না। আবার একই যাত্রায় পৃথক এরপর দুইয়ের পাতায়

করা সম্ভব নয়, ভালো করে

প্রতিটি জেলা হাসপাতালে ৫০ শয্যার ডিসিএইচসি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত

গৃহীত হয়েছে। সিদ্ধান্তগুলো অতি শীঘ্রই কার্যকর হতে শুরু করবে বলে দাফতরিকভাবে জানা গেছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের এক্স অফিশিও যুগ্ম সচিব ডা. রাধা দেববর্মার নেতৃত্বে বৈঠকটি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে বলে খবর। রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আবারো থরহরি কম্পন শুরু হয়েছে স্বাস্থ্য দফতরে। রাজ্যের করোনা সংক্রান্ত স্ট্র্যাটেজিক কমিটির সদস্যরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছেন। স্বাস্থ্য দফতরের অতিরিক্ত সচিব, এজিএমসির মাইক্রো বায়োলজির বিভাগীয় প্রধান, এজিএমসি এবং জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার, ডেপুটি মেডিক্যাল সুপার, স্টেট সার্ভিলেন্স অফিসার, কোভিড ইউনিটের অক্সিজেন সাপ্লাই বিষয়ক নোডাল অফিসার এবং এনএইচএম'র কোভিড জনিত 🔹 এরপর দুইয়ের পাতায়

### অবসরপ্রাপ্তদের প্রশিক্ষণের নামে গোয়াতে প্রমোদ ভ্রমণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,৫ জানুয়ারি।। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতর এবং উদ্যানবিদ্যা দফতরে এখন চলছে প্রমোদ ভ্রমণের বাডবাডন্ত। দফতরের কয়েকজন আধিকারিক যদি পাহাডে যাচ্ছেন তো বাদবাকি কয়েকজন যাচ্ছেন সমুদ্রে। প্রত্যেকেরই নাকি লক্ষ্য রাজ্যকে বিভিন্নভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, সম্প্রতি উদ্যানবিদ্যা দফতর থেকে যে কয়েকজন আধিকারিককে কাজুবাদামের উপর প্রশিক্ষণের জন্য গোয়া পাঠানো হয়েছে. এদের বেশিরভাগই সম্প্রতি অবসরে চলে গিয়েছেন। বাদবাকি যারা এদের সঙ্গী হয়েছেন এদের প্রত্যেকেই আগামী কয়েক মাসের মধ্যে অবসরে চলে যাবেন। আর দফতর এদেরকেই প্রশিক্ষণের নামে প্রমোদ ভ্রমণে পাঠিয়েছে। যেখানে দফতরের বাজেট প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা। অবসরকালীন অবস্থায় কিংবা অবসর কড়া নাড়ছে যে সমস্ত আধিকারিকদের, তাদেরকে প্রশিক্ষণের নামে এভাবে না পাঠিয়ে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রমোদ ভ্রমণে পাঠালেই এখানে না বলার হিম্মত হতো কার ? কারণ, সংখ্যার জোরে এই সরকার এতটাই বলীয়ান যে বিরোধী শক্তি এখানে শ্বাস ফেলার আগেই তিনবার আগ পিছ ভেবে তার পর বাতাস নির্গত করে। আর প্রশিক্ষণের জন্য যদি কাউকে পাঠাতেই হয় তাহলে কম করেও আরও দশ/বারো বছর চাকরি করবেন এমন আধিকারিকদের পাঠালেই উপকৃত হতো রাজ্য। কারণ এতে এই আধিকারিকরা রাজ্যে ফিরে এসে প্রশিক্ষণের ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটাতে পারতেন। এমনকী, মাস্টার ট্রেনার হিসেবে অন্যদেরও প্রশিক্ষণ দিতে পারতেন। নানা দিক দিয়েই লাভবান হতো রাজ্য, লাভবান হতো দফতর। কিন্তু অবসরকালীন সময়ে অথবা অবসর দুয়ারে কড়া নাড়ছে এমন আধিকারিকদের প্রশিক্ষণের নামে প্রমোদ ভ্রমণে পাঠিয়ে দফতর একদিকে যেমন অর্থ নাশ করেছে, অপরদিকে রাজ্য এবং দফতর দুটোর ক্ষতি করেছে, একই সঙ্গে জুনিয়র আধিকারিকদের সুযোগও নম্ভ করেছে। পাশাপাশি বুড়ো বয়সে এই আধিকারিকদের মস্তিষ্কে চাপ ফেলেছে। যা প্রমোদ ভ্রমণ নামে এদেরকে পাঠানো হলে সবটাই ইতিবাচক হয়ে যেতো, নেতিবাচকের কোনও সুযোগ থাকতো না। কিন্তু তা না করে দফতরের তরফে কৃষিপ্রধান রাজ্যের আপামর জনসাধারণের সঙ্গেই কার্যত বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। জানা গেছে, বিষয়টি নিয়ে দফতরের অভ্যন্তরে দ্বিমত শুরু হয়েছে। এবং আধিকারিকদের মধ্যেই মতাপার্থক্য দেখা দিয়েছে। বেশিরভাগ

### রতনলালের পর আশিস

মোদি। • এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। বিধায়ক আশিস দাস ত্রিপুরা বিধানসভা থেকে 'অযোগ্য' বিধায়ক হিসাবে 'স্বীকৃতি' পেলেন। বুধবারই সুরমা কেন্দ্রের বিধায়ক আশিস দাসকে 'অযোগ্য' বলে ঘোষণা করলেন



সাংবাদিক সম্মেলনে অধ্যক্ষ বলেন, তিনি দুঃখের সাথে ঘোষণা করছেন একজন তরুণ বিধায়ককে এভাবে অযোগ্য ঘোষণা করছেন। কিন্তু অধ্যক্ষ বলেন তিনি সংবিধান ও আইনের কাছে বাঁধা। তাই তিনি এমন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন বিধানসভার আইন মেনেই। কীভাবে এমন হলো? তিনি বলেন, গত কয়েক মাস ধরে বিধায়ক আশিস দাস যা 'করে' চলেছেন তার জন্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী • এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, 'ভারত রং মহোৎসব' শীর্ষক আগরতলা, ৫ জানয়ারি ।। রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি দফতরকে ঘুমে রেখে লক্ষ লক্ষ টাকার নয়-ছয়ে নেমেছে ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা কর্তৃপক্ষ। তবে নিন্দুকেরা বলছেন, তথ্য সংস্কৃতি দফতরের একটি চক্র এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনস্ত একটি অটোনোমাস প্রতিষ্ঠান হলো ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা। দেশের ঐতিহ্যমন্ডিত এই প্রতিষ্ঠান আগামী ১২ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একটি জাতীয়স্তরের নাট্যোৎসব আয়োজন করবে। বার এই আয়োজনটি দেশজুড়ে

আগরতলা, ৫ জানুয়ারি ।। মৃত্যুর

আগের রাতেও নিজের স্ত্রীকে বার

বার বলেছেন, ছেলে আর মেয়ের

কথা। ৯ বছরের ছেলে তানভির

আর ৬ বছরের মেয়ে মেহেরিনকে

বার বার দেখতে চেয়েছেন। স্ত্রী

তসলিমা আখতার কাঁদতে কাঁদতে

বললেন---'আমার বাচ্চাদুটো

আগরতলায়। আর আমি চারমাস

ধরে হাসপাতাল আর চিকিৎসা

নিয়ে আছি। ওদেরকে দেখতে খুব

ইচ্ছে করছে'। গত আগস্ট মাসের

শেষ সপ্তাহে দুষ্কৃতিদের হাতে

আক্রান্ত হওয়া রাজ্য তৃণমূল

কংগ্রেসের নেতা মুজিবর ইসলাম

মজুমদারের শেষ ইচ্ছা পূরণ হলো

আয়োজনটি এবার রাজ্যে

কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক অধীনস্ত ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার রাজ্য কার্যালয় থেকে প্রকাশিত টেভারের বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তি।

আয়োজিত হবে। এর আগে ২১

নয়-ছয়ের কী হলো? খবর এটা, বুধবার সকালে রাজ্যের বাছাই করা একটি সংবাদপত্রে আসন্ন উৎসবটিকে ঘিরে একটি কোটেশান এর বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। রাজ্যের এনএসডি'র সেন্টার ডিরেক্টর বিজ্ঞাপনটি স্বাক্ষর করেন। ৫ জানুয়ারি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া বিজ্ঞাপনটিতে বলা হয়েছে, মোট ৮টি বিষয়ের জন্য কোটেশান চাওয়া হলো এবং যেসব বিডাররা এই কোটেশান দেখে নিজেরা 'অ্যাপ্লাই' করবেন, তাদের সকলকে আগামী দশ জানুয়ারি বিকেল চারটার মধ্যে

দলের মূলস্রোতে না এলে কিছুই

আয়োজিত হয়েছে। এতে সমস্ত কছু জমা দিতে হবে। সিল করা প্যাকেট শুধুমাত্র সরাসরি নিয়ে গিয়েই জমা দেওয়া যাবে। বিজ্ঞাপনটিতে বলা হয়েছে যে হোটেল, গাড়ি, লাইট, সাউন্ড সিস্টেম, মঞ্চের সেট, পাবলিসিটি, ভিডিওগ্রাফি, স্টিল ফটোগ্রাফি ইত্যাদির জন্য বিডাররা নিজেদের 'রেট' দেবেন। প্রশ্ন হচ্ছে, প্রচারিত হওয়া বিজ্ঞাপনটিতে কী ধরণের হোটেল বা কত সিটের গাড়ি কিংবা কি পর্যায়ে সাউন্ড সিস্টেম বা লাইট দরকার— তার কিছুই বিস্তারিত দেওয়া নেই। বিজ্ঞাপনটি দেখলে

যে কেউ 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

না। তিনি বুধবার সকালে চিরতরে মাঝে কয়েকদিনের ব্যবধান। রাজ্য প্রশ্নের জন্ম দিয়ে চিরতরে বিদায় যোগ দেওয়া নেতা মজিবর ইসলাম

### আধিকারিকরাই দফতরের এই জাতীয় সিদ্ধান্তের 🏻 এরপর দুইয়ের পাতায় বিদ্যালয় স্তরে দ্রুত ছড়াচ্ছে নেশা সংক্রমণে আতঙ্কিত শিক্ষা দফতর

**আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।।** রাজ্যের ৯৪টি স্কুলে এখন পর্যন্ত শিরাপথে সুখ দিতে পারে না, তখন এমন কোনও মহকুমা নেই অর্থাৎ ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা গ্রহণকারী ছাত্রের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। যার একটা বড় অংশই এইচআইভি/এইডস-এ আক্রান্ত। সম্প্রতি বিভিন্ন স্কুলে অষ্টম এবং নবম শ্রেণির ছাত্রদেরকেই প্রকাশ্যে ধুমপান করতে দেখা গিয়েছে। তাও আবার সেই ধূমপানের দৃশ্য স্কুলেরই অন্য ছাত্ররা মোবাইলে রেকর্ডিং করছে দেখে বিভিন্ন পোজ দিয়ে একসঙ্গে বেশ কয়েকজন ছাত্র সিগারেট টানার দৃশ্য ভিডিও বন্দি করেছে। এই চিত্র ধরা পড়েছে আগরতলা শহরের এক বনেদি স্কুলে। এরকমভাবে বিভিন্ন স্কুলেই এমন ঘটনা ঘটে চলেছে। ছাত্রছাত্রীদের নেশা নিয়ে যারা নিয়মিতভাবে কাজ করেন, এমন চিকিৎসক, চিকিৎসা কর্মী, গবেষকদের বক্তব্য — প্রথমে বিড়ি, সিগারেট, খৈনি দিয়েই নেশা গ্রহণের সূত্রপাত হয়। এরপর আরও বেশি আনন্দের আশায় ড্রেনড্রাইট,

করা হয়। এটাও যখন একসময় আর বিদ্যালয়, কলেজ সহ রাজ্যের



শিরায় ঢুকিয়ে নেশা গ্রহণ করা হয়। সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েনি। সরকারি ইনজেকশনের সিরিঞ্জ দিয়ে শিরায় তথ্য বলছে, শিরাপথে মাদক নেশাগ্রহণকারীদের সংখ্যা এখন ব্যবহারকারী ছাত্রদের বেশিরভাগই



আর শুধু ভাবনাস্তরেই নেই। এইডস-এ ● এরপর দুইয়ের পাতায়



মৃত স্বামীকে কলকাতার মর্গে রেখে আজ রাতে সোনামুড়ার বাড়িতে ফিরে কান্নায় ভেঙে পড়েন মুজিবরের স্ত্রী। সোনামুড়া থেকে তোলা নিজস্ব চিত্র





দুষ্কৃতিদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতার বিমানবন্দরে স্ত্রীর সঙ্গে ফাইল ছবি।



### সোজা সাপ্টা

### জনাব

প্রধানমন্ত্রীর জনসভার একদিন আগে জনাব টিঙ্কু রায় বিবেকানন্দ ময়দানে কয়েক হাজার যুব কর্মীকে (অধিকাংশই মহিলা) নিয়ে বৈঠক করেছিলেন। জনাব সেই বৈঠক নিজেই নিজের সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশও করেন। সেখানে জনাব দীর্ঘ বক্তব্য (জ্ঞান) রাখেন বা বিতরণ করেন। তবে বৈঠকের শেষ অংশ অবশ্য তিনি সাহস করে আর সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করেননি। তবে বৈঠকে যারা ছিলেন তারা জানেন সব। বৈঠকে জনাব মূলতঃ প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় যুব মহিলা কর্মীদের কাদের কি দায়িত্ব সে সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছিলেন। সেখানে বলা হয়েছিল, মাঠে যারা প্রবেশ করবে তাদের সবার মুখে যেন মাস্ক থাকে। এছাড়া বলা হয়েছিল, শাসক দলের বিধায়করা কোন এলাকায় বসবেন। শাসক দলের নেতারা কোন এলাকায় বসবেন। মিডিয়ার জায়গা কোন এলাকায় তা। কিন্তু দেখা গেলো, ২৪ ঘণ্টা আগে যুব মহিলা কর্মীদের জনাব সে সমস্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন সময়-সুযোগে খোদ জনাব সাহেবই তা থেকে ৩৬০ ডিগ্রি পাল্টি খেলেন। জনাব ইচ্ছা করলে নিজেই একবার নিজের সামাজিক মাধ্যমে ওই দিনের বৈঠকের ভিডিও দেখে নিতে পারেন। জনাব সবাইকে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক বলে নির্দেশ দিয়ে নিজেই মাস্কহীন হয়ে রইলেন।জনাব বিধায়কদের পেছনে নেতাদের জায়গা নির্দিষ্ট করে নিজেই বসে গেলেন বিধায়কদের সামনে। হেরো নেতা সামনে রইলেন জেতা নেতাদের পেছনে ফেলে। শোনা যাচ্ছে, এখন সরকারি ও দলীয় সবপ্রকার সজ্জাই নাকি এই হেরো নেতার বাড়িতে তৈরি হচ্ছে। মাত্র ১৫ মাস বাকি। হয়তো তার আগেই কয়েকশো কোটি চলে আসবে সরকার থেকে।

### 'ডাবল ইঞ্জিন সহ্য হচ্ছে না'

 প্রথম পাতার পর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে যে ভাষণ দিয়েছেন তা শোনার জন্য সাক্রম থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত মানুষ কাতারে কাতারে অংশ নিয়েছেন। কিন্তু মানিক সরকার যা বলেছেন, তাতে অবাক তিনি। তার পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, বর্তমান বিরোধী দলনেতা যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন, এটা হতাশার বহির্প্রকাশ। কারণ, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাতেও সহ্য হচ্ছে না মানিক সরকারের। মানিক সরকার যেভাবে কথা বলেছেন, তাতে মনে হলো, তিনি প্রধানমন্ত্রী সমকক্ষ রাজনীতিবিদ। প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে যেভাবে কথা বলেছেন, তাতে মানিক সরকারের শব্দচয়ন নিয়ে আপত্তি জানালেন সুশান্ত চৌধুরী। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিজেপির কোনও ভূমিকা ছিল না বলে মানিক সরকারের বক্তব্যের জবাবে সুশান্ত চৌধুরী বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্টদের ভূমিকা ছিল না। তারা পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকা পালন করেছে। ব্রিটিশের দালালি করেছে। হীরার মডেলে ত্রিপুরা এগিয়ে চলছে। তা মানিক সরকার সহ্য করতে পারছেন না। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরায় হেরে দেউলিয়া হয়ে গেছে সিপিএম। তাদের অভ্যাস মানুষকে বিভ্রান্ত করা। দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচারের জবাবে সুশান্ত চৌধুরী বাম আমলের বিশালগড় ব্লক কেলেঙ্কারি থেকে শুরু করে আদা, ঢেউটিন সহ বিভিন্ন কেলেঙ্কারির কথা তুলে ধরেছেন। সুশাস্ত চৌধুরীর অভিযোগ, এসব দুর্নীতির মধ্যমণি ছিলেন মানিক সরকার। তার হাতেই ছিল কালো ফাইল। তিনিই দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। স্বচ্ছতা ছিল না। ক্যাডারদের চাকরি দেওয়া হয়েছে। আজ টিএসআর নিয়োগে অস্বচ্ছতার কথা বলছেন মানিক সরকার? কার্যত বাম আমলে যেভাবে চাকরি হয়েছে, তার খেসারত দিতে হচ্ছে বর্তমান সরকারকে। তারপরও যদি কোনও নেতা ঘুস খেয়ে থাকে, প্রমাণ দিতে বললেন মানিক সরকারকে। স্বচ্ছতার নজির আছে বলেই কমিউনিস্টের ঘরে চাকরি হয়েছে টিএসআরের। মেধার ভিত্তিতে চাকরি হয়েছে। ১০ শতাংশ মহিলা সংরক্ষিতদের চাকরি হলো। বিগত বাম আমলে ছিল না। উচ্চ ডিগ্রিধারীরা টিএসআরের চাকরি পেয়েছে। রীতিমত বাম আমলে রেগা থেকে শুরু করে লটারি, নানা কেলেঙ্কারির কথা বলে সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ওই সময়ে কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারি হলো। আর মানিক সরকার ওই সময় কি করেছেন সকলের জানা। রোজভ্যালি থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে সুশান্ত চৌধুরী মানিক সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান। ঘর প্রদান ইস্যুতে সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ঘর নিয়ে রাজনীতি করে না বিজেপি। বিগত দিনে সবকিছুতেই ছিল দলবাজি। এখন নীতি বদল করে সকলকে ঘর প্রদান করা হলো। কৃষক দরদি বলে বামেরা দাবি করলেও কেন কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনা হলো না বাম আমলে? প্রশ্ন তুলে সুশান্ত চৌধুরী বলেন, লজ্জা হয় না মানিক সরকারের। বিজেপির আমলে ধান কেনা শুরু হলো। এমন অনেকগুলো বিষয় যেভাবে তুলে ধরেছেন সুশান্তবাবু, তাতে কমিউনিস্টরা এই কারণেই ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না। কমিউনিস্ট এবং কংগ্রেসের অবস্থা এখন শেষের পথে। তাই প্রলাপ বকছেন মানিক সরকার। বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প সহ্য হচ্ছে না। কারণ, ক্যাডারদের শিক্ষায় আনার দিন শেষ হয়ে গেছে। অশিক্ষিত করে রাখার দিন শেষ। অন্ধকারে রাখার দিনও ফুরিয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী কিষান প্রকল্প থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে সুশান্ত চৌধুরী দাবি করেন, এখন কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা সরাসরি বেনিফিশিয়ারিদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে যাচ্ছে। কোনও মধ্যস্থতাকারী নেই, কমিশন বাণিজ্য নেই। ঘর প্রদানে নেতারা ঘুস খেয়েছে, মানিক সরকারকে প্রমাণ দিতে বলেছেন সুশান্ত চৌধুরী। আর নরেন্দ্র মোদির আমলেই অর্থ মঞ্জুর হয়েছে বলেই নানা ক্ষেত্রে ডাবল ইঞ্জিনের সুফল পাচ্ছে হীরার রাজ্য ত্রিপুরা। সাংবাদিক সম্মেলনে মানিক সরকারকে কার্যত সাঁড়াশি আক্রমণে বিদ্ধ করলেন রাজ্যের তথ্যমন্ত্রী।

### 'অসত্য কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী'

 প্রথম পাতার পর রাজ্যবাসীর উদ্দেশে দেওয়া ভাষণকে পুঁজি করে রাজনৈতিক আক্রমণ শানিত করলেন বিরোধী দলনেতা তথা ২০ বছরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। আগরতলায় দশরথ দেব ভবনে আহুত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কথা বলতে গিয়ে মানিক সরকার বলেছেন, প্রধানমন্ত্রা যে ভাষণ রেখেছেন, পুরো ভাষণ তিনি শুনেছেন। তার জবাব দেওয়া প্রয়োজন বললেন মানিক সরকার। তাই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন। যদিও শুরুতে সাংবাদিক নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাতে বিরোধী দলনেতাকে বলেছেন, হ্যাপি নিউ ইয়ার। মানিক সরকার সোজাসাপ্টা জবাবে বললেন, হ্যাপি কোথায়? দেশে হ্যাপি নেই। তারপর মূল বক্তব্যে ফিরে গেলেন মানিক সরকার। বললেন, প্রধানমন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন তার জবাব দেওয়া প্রাসঙ্গিক। নরেন্দ্র মোদি যে ভাষ্যে বিগত বাম সরকারের নাম না করেও সমালোচনায় সরব ছিলেন তার জবাবে মানিক সরকার বলেন, নীতি ও নির্বাচন বিধি বিরুদ্ধ আচরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী পুর সংস্থার নির্বাচনের আগে। কারণ, যেভাবে আবাস যোজনায় প্রথম কিস্তির টাকা প্রদান করা হয়েছিল, সেই বিষয়টিই তলে ধরেছেন মানিক সরকার। তিনি আরও বলেন, আজকের যে বিমানবন্দরের টার্মিনালের উদ্বোধন হলো তার পদক্ষেপ পূর্বতন সরকারের। রাজ্য সরকারের উদ্যোগেই তা হয়েছে। যে টিনের ছাউনি থেকে এয়ারপোর্টের যাত্রা শুরু সে সময়ই বামেদের আন্দোলন ছিল। এখন যে পুরোনো টার্মিনাল ভবন সেটাও বাম আমলের পরিকল্পনার ফল। তখন তো ডাবল ইঞ্জিন ছিল না? আন্তর্জাতিক মানের বিমানবন্দর পরিকল্পনা শুরু বাম আমলে। ভূমি অধিগ্রহণ থেকে শুরু করে ভূমিদাতাদের সাহায্য করা, বিকল্প ব্যবস্থা করে তোলা বামফ্রন্টের আমলে হয়েছে। ইত্যাদি বিষয়ে 'উন্নয়নের কাজে ব্রেক কষা ছিল' কার্যত তার জবাব দিলেন টানা ২০ বছরের মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী কি করে তথ্য দিলেন? জেনে বুঝে বললেন কি? কটাক্ষ করে মানিক সরকার বলেন, তিনি যেভাবে কথা বলেন, বা তারা যেভাবে কথা বলেন, তা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যই। এ রাজ্যে রেল এসেছে প্রগতিশীল মানুষের সংগ্রামের ফলে। সাক্রম পর্যন্ত রেল। লভাক মানুষের কতিত্ব। যে রেলের কাজের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে তারও অর্থ বহন করেছে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার। ব্রিটিশের পা চাটা বিজেপি— রাজনৈতিক আক্রমণে এভাবেই সুর চড়ালেন সিপিএম পলিটব্যুরোর সদস্য। স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজেপির কোনও ভূমিকা ছিল না। কার্যত তারই জবাব দিলেন মানিক সরকার। তিনি আরও বলেন, এখন বাংলাদেশের সাথে রেলের কাজ যে শুরু হয়েছে তার উদ্যোগ ও পরিকল্পনা বিগত ইউপিএ সরকারের সময়। তখন রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার। তা কিভাবে সম্ভব হলো তাও তুলে ধরেছেন তিনি। তখন তো ডাবল ইঞ্জিন ছিল না? লজ্জা শরম থাকা দরকার প্রধানমন্ত্রীর, বললেন মানিক সরকার। ফোর লেন থেকে বিকল্প জাতীয় সড়ক ইস্যুতেও মোদি সরকারের দিকে আঙ্গুল তুলেছেন তিনি। কুমারঘাট, কৈলাসহর, খোয়াই হয়ে যে বিকল্প জাতীয় সড়ক তাও সম্ভব হয়েছে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই। বিজেপি কেন্দ্রের ক্ষমতায় থাকলেও প্রধানমন্ত্রী তখন নরেন্দ্র মোদি ছিলেন না। তথ্য জেনে কি কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী? প্রশ্ন তুলে মানিক সরকার বলেন, বিকল্প জাতীয় সড়কের উদ্যোগ তৎকালীন কেন্দীয় সরকারের সময়ে শুরু হয়েছিল যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন নীতিন গডকরি। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর কথায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় কেন্দ্রীয় নীতি বদল হয়েছে। মানিক সরকার দাবি করেছেন, ২০১১ সালেই তারা সেই দাবি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে করেছিল। বাঁশ-বেতের শিল্প মানিক সরকারের আমলেই শুরু। ফুলঝাডু থেকে শুরু করে যাবতীয় ক্ষেত্রে সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোগ শুরু হয়েছিল বাম আমলে। রেলের মাধ্যমে শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। তবে বর্তমানে ডাবল ইঞ্জিনে ভোট লুটের শিল্প হয়েছে রাজ্যে। কটাক্ষ মানিক সরকারের। দুর্নীতি ইস্যুতে পাল্টা জবাবে মানিক সরকার বলেন, বিজেপি সরকার দুর্নীতিতে হাবুডুবু খাচ্ছে। ভ্রষ্টাচারের সরকার। টিএসআর নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন মানিক সরকার। নেতারা লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুস নিয়েছে। এটা স্বচ্ছ সরকার? এই সরকারের প্রশংসা করেন মোদি? দেশের ৬৪ শতাংশ মানুষ ডাবল ডোজ পায়নি। ওমিক্রণ পরীক্ষার মেশিন নেই রাজ্যে। নরেন্দ্র মোদি তো বললেন না, দিল্লি গিয়ে পাঠিয়ে দেব ত্রিপুরায়। বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প থেকে শুরু করে যাবতীয় বিষয়ে অভিযোগ তুলে মানিক সরকার বলেন, ট্রাইবেল, সংখ্যালঘু দলিত এলাকায় কেন মডেল স্কুল হবে না? জাতীয় শিক্ষানীতির সমালোচনায় সরব মানিক সরকার বলেছেন, ত্রিপুরায় ডাবল ইঞ্জিনে যা পেয়েছে, ভোট জালিয়াতি, ছাপ্পা ভোট, ভোট লুট ইত্যাদি। তবে সকলের জ্ঞাতার্থে মানিক সরকারের চ্যালেঞ্জ, যদি সাহস থাকে তবে যে পাল্টা জবাব দিলেন মানিক সরকার তার জবাব যেন দেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে রীতিমত আক্রমণ শানিত করে মানিক সরকার সরব ছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে।

### এনএসডি'র বিতর্কিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

• প্রথম পাতার পর আন্দাজ করতে পারবেন, এই বিজ্ঞাপনটিতে অ্যাপ্লাই করার জন্য আগাম কাউকে ঠিক করা আছে। না হলে, মাত্র দু'দিনের সময় দিয়ে একটি সরকারি টেন্ডার বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ হতে পারে না। আগামী সাত এবং আট তারিখ সরকারি ছুটি। যেসব ভেন্ডাররা এই টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক হবেন, উনাদের হাতে ৬ তারিখ এবং ৯ ও ১০ তারিখ পর্যন্ত সময় আছে। ১০ তারিখ বিকেল ৪টার মধ্যে এনএসডি'র রাজ্য কার্যালয়ে টেন্ডার জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক দেশ জুড়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে রাজ্যে। তার সাথে জড়িয়ে আছে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের নামও। কারণ, রাজ্যে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই তথ্য সংস্কৃতি দফতরের সহযোগিতায় কাজ করে আসছে। এই প্রেক্ষাপটে জাতীয়স্তরের একটি উৎসব যখন আয়োজিত হবে, তখন স্বভাবতই লক্ষ লক্ষ টাকার একটি টেন্ডারের জন্য নিদেনপক্ষে ১৫ দিন সময় দেওয়া সরকারি নিয়ম। সেই জায়গায় মাত্র আড়াই দিন সময় হাতে নিয়ে একটি টেন্ডারজনিত বিজ্ঞাপন কিভাবে এক-দুটো পত্রিকায় প্রকাশিত হতে পারে, তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে প্রশ্ন উঠেছে। নিন্দুকদের বক্তব্য, শহরের মেলারমাঠ অঞ্চলের এক সাউল্ভ অপারেটর শাসক দলের দুই নেতার সঙ্গে মিলে এই টেন্ডারটিতে অংশগ্রহণ করার কথা আগাম জানিয়ে এসেছেন এনএসডি কর্তৃপক্ষকে। সেই মোতাবেক তথ্য সংস্কৃতি দফতরের একটি দুষ্টু চক্র টেন্ডারটি জারি করে ফেলেছেন। দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বিষয়টি কিছুই জানেন না বলে সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা। দেখার, এই খবর প্রকাশের পর মন্ত্রীবাবু ঘটনার সঠিক তদন্ত করেন কিনা এবং পুনরায় এই টেন্ডারটি নতুনভাবে প্রকাশ করা হয় কিনা । না হলে বোঝা যাবে, আগাম কাউকে ঠিক করে শুধুমাত্র লোক-দেখানোর জন্যই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিলো।

### বাক্রুদ্ধ এলাকাবাসী

• **আটের পাতার পর** - কোনোভাবে মেনে নিতে পারছেন না। কারণ, তাকে নিয়ে এলাকাবাসীও বডাই করতেন। তাদের এলাকার একটি মেধাবী ছেলে ডাক্তারি পড়ে সবে মাত্র কাজ শুরু করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু পোশাগত দায়িত্ব পালন শুরু করার আগেই এভাবে তার মৃত্যু হবে তা সবার কাছে বড় ধাকা। জানা গেছে, কিছুদিন পরেই সুব্রত'র বহির্রাজ্যে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মঙ্গলবার রাতে একেবারে পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নিয়েছে ওই তরুণ চিকিৎসক। এলাকাবাসী-সহ সবার এখন একটাই বক্তব্য, সাহা পরিবারের সাথে যেমনটা হয়েছে তা যেন আর কারোর সাথে না হয়। সবার দুঃখ একটাই, সুৱত'র শারীরিক যে সমস্যাই হোক না কেন তার চিকিৎসা করানোর সুযোগটুকু দেয়নি 'নিষ্ঠুর বিধাতা'। যদি চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যেতো তাহলে অবশ্যই তার প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করতেন সবাই। কিন্তু সেই সুযোগটুকু না পাওয়ায় আক্ষেপ রয়ে গেল সবার মনে।

### দশায় ইমার্জেন্সি চত্বর

 আটের পাতার পর হাসপাতালটির এই অবস্থা দেখে রোগী এবং তাদের পরিজনরা রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি তুলেছে। অনেক রোগীর বক্তব্য, একবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ইমার্জেন্সির সামনে এসে ঘুরে যান। মুখ্যমন্ত্রী এলেই সব ঠিক। হয়ে যাবে। না হলে পরিষেবা খারাপই থাকবে। প্রসঙ্গত, জিবিপি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির দায়িত্বে থাকার সময় সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বেশ কয়েকদিন হাসপাতালে দৌড়ঝাঁপ করেছিলেন। প্রতিমা ভৌমিক কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে হাসপাতালে এখন আর কোনও প্রভাবশালী নেতা অথবা অন্য কোনও বিধায়ককে দৌড়ঝাঁপ করতে দেখা যায় না। মুখ্যমন্ত্রীর দফতরটি অভিভাবক শূন্য হয়ে চলছে বলে অভিযোগ। মুখ্যমন্ত্রীকে বদনাম করতে পরিকল্পিতভাবেই এই বেহাল অবস্থা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

#### গোয়াতে প্রমোদ ভ্রমণ

 প্রথম পাতার পর তীব্র বিরোধিতা করেছেন। কারণ, অবসরে চলে যাওয়া কিংবা আগামী কয়েকমাসের মধ্যে অবসরে যাবেন, এমন আধিকারিকদেরকে কেন প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়েছে এই বিষয়টি মাথায় আসছে না কোনও আধিকারিকদের। এর পেছনে কার মস্তিষ্ক কাজ করেছে এবং কেন করেছে তা নিয়েও সন্দিহান তারা। আধিকারিকদের একাংশের বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রীর তরফে কৃষকদেরকে বছরে ছয় হাজার টাকা অনুদান দিয়ে যে উপকাব কব<u>া</u> হয়েছিলো, এবার লক্ষ লক্ষ টাকা আধিকারিকদের প্রমোদ ভ্রমণের জন্য খরচ করে সেই কৃষকদের সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে।

### টার্মিনাল ভবন উন্মুক্ত

 প্রথম পাতার পর উত্তর-পর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় ব্যস্ত বিমানবন্দরটি গত ২৪ ঘণ্টা আগেই জাতীয়স্তরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দতে ছিলো। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সশরীরে এসে এই বিমানবন্দরের ইন্টিগ্রেটেড টার্মিনাল ভবনটির উদ্বোধন করে দিয়ে গেছেন। সসজ্জিত টার্মিনাল ভবনটি আগামী ১৫ তারিখ থেকেই রাজ্য, দেশ তথা বিশ্ববাসীর জন্যে উন্মক্ত হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে নতুন টার্মিনাল ভবনটিকে ঘিরে নানা ছবি এবং ভিডিও আসতে শুরু করেছে। নতুন বছরে টার্মিনালটি চালু হয়ে গেলে নিঃসন্দেহে তা রাজ্যবাসীর জন্যে একটি বড উপহার হবে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রাক্তন সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রী মানিক দে উক্ত বিমানবন্দর প্রকল্পটি ২০১২ সালে কিভাবে সরকারি অনুমোদন পেয়েছিলো তা নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। ২০১৮ সালে রাজ্যে নতন সরকার গঠনের পর. বলা ভালো কেন্দ্র এবং রাজ্যে একই সরকার থাকার ফলে, বিমানবন্দরের টার্মিনাল ভবনটির কাজ দ্রুত সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ১৫ তারিখ থেকে অপেক্ষার অবসান।

### সরকারি সাহায্য

 পাঁচের পাতার পর সবটাই নির্ভর করছে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের উপর। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী যদি হাতির আক্রমণে কারোর মৃত্যু হয়, তাহলে তার পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপুরণ দেওয়া হয়। এখন সরকারি সাহায্যের জন্য দফতরের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটিকে। নিহত সুকুমার দেবনাথের বাড়ি কল্যাণপুর থানাধীন বাগবের এলাকায়। এদিন সকালে ময়নাতদন্তের পর সুকুমার দেবনাথের মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসার পর সবাই কান্নায় ভেঙে পড়েন। একের পর এক ঘটনায় নিরীহ মানুষের মৃত্যুতে গোটা এলাকায় নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। বন দফতর চেষ্টা করলেও হাতির আক্রমণ ঠেকাতে পারছে না। এলাকার মানুষের দাবি এই সমস্ত আক্রমণের স্থায়ী সমাধান হোক।

### রেশন আনতে গিয়ে যান সন্ত্রাসের বলি বৃদ্ধার

• আটের পাতার পর - প্রবীণা। জানা গেছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক আটক করতে পারেনি স্থানীয়রা। পুলিশও খুনি বাইক চালককে এখনও পর্যন্ত আটক করতে পারেননি। বছরের প্রথম দিন থেকেই যান সন্ত্রাসে মৃত্যু শুরু হয়েছে রাজ্যে। সড়ক সপ্তাহের নামে ঘটা করে কয়েকদিন ট্রাফিক পুলিশ অনুষ্ঠান করলেও বাস্তবে গোটা বছর ব্যস্ত থাকেন জরিমানা আদায়ে। যান সন্ত্রাস রুখতে এই ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের ভূমিকা নিয়ে বরাবরই প্রশ্ন তুলেন বিক্লুর্ব নাগরিকরা। প্রসঙ্গত, যান সন্ত্রাসে মৃত্যুর পরিসংখ্যান রাজ্য পুলিশের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয় না। আত্মহত্যার মতেই রাজ্যে ব্যাপক হারে বাড়ছে যান সন্ত্রাসের ঘটনা। কিন্তু দুটি ক্লেত্রেই রাজ্য পুলিশ জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট পরিসংখ্যান জানায় না। শুধুমাত্র সড়ক সুরক্ষার নামে বছরের একদিন ভালো ভালো কথা শুনিয়ে যান নেতারা। কিন্তু গোটা বছর যান সন্ত্রাসের মৃত্যু চলতে থাকে। অথচ এনিয়ে এখনও পর্যন্ত আলাদা কোনও সুস্পন্ত পরিকল্পনা নেই রাজ্যের প্রশাসনের। খুনের চেয়ে বছরে যান সন্ত্রাসে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশি। অথচ এই দিকটিতেই সরকার উদাসীন হয়ে আছে। একই অবস্থা আত্মহত্যা ঘটনার ক্লেত্রেও। প্রত্যেকদিনই রাজ্যে আত্মহত্যার ঘটনা সামনে আসছে।

### শহরে তরুণীর রহস্য মৃত্যু

• আটের পাতার পর - পরিবারের লোকজনদের ধারণা। কিন্তু মৃতদেহ দেখে এলাকার অধিকাংশ সন্দেহ করেন এটা আত্মহত্যা নাও হতে পারে। পেছনে অন্য কোনও রহস্য থাকতে পারে। ময়নাতদন্তের পর বুধবার নিহত তরুণীর দেহটি তার পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। পুলিশের দাবি ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই পরিষ্কার হবে কিভাবে এই তরুণী মারা গেছে।

### স্ট্র্যাটেজিক কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত

• প্রথম পাতার পর নোডাল অফিসার সহ মোট ৮ জন বৈঠকটিতে অংশগ্রহণ করেন। তাতে মোট ১২টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই বৈঠককে ঘিরে ইতিমধ্যেই দফতরে নানা তোড়জোড় শুরু হয়েছে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, খুব শীঘ্রই রাজ্যে কোভিড সংখ্যা নিয়ে একটি বিস্তারিত প্রজেকশন রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। হোম আইসোলেশন নিয়ে এসওপিটি পুনর্বিবেচনা করে দেখতে হবে। তাছাড়াও করোনা সংক্রান্ত নানা ইনজেকশন ও ওযুধপত্রের মজুত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বৈঠকে। আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে প্রত্যেকটি জেলা হাসপাতালে ৫০টি বিছানা কোভিড পরিষেবার জন্য আলাদা করে ফেলারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে উক্ত বৈঠকে। অক্সিজেন কনসেনট্রেটর সহ অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরা প্রায় প্রতিদিন করোনা এবং তার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও, কোনও হেলদোল নেই রাজ্য প্রশাসনের। প্রশাসনিক আমলারা করোনা বিষয়ক বিধিনিষেধ কার্যকর করা নিয়ে রীতিমতো ঢিলেঢালা অবস্থানেই রয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টা আগে রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের অধিকর্তার কক্ষে যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছে করোনা পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে তা ইতিমধ্যেই আলোচনার কেন্দ্রেন্দ্রতে উঠে এসেছে।

### এক মেরু বিজেপিতে বিপ্লবই ভরকেন্দ্র, দুর্বল সংস্কারবাদ

• প্রথম পাতার পর ফল দেখা গেলো বিধানসভায়। বিধায়ক আশিস দাসকে খারিজ করা হলো তৃণমূলে যোগ দেওয়ার অভিযোগে। কিন্তু মথায় যোগ দিয়েও বিধায়ক পদে আসীন রইলেন বৃষকেতু দেববর্মা। আসলে নেতা চাইলেই ভুল করেও দলে থাকা যায়, নেতা না চাইলে নয়। এই সুযোগ কাজে লাগাতে অনেকেই আর দলে প্রতিবাদের ভাষা খুঁজতে আর সংস্কারবাদিদের সঙ্গে যেতে রাজি নন। সংস্কারবাদ নয় মূল স্রোতই শেষ কথা হয়ে উঠেছে বিজেপিতে। আর এই ট্রেন্ড যে সত্যি সত্যি দলের নেতাদের লাভের পথ দেখাবে সেই ইঙ্গিত তো দিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নিজে। বিপ্লব কুমার দেব'র প্রশংসা করে গেলেন আগাগোড়া। এর থেকে স্পষ্ট হয় যে, বিপ্লব কুমার দেব'র হাতেই থাকছে ব্রিপুরা বিজেপির ভবিয়ও। ত্রিপুরা বিজেপি মানেই বিপ্লব কুমার দেব'র নেতৃত্ব। আর এই অনুমান করাটাও ভুল হবে না যে বুর্বমোহন ত্রিপুরা ও দিবাচন্দ্র রাঙ্খলদের দলের মূলস্রোতে ফিরে আসাটা এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা। তাহলে সুদীপবাবুদের রাজ্য রাজনীতিতে ভবিয়ও কি? তারা কোথায় থাকবেন এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য পড়ে থাকছে ২০২২ সাল। তাদের এই বছরের আধাআধিতেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কারণ, ত্রিপুরায় ভোট হবে ২০২৩ এর শুরুতে। ততদিন বিজেপির প্যাভিলিয়নে বসে বসে অপেক্ষা করা তাদের জন্য কতটা সহনীয় হবে?

### রতনলালের পর আশিস

• প্রথম পাতার পর রায় অধ্যক্ষের কাছে ৪৬ সুরমা কেন্দ্রের বিধায়ক আশিস দাসকে 'অযোগ্য' বিধায়ক হিসাবে ঘোষণা করতে আবেদন করেছিলেন। বিধায়ক আশিস দাস কী করেছেন বা করছেন তা সকলের কাছেই জানা। এমন কথা বলে অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী স্বভাবসুলভ গম্ভীর কণ্ঠে পুরো ঘটনাবলীরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে। কী নিয়ম ও আইন মেনে বিধায়ক আশিস দাসকে 'অযোগ্য' বিধায়ক হিসাবে ঘোষণা করেছেন অধ্যক্ষ তা-ও চার পাতার 'কপি' পড়ে শোনান। এ অবধি সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও বিধায়ক আশিস দাসের মতো ১ সিমনা কেন্দ্রের বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মাকেও 'অযোগ্য' বিধায়ক হিসাবে ঘোষণা করতে তৎকালীন বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতী মোহন দাসের কাছে আবেদন করেছিলেন আইপিএফটি সুপ্রিমো নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। তা এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। বর্তমান অধ্যক্ষ এনিয়ে আবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানাবেন বলে জানিয়েছেন। তবে ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ২ মোহনপুরের বিধায়ক রতন লাল নাথ কংগ্রোসের বিধায়ক হয়ে বিজেপির হয়ে কাজ করেছিলেন এবং দল বিরোধী কাজ করেছিলেন বলে সেসময় বিধানসভার অধ্যক্ষের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বীরজিৎ সিনহা। তখনও মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে রতন লাল নাথের বিধায়কপদ 'খারিজ' হয়ে গিয়েছিল। তখন অবশ্য উপনির্বাচন হয়নি কারণ বিধানসভার সাধারণ নির্বাচনের কয়েকমাস আগের ঘটনা। মানে ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন করার কোনো কারণ ছিল না। বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী জানিয়েছেন তিনি রাজ্য নির্বাচন দফতরে (যদিও তিনি কমিশন বলেছেন!) বিধানসভার সিদ্ধান্ত জানাবেন। তারপর উপনির্বাচনের প্রক্রিয়া হয়তো শুরু হবে। তবে 'অযোগ্য' বিধায়ক আশিস দাস প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন তাকে যারা 'অযোগ্য' বিধায়ক ঘোষণা করেছেন তারাই অযোগ্য। আইনিপথে আশিস দাস বা তার দল হাঁটবে কিনা তা সহজেই জানা যাবে। তবে আইনি জটিলতায় আটকে যেতে পারে উপনির্বাচন। আবার বৃষকেতু দেববর্মার বিষয়টি ২০২৩ সালের ৬ মাস আগের কম সময়ে সিদ্ধান্ত নিলে সেখানেও উপনির্বাচনের কারণ থাকবে না। বাম আমলে সর্বশেষ উপনির্বাচনই বিজেপির 'টার্নিং পয়েন্ট' ছিল বলে রাজনৈতিক মহল দাবি করেছিল। এবার এমন আবহকে তৃণমূল কংগ্রেস কি 'চ্যালেঞ্জ' হিসাবে গ্রহণ করবে ? সুরমা বামেদের খাসতালুক থাকলেও ২০১৮ সালে সেটাও হাতছাড়া হয়েছিল। এখন অবশ্য বিধায়ক আশিস দাস ইস্যুতে সিপিআইএম কোন্ 'লাইনে' তা স্পষ্ট হলো না। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল হিসাবে জোট সরকারের মোট বিধায়ক ৪৪ জন। আইপিএফটির ৮ জন এবং 'দাদা শরিক' বিজেপির ৩৬ জন। আর সিপিআইএম-র ১৬ জন। এখন বিজেপির বিধায়ক কমে হলো ৩৫। পরের হিসাব অবশাই পরে।

### নেশা সংক্রমণে আতঙ্কিত শিক্ষা দফতর

 প্রথম পাতার পর আক্রান্ত। বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত রয়েছে শিক্ষা দফতরও। যে কারণে শিক্ষা দফতর বিষয়টিতে উদ্বিগ্ন হয়েই বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে নেশা বিরোধী সচেতনতামূলক কর্মসূচি হাতে নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের সহযোগিতায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিরাপথে মাদক গ্রহণকারীদের সংখ্যা কমাতে হলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ধুমপান কিংবা গন্ধ জাতীয় নেশার প্রভাব প্রথমেই কমিয়ে ফেলতে হবে। কারণ, ধুমপান দিয়ে যার সূত্রপাত, সিরিঞ্জের মাধ্যমে শিরায় নেশাগ্রহণ তার চূড়ান্ত পরিণতি। যার প্রায় অবধারিত গন্তব্য হয়ে দাঁড়ায় এইচআইভি/এইডস কিংবা হেপাটাইটিস সি সংক্রমণ। যা সংশ্লিষ্ট ছাত্রকে আজীবনের জন্য বহন করে চলতে হবে শারীরিক বহুবিধ প্রতিকূলতাকে। সঙ্গী করে। আগরতলা সহ রাজ্যের প্রায় প্রতিটি মহকুমাতেই ছড়িয়ে গিয়েছে এই নেশার বিষক্রিয়া। বিশেষজ্ঞদের মতে, অনেকেই অতি অল্প বয়সে ছেলেমেয়েদের (শুধু ছাত্র নয়, মেয়েরাও নেশায় আক্রান্ত হওয়ার তথ্য মিলেছে সরকারিভাবে) এই ঝোঁকের পেছনে পরিবারের আপনজনদের অমনোযোগিতাও একটা বড় কারণ। যে কারণে পরিবার থেকে মানসিকভাবে দূরে সরে গিয়ে ছেলেমেয়েরা প্রায় বন্ধুনির্ভর হয়ে পড়ছে। আর কৈশোর ও যৌবনকালীন সময়ে বন্ধুদের আবেগই ছেলেমেয়েদের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনছে। সম্প্রতি আগরতলা শহরের হলুদ স্কল ডেসের একটি বনেদি স্কলের ছাত্ররা বিদ্যালয় অভ্যন্তরেই যেভাবে সিগারেট টেনে ধোঁয়া বের করার দৃশ্য ভিডিওবন্দি করে সামাজিক মাধ্যমে ছেড়েছে, সেই দৃশ্য তাদের পরিবারের লোকজনেরাও দেখে থাকলে লজ্জায় মুখ লুকাবার জায়গা পাবেন না। গোটা বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য দফতরের পাশাপাশি শিক্ষা দফতরও যে চিন্তিত তা বোঝা যায় দফতরের সাম্প্রতিক উদ্যোগকে ঘিরে। তবে ছেলেমেয়েদেরকে ভালো বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েই আর পর্যাপ্ত প্রাইভেট শিক্ষক রেখে দিয়েই পরিবারের লোকজনেরা যদি আত্মতৃপ্তি লাভ করে ঘরে বসে থাকেন, কিংবা সন্তানদের দিকে না তাকিয়ে, তাদের সময় না দিয়ে নিজেদের গভিতে আবদ্ধ থাকেন, তাহলে রাজ্যের জন্য ভয়ঙ্কর দিন আসছে, তা বলছে সরকারি তথ্যই। যে বয়সে, বিদ্যালয়ের গন্ডি পেরোনোর আগেই ছাত্রদের মধ্যে শিরাপথে মাদক গ্রহণের ফলে এইচআইভি/এইডস সংক্রমণ ঘটছে এই চিত্র কিংবা ভয়াবহতা শীঘ্রই যে মণিপুরের সংক্রমণ চিত্রকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে, অন্তত সংক্রমণের লেখচিত্র সেদিকেই ধাবিত হচ্ছে।

### মমতার মাটিতেই মুজিবরের প্রয়াণ

• প্রথম পাতার পর রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা গত বিধানসভা নির্বাচনে শাসক দলের বক্সনগর কেন্দ্রের

বিজিত প্রার্থী বাহারুল ইসলাম মজুমদারের ছোট ভাই মুজিবরবাবুর অকাল প্রয়াণের খবর বুধবার সকালে রাজ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গেই শোকের আবহ নেমে আসে। তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো তথা বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের আরেক নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার সকালেই ফুলের তোড়া পাঠিয়ে প্রয়াত মুজিবরবাবুকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। দলের হয়ে সাংসদ ডা. শান্তুনু সেন নিজে হাসপাতালে গিয়ে প্রয়াতকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। রাজনৈতিক পালাবদলের স্বপ্ন নিয়ে তৃণমূলে যোগ দিলেও সেই স্বপ্নকে অধরা রেখে অবশেষে মমতা ব্যানার্জির মা-মাটি-মানুষের রাজ্যেই প্রয়াণ ঘটলো মুজিবরবাবুর। ৫২ বছর বয়সে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালের উডবার্ন বিভাগের ২০২ নম্বর কেবিনে এদিন সকাল ৬টা ২৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মুজিবরবাবু। মৃত্যুটি আচমকা। তবে, এর প্রেক্ষাপট নিয়েই এদিন দিনভর রাজ্য জুড়ে নানা জনে নানা মত আলোচিত হয়েছে। গত ২৮ আগস্ট দুপুর ১টা ৪৫। সেদিন, তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন। দিনটিকে কেন্দ্র করে শহরের অঞ্চলে অবস্থিত মুজিবর ইসলাম মজুমদারের নিজের বাসভবনে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি আয়োজিত হয়েছিলো। শুরু হয়েছিল দলীয় যোগদানের পর্বটিও। হঠাৎ করেই সেদিন দুপুর ১টা ৪৫ নাগাদ কয়েকজন দুষ্কৃতি এসে আচমকা আক্রমণ চালায় মুজিবরবাবুর উপরে। অভিযোগ, দুষ্কৃতিকারীরা সকলেই শাসক দলের সমর্থক। সেদিন, ওই আক্রমণ-ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই তৃণমূল কংগ্রেস নেতা মুজিবববাবুকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা দু'দিনের মধ্যেই জানিয়ে দেন, উনার হাত ভেঙেছে এবং একটি অপারেশন প্রয়োজন। পরে জিবি হাসপাতাল থেকে মুজিবরবাবুকে স্থানান্তরিত করা হয় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে। চিকিৎসা চলছিল উনার। মাঝে চার মাস। বুধবার একটি অস্ট্রোপচারের কথা ছিলো। কিন্তু এদিন সকালে হঠাৎ করেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মুজিবর ইসলাম মজুমদার। ঘনিষ্ঠদের বক্তব্য, ওই আক্রমণের ঘটনাটি ভুলতে পারছিলেন না তিনি। প্রচন্ড মানসিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। এদিন, রাতে সোনামুড়ায় নিজেদের আদি বাড়িতে ফিরে মুজিবরবাবুর স্ত্রী তসলিমা আখতার কান্নায় ভেঙে পড়েন। বলেন —'এমন একটা দিন আমার দেখতে হবে কোনওদিন ভাবিনি। আমি কোনও ভাবেই স্বামীর এভাবে চলে যাওয়াটা মেনে নিতে পারছি না'। শেষ কি কথা হয়েছিলো আপনার সঙ্গে এই প্রশ্নের উত্তরে তসলিমা আখতার বলেন—'আমাদের ১০ বছরের ছেলে আর ৭ বছরের মেয়েটা আগরতলায় ছিল। উনি বার বার তাদেরকে দেখতে চাইছিলেন। খালি বলছিলেন, ওদেরকে যাতে কলকাতায় নিয়ে যাই'। তৃণমূল কংগ্লেস নেতা মূজিবর ইসলাম মজুমদারের সঙ্গে কলকাতায় টানা ২১ দিন সঙ্গী হিসাবে ছিলেন যুবনেতা রাকেশ দাস। তিনি এদিন বলেন—'নিজের বাবাকে হারিয়েছি, আজ আক্ষরিক অর্থেই জীবনে অভিভাবকহীন হলাম'। প্রয়াত নেতাকে বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে সন্ধ্যা ৬টার বিমানে করে মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হবে। রাত ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত তৃণমূল ক্যাম্প অফিস তথা তৃণমূল নেতা সুবল ভৌমিকের বাসভবনে শায়িত থাকবেন মুজিবর ইসলাম মজুমদার। সেখান থেকে প্রয়াতকে নিয়ে যাওয়া হবে জিবি হাসপাতালের মর্গে। পরের দিন সকাল সাড়ে আটটায় শহরের মিলনচক্র অঞ্চলের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে উনাকে। সেখান থেকে আদালত প্রাঙ্গণে আনা হবে আইনজীবী মুজিবরবাবুর দেহ। তারপর সেখান থেকে সোনামুডার বাডির উদ্দেশে শবযাত্রা রওয়ানা দেবে। সেখানে উনার পৈতৃক ভিটে তথা সোনামুড়ার দুর্গাপুর বাড়িতে রাখা থাকবে দেহ। বিকেল চারটায় জানাযা দেওয়া হবে। তবে এখন পর্যন্ত যা খবর, সোনামুড়ায় প্রয়াত মুজিবর ইসলাম মজুমদারের দেহ নিয়ে একটি অরাজনৈতিক মিছিল বেরোবে। সেই মিছিলে বিভিন্ন পেশা এবং রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা পথে হাঁটবেন বলে খবর। প্রশাসনিকভাবে ওই মিছিলের জন্য ইতিমধ্যেই অনুমতি নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে মুজিবর ইসলাম চৌধুরীর দেহ রাজ্যে ফিরে আসার পর কর্মসূচিগুলো কী পদ্ধতিতে এগোয়, তা বোঝা যাবে।

#### পশু চিকিৎসালয়

• চারের পাতার পর চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসকের দ্বারা তাদের গৃহপালিত প্রাণীর চিকিৎসা করাতে না পেরে ক্ষুব্ধ আবার এরই মাঝে চিকিৎসা কেন্দ্রটি তালা ঝুলানো অবস্থায় রয়েছে।এলাকার শুভবুদ্ধি মহল এবং সচেতন মহলের ধারণা, কাঞ্চনমালা পশু চিকিৎসা কেন্দ্রের সরকারি কর্মচারীরা দায়িত্বজ্ঞানহীন অবস্থায় সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা না করে বাড়িতে বসে আরাম আয়েশে সময় কাটিয়ে বেতন দিতে চাইছেন। সংশ্লিষ্ট্র দফতর যাতে এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই দাবি রেখেছে এলাকাবাসীরা।

#### ট্রাফিক ব্যবস্থা

• চারের পাতার পর বিশালগড় ট্রাফিক ইউনিটের অফিসার যার হাতে দায়িত্ব দিয়ে রাখা হয়েছে তাকে সকাল থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত বাইপাস রোডেই চেয়ার নিয়ে থাকতে দেখা যায় তারপর আর তার চেহারা গোটা মহকু মায়ও দেখা যায় না বলে অভিযোগ। যার ফলে অনেক আগেই বিশালগড়ের ট্রাফিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। তাই দাবি উঠছে বিশালগড় ট্রাফিক ইউনিটে অফিসারের সংখ্যা বাড়ানো হোক এবং বাড়ানো হোক পুলিশের সংখ্যাও।

### অভিযোগ

সাতের পাতার পর
 কয়েজজন
সিনিয়র জিমন্যাস্টিক্স কোচ বলেন,
সময়ে সময়ে নন্দী স্যার ও নন্দী ম্যাডাম
শাসক দলের ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। প্রচন্ড
মানিক সরকার ভক্ত নন্দী স্যার এখন
রাম ভক্ত। আর এই রাম ভক্ত নিজে এবং
ম্যাডামকে ফাঁকি শিখিয়ে এখন উদমপুরে
নতুন জিমন্যাস্টিক্স সেন্টার তৈরির কাজে
নেমছেন বলে অভিযোগ তাদের।

#### জয়ী কিল্লা

● সাতের পাতার পর যেখানে শেষ করেছিল দ্বিতীয়ার্ধেও সেখান থেকেই শুরু করলো কিল্লা। ৩৯ মিনিটে দলের হয়ে ষষ্ঠ গোলটি করে থাইবাতি জমাতিয়া। এরই মাঝে পাল্টা আক্রমণ থেকে ৪৯ মিনিটে চলমান সংঘ-র হয়ে ১টি গোল করে স্নেহা দেবনাথ। ৬৫ মিনিটে কিল্লাকে ৭-১ গোলে এগিয়ে দিলো সুমিতা জমাতিয়া।

### নজরে অমিত

সাতের পাতার পর
ক্রিকেটার দের দিকেও। রাজ্যের
ক্রিকেটপ্রেমীরা আশাবাদী, যেভাবে
এগোচ্ছে বিশালগড়ের অমিত তাতে
খুব শীঘ্রই একটা দুর্দান্ত খবর হয়তো
পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে চার-চারটি
আইপিএল ফ্রাঞ্চাইজি-তে ট্রায়াল
দিয়েছে। যা ব্রিপুরার ইতিহাসে বিরল।

### পরিবার আক্রান্ত

সাতের পাতার পর আক্রান্ত
হয়ে কলকাতার উডল্যান্ডস
হাসপাতালে ভর্তি হন সৌরভ।
চারদিন পর হাসপাতাল ছাড়েন তিনি।
ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টে তার নেগেটিভ
আসে। তখন পরিবারের প্রত্যেকের
টেস্ট রিপোর্টে নেগেটিভ এসেছিল।

### চাম্পামুড়া

● সাতের পাতার পর মডার্ন সিএ-কে প্রায় উড়িয়ে দিলো। প্রতিটি ম্যাচেই ব্যাটসম্যানরা এত ভালো পারফরম্যান্স করছে যে বোলাররা চাপমুক্ত হয়ে বোলিং করতে পারছে। এটাই অন্যান্য দলগুলির সাথে চাম্পামুড়ার পার্থক্য তৈরি করে দিয়েছে।

### দক্ষিণ আফ্রিকাই

● সাতের পাতার পর যে দক্ষিণ আফ্রিকার পেসারদের সহজে মাঠের বাইরে পাঠাচিছলেন পূজারা, রহাণেরা, তাঁরাই হঠাৎ একটা জল বিরতির পর পালেট যেতে লাগল সব কিছু। পূজারার রানের গতি অবাক করছিল ধারাভাষ্যকারদের। ৮৬ বলে ৫৩ রান করেন ভারতের তিন নম্বর ব্যাটার। মেরেছেন ১০টি চার, স্ট্রাইক রেট ৬১.৬২।

### ঢুকে পড়লো দোকানে

• আটের পাতার পর - হাসপাতালে
নিয়ে যাওয়া হয়। গাড়ির ধাঞ্চায়
দোকানটি প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
দোকানের চুল্লি থেকে শুরু করে
আসবাবপত্র চুরমার হয়ে যায়।
এলাকাবাসীর তরফ থেকে দাবি
জানানো হয়েছে অভিযুক্ত চালকের যেন
কঠোর শাস্তি হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি
এখন পুলিশের হেপাজতে আছে।

### উচ্চ আদালতের

• **আটের পাতার পর** - মামলা দায়ের করেন। রিট মামলার আবেদনে বলা হয়, আবেদনকারীদের মধ্যে স্থায়ীভাবে সুষ্ঠ বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বন্টিত দোকানঘর সমূহ নতুন করে বন্টন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অবৈধ ও व्यार्त्तपनकातीरमतं जीवनजीविकात সাংবিধানিক অধিকারের পরিপন্থী। উচ্চ আদালতের বিচারপতি এস তলাপাত্র এদিন রিট মামলায় রাজ্য সরকার ও কর্পোরেশনের উপর কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছেন। বিচারপতি অন্তর্বতী আদেশে ১৫টি দোকানঘর নতুন করে বন্টন সংক্রান্ত কর্পোরেশনের জারি করা ২৩ ডিসেম্বর বিজ্ঞপ্তিতে স্থগিতাদেশ জারী করেছেন। রিট আবেদনকারী হয়ে মামলা লড়ছেন বরিষ্ঠ আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণ, আইনজীবী সমরজিৎ ভট্টাচার্য ও আইনজীবী কৌশিক নাথ।

উন্নয়নের খতিয়ান চাইতে জিরানিয়ায়

প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে সুশান্ত

বলেন তিনি। বৈঠকে বিভিন্ন দফতরের

আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিদের

# গ্রাম স্বচ্ছল হলে ত্রিপুরা স্বচ্ছল হবে ঃ উপমুখ্যমন্ত্ৰী



প্রেস রিলিজ, চডিলাম, ৫ **জানুয়ারি।।**গ্রাম স্বচ্ছল হলে ত্রিপুরা স্বচ্ছল হবে। গ্রাম আত্মনির্ভর হলে ত্রিপুরাও আত্মনির্ভর হবে। বর্তমান রাজ্য সরকার গ্রামের প্রতিটি মানুষ বিশেষ করে মা-বোনেদের স্বনির্ভরতার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরাকে আত্মনির্ভর করতে চাইছে। বধবার চড়িলামের লীলাদেব স্মৃতি কমিউনিটি হলে সিপাহিজলা

নোংরা চক্রান্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

**আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।।** বুধবার

পাঞ্জাবে একটি দলীয় কর্মসূচিতে

যোগ দিতে যাওয়ার সময় যাত্রাপথে

অবরোধের জেরে গন্তব্যে পৌঁছতে

না পেরে ফিরে আসতে হয়েছে

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। আর

সেই ঘটনার নিন্দা করেছেন রাজ্যের

তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

তিনি এক বিবৃতিতে বলেন,

আমাদের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষতি

করতে আজ যে নোংরা চক্রান্ত করা

হয়েছে তার ধিকার জানিয়ে আমি

এর নিন্দা জানাচ্ছ। নিরাপত্তায়

গলদের জন্য কংগ্রেস দল শাসিত

একটি রাজ্যে ২০ মিনিট রাস্তায়

দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে দেশের

প্রধানমন্ত্রীকে, এটা খুবই দুঃখজনক।

শুধুমাত্র রাজনৈতিক মতাদর্শগত

বিরোধের কারণে পাঞ্জাবের কংগ্রেস

সরকার তার প্রশাসনিক ক্ষমতার

অপব্যবহার করে যে কৌশলে আজ

প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে

তা গণতাম্ব্রিক নীতি ও জাতীয়তাবাদী

আদর্শে বিশ্বাসী দেশের যেকোনও

নাগরিককে মানসিকভাবে পীড়া

দেবে। দেশবাসী কখনোই এই

ন্যক্কারজনক ঘটনা মন থেকে মেনে

নেবে না বলে মনে করছেন মন্ত্রী।

জেলায় নিবিড় তুঁত চাষে কিষান নার্সারি গড়ে তুলতে আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা একথা বলেন। আইবিএসডিপি প্রকল্পে সিপাহিজলা জেলার ১,৬০০ জন তঁত চাষিকে তত চাষের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধাপে ৩১ কোটি টাকা সহায়তা করা হবে। এদিন প্রথম ধাপে উপমুখ্যমন্ত্রী এই জেলার ১৫

আগরতলা, ৫ জানুয়ারি ।। শহরের

রাস্তায় অটোতে ধাকা মেরে

পালালো পুলিশের জিপসি।

পাশেই প্রত্যক্ষদর্শী ট্রাফিক পুলিশের

এক কনস্টেবল ইচ্ছে করে গাড়ি

আটক করেনি বলে অভিযোগ

উঠেছে। এই ঘটনায় ট্রাফিক

পুলিশের ভূমিকায় ব্যাপক ক্ষোভ

তৈরি হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীদের।

পুলিশের গাড়ি হওয়ায় ইচ্ছে করেই

অভিযোগ। শুধু তাই নয়, ট্রাফিক

পুলিশ ইচ্ছে করে জিপসির ভুল

একটি নম্বর নিয়ে সবাইকে

দেখাচ্ছেন। এই ঘটনায় ট্রাফিক

পুলিশের কনস্টেবলকে আটক করে

জিজ্ঞাসাবাদ করার দাবি করেছেন

প্রত্যক্ষদর্শীরা। সাধারণ নাগরিকদের

বেলায় এই ট্রাফিক কনস্টেবলরা

মোবাইল-ক্যামেরাম্যান হয়ে যান।

স্পষ্ট ছবি তুলেন মোবাইলে। কিন্তু

পুলিশের জিপসি হওয়ায় ঠিকমতো

নম্বরও টুকতে পারেননি। এই

ছেডে দিয়েছে বলে ক্ষ্ৰাদের

জন তুঁত চাষির হাতে তুত চাষ সম্প্রসারণের জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার করে অনুমোদনপত্র তুলে দেন। উপমুখ্যমন্ত্রী যীষু দেববর্মা বলেন, রেশম চাষে ত্রিপুরার বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে।ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা উন্নতমানের রেশম সিল্ক উৎপাদনে সনাম অর্জন করেছে। তিনি বলেন. বর্তমান রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ নতুন চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করছে।

কনস্টেবলের উপর ক্ষোভ উগড়ে

দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী অনেকেই।

দুর্ঘটনাটি হয়েছে শহরের

মেলারমাঠ উড়ালপুলের পাশেই।

জীবন কৃষ্ণ দাম তার অটো নিয়ে

বটতলার দিকে যাচ্ছিল। উল্টো

দিক থেকে আসা একটি পুলিশের

জিপসি গাড়ি অটোতে ধাকা মেরে

জানান, জিপসি গাড়িতে চারজন

ছিলেন। গাড়িটির সঙ্গে অটো

সংঘর্ষের পর এটি পেছন দিকে

ঘুরিয়ে পালিয়ে গেছে। তিনি

দাঁড়িয়ে জিপসির নম্বরটি

লিখেছেন। নম্বরটি হল

টি আব - ০৮ - এ - ৮৫৭।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, এই নম্বরের

কোনও জিপসি নেই। ইচ্ছে করেই

ট্রাফিক পুলিশ কনস্টেবল পুলিশের

গাড়িটি বাঁচাতে মিথ্যে বলেছেন।

তিনি চাইলে সহজেই জিপসি

আটক করতে পারতেন। কিন্তু এই

পালিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে মধ্যে। তারা চাইছেন স্মার্ট সিটির

উপস্থিত ট্রাফিক পুলিশ কনস্টেবল ক্যামেরা দেখে ট্রাফিক পুলিশ

পুলিশের জিপসি ছেড়ে দিল ট্রা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অভিযোগ ঘিরে ট্রাফিক পুলিশ

করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। রাজ্যের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। অতি সম্প্রতি রাজ্যের প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার গরিব অংশের পরিবার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘরের মঞ্জুরি পেয়েছেন। আজাদি কা অমৃত মহোৎসব পালনের অঙ্গ হিসাবে আয়োজিত এদিন এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিপাহিজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, ত্রিপুরা হ্যাভলুম অ্যাভ হ্যাভিক্রাফট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান বলাই গোস্বামী, সিপাহিজলা জিলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সঞ্জীব কুমার সিনহা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চডিলাম পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাখী দাস কর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন হ্যান্ডলম আন্ত হ্যান্ডিক্রাফট ও সেরিকালচার দফতরের অধিকর্তা

চেষ্টাও করেননি। অথচ সাধারণ

নাগরিকদের বেলায় দুর্ঘটনা হলে

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসতেন আরও

বহু ট্রাফিক পুলিশকর্মী। হেস্তনেস্ত

করা হতো দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি

চালককে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে উল্টো

পালানোর সুযোগ করে দিয়েছেন

ট্রাফিক পুলিশ। এই ঘটনায় ব্যাপক

ক্ষোভ তৈরি হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীদের

দুর্ঘটনাগ্রস্ত পলিশের জিপসি

গাড়িটি শনাক্ত করুক। যেভাবে

সাধারণ যান চালকদের ট্রাফিক

পুলিশের অফিসাররা স্মার্ট সিটির

ক্যামেরা দেখে দ্রুত জরিমানা করে

থাকেন একইভাবে কেন ট্রাফিক

পুলিশ পুলিশের জিপসির ক্ষেত্রে

করবেন না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন

ক্ষুব্ধ জনতা। এক্ষেত্রে ট্রাফিক

পুলিশের এসপি শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী

এবং ডিএসপি কোয়েল দেববর্মার

নীরব ভূমিকা নিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীরা

ক্ষোভ জানিয়েছেন।

মহিলাদের স্বাবলম্বী এবং স্বনির্ভর

# লাফিয়ে বাড়ছে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আগরতলা, ৫ জানুয়ারি ।। ত্রিপুরায়ও লাফিয়ে বাড়তে শুরু করছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। প্রধানমন্ত্রীর সফরের ২৪ ঘণ্টা যেতেই রাজ্যে আরও ৪৬জন করোনা পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এর মধ্যে ২৬জনই পশ্চিম জেলার। আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে উত্তর জেলায়ও। ২৪ ঘণ্টায় এই জেলায় ৮জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়।

#### দফতর মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ৮৪৭ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১ হাজার ১০জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে আরটিপিসিআর-এ ২৩জন পজিটিভ রোগী পাওয়া গেছে। এছাড়া ১ হাজার ৮৩৭ জনের অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছে। তাদের মধ্যে ২৩জন পজিটিভ শনাক্ত হন। সংক্রমণের হার ছিল ১ দশমিক ৬২ শতাংশ। সুস্থতার সংখ্যা ২৪ ঘণ্টায় নামলো ৬ জনে। যে কারণে বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা সংক্রমিত রোগীদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯৫জনে। একই সঙ্গে রাজ্যে কমেছে সুস্থতার হারও। করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে সিপাহিজলা, গোমতী, দক্ষিণ এবং ঊনকোটি জেলায়ও। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় পজিটিভ রোগীর সংখ্যা ৫৮ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। মৃত্যুর সংখ্যাও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩৪জনে। দ্রুতহারে দেশে বাড়ছে করোনা পজিটিভ রোগী। অন্যদিকে, আগরতলায় এখনও করোনা আক্রান্ত রুখতে কোনও ধরনের কড়া ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন। মাস্কের জন্য অভিযানের কথা কাগজে-কলমে বলা হলেও বাস্তবে আগরতলায় দেখা মেলেনি। শাসকদলের প্রভাবশালী নেতাদেরই মাস্ক ছাড়া বিভিন্ন সমাবেশে ঘুরতে দেখা যায়। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ অথবা সাধারণ প্রশাসনের কর্তারা কোনও ব্যবস্থা নিতে সাহস পান না। এই পর্যায়ে রাজ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। শিক্ষা

### সিদ্ধান্তের কথা জানায়নি। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা

প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়েও রাজ্যের শিক্ষা

দফতর এখন পর্যন্ত কোনও

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। ১-১-২০২২ ভিত্তি হিসাবে ধরে রাজ্যের ৬০টি বিধানসভা কেন্দ্রের চূড়ান্ত সচিত্র ভোটার তালিকা বুধবার প্রকাশিত হয়েছে। এই তালিকা ৩,৩২৪টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র, সমস্ত তহশিল অফিস, ইআরও (মহকুমাশাসক) অফিস এবং সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার (জেলাশাসক)-র কার্যালয়ে দেখতে পাওয়া যাবে। এদিন প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী রাজ্যে মোট ভোটার রয়েছেন ২৭,৩৫, ৫৪৬ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১৩,৮১,৬৯৩ জন। মহিলা ভোটার ১৩,৫৩,৮১৮ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৩৫ জন। সার্ভিস ভোটার রয়েছেন ১০,৩১৬ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১০,১৪৬ জন। এবং মহিলা ভোটার ১৭০ জন। সচিত্র ভোটার তালিকা www.ceotripura.nic.in এই ওয়েবসাইটেও দেখতে পাওয়া যাবে। রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় হয়। বৈঠকে তিনি জিরানিয়া মহকুমার অধীন জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েত/ রানিরবাজার পুর-পরিষদ/ জিরানিয়া-মান্দাই- বেলবাড়ী/ পুরাতন আগরতলা ব্লক সহ বিভিন্ন পঞ্চায়েত/ভিলেজ কমিটি এলাকায় সক্রিয় বিভিন্ন দফতরের কাজের অগ্রগতি ও সমস্যা সম্পর্কে অবগত হন। পর্যালোচনা বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনার পর সেগুলো অতিদ্রুত সমাধানের জন্য উপস্থিত আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।চলতি অর্থ বছরে পূর্ত দফতরের বিভিন্ন অসমাপ্ত কাজ সম্পর্কে সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং কাজগুলি দ্রুত শেষ করতে তিনি উপস্থিত আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। বৈঠক শেষের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানান, বুধবার জিরানিয়া মহকুমায় বিভিন্ন দফতরের পূর্বে করা বিভিন্ন কাজ এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, "আমাদের সরকার গত চার বছরে প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ করেছে।বিগত সরকারের ছেড়ে যাওয়া বিপুল ঋণের বোঝা থাকা সত্ত্বেও রাজ্যে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। গত চার

বছরে রাজ্যের পরিকল্পিত ব্যয় অনেক গুণ বৃদ্ধি হয়েছে, এটি নজিরবিহীন। আমাদের সরকার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছে'। আজকের এই জিরানিয়া মহকুমাভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠকে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর সাথে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিরানিয়া মহকুমার মহকুমা শাসক জীবন কৃষ্ণ আচার্য্য, জিরানিয়া মহকুমার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুমন মজুমদার, জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান রতন কুমার দাস, রানিরবাজার পুর-পরিষদের চেয়ারম্যান/ ভাইস-চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য সম্মানিত সদস্য/ সদস্যরা, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য সদস্য-সদস্যরা, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক, জিরানিয়া মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকেরা, পূর্ত দফতর, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান, জল সম্পদ দফতর, ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড, স্বাস্থ্য দফতর, কৃষি দফতর, শিক্ষা দফতর, মৎস্য দফতর, গ্রামোন্নয়ন দফতর, পঞ্চায়েত দফতর, সমাজ কল্যাণ দফতর সহ বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা।

### পজিটিভ রোগী

প্রার্থনা করছেন তিনি।

তথ্য ফাঁস!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।।

সিপিএমের বেশ কয়েকজন বিধায়ক বিজেপির সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। তারা নাকি বলছেন, মানিক সরকারের প্রতি তারা ক্ষুব্ধ। মানিক সরকারের আমলে তাদের আর রাজনীতিতে থাকার মানে হয় না।

কারণ, মানিক সরকার সকলকে

দমিয়ে রাখেন। কথাগুলো বললেন

সুশান্ত চৌধুরী। বিজেপির প্রদেশ

কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে সুশান্ত

চৌধুরী আরও বলেন, তবুও মানিক

সরকার সুস্থ থাকুক, সবল থাকুক এ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জিরানিয়া, ৫ **জানয়ারি।।** জিরানিয়া মহকুমায় উন্নয়নের খতিয়ান নিতে বৈঠকে অংশ নিলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। বুধবার দুপুরে জিরানিয়া মহকুমা শাসক অফিসের কনফারেন্স হলঘরে জিরানিয়া মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নিলেন রাজ্যের পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতরের মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর পৌরহিত্যে এই বৈঠকে বিভিন্ন দফতরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। এই সভায় বিভিন্ন দফতরের বিভিন্ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন এবং জনগণের কাছে বিভিন্ন দফতরের পরিষেবা দ্রুত পৌঁছে দিতে জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকদের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে আহ্বান জানান মন্ত্রী সুশাস্ত চৌধুরী। কেবলমাত্র পরিষেবা দিতে নয়, প্রত্যেকটি মানুষের অভাব অভিযোগের কথা শুনতে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে উপস্থিত আধিকারিকদের সাধারণ মানুষদের সাথে কথা বলার জন্য বলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। কী করলে আরও ভাল কাজ করা যায়, সে বিষয়ে আধিকারিকদের সাথে কথা

### টাকার মোহে অথর্ব প্রশাসন ব্যবসায়ীদের রাস্তা দখল প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, যাওয়ার রাস্তা। সরকারের সেই বাড়াবাড়ি করেন তাহলে আবার

উদয়পুর, ৫ জানুয়ারি।। টাকার কি মোহ, রাস্তা দখল করে নিলেও চোখ বন্ধ করে আছেন প্রশাসনিক স্থানীয়দের। তাদের অভিযোগ, এখনও পর্যন্ত কেউই দেখাতে কর্তারা। তবে প্রশাসনিক কর্তারা ব্যবসায়ী পঙ্কজ সরকারি রাস্তাতেই পারেনি।ছেলের বিয়েতে রাজ্যের টাকা পেয়েছেন কিনা তা জানা নেই। কিন্তু নেতারা মাসকি কিস্তি আদায় করেন উদয়পুরের ব্যবসায়ী পঙ্কজের কাছ থেকে। কারণ, বাম আমলে কেশবের দৌলতে কোটি কোটি টাকা কামাই করেছিল পঙ্কজ। যেহেতু কেশবের দাপট এখন আর নেই। তাই বর্তমান ক্ষমতাবানদের টাকার মোহে বশ করেছে পঙ্কজ এমনই অভিযোগ এলাকাবাসীর। সেই কারণেই তো তার একের পর এক অনৈতিক কাজকে প্ৰশ্ৰয় দিয়ে চলেছে প্রশাসনও। উদয়পুর মন্দির এলাকায় পক্ষজবাবুর বাড়ি। তার বাড়ির সামনে দিয়েই উদয়পুর থেকে রাজনগর, পিত্রা ও কিল্লা

রাস্তাটি দখল করে নিয়েছে সেই 🖰 উপর মহলের নেতা গোসা বসার জন্য সিঁড়ি বানিয়ে নিয়েছে। তাও পাকাপোক্তভাবে। এলাকায় গুঞ্জন কয়েকজন নেতা অবশ্য নাগরিকদের ক্ষোভের মুখে পঙ্কজকে সিঁড়ি ভেঙে ফেলার আবেদন করেছিলেন। কিন্তু পঙ্কজ কারোর কথাই কানে তুলতে চায়নি। কারণ যারাই পঙ্কজের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তাদের উপর মহলের লোকেরাই পঙ্কজের কাছ থেকে প্রতি মাসে হপ্তা আদায় করে। যেহেতু, উপর মহলের নেতারা পক্ষজের নুন খেয়েছে, তাই তৃণমূল স্তারের নেতারাও সেই পঙ্কজের কথায় উঠে-বসে। কারণ, তার সাথে যদি কেউ

ব্যবসায়ী। এমনটাই অভিযোগ করবেন। তাই সিঁড়ি ভাঙার সাহস সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তিকে উদয়পুর এনে পক্ষজ নিজের প্রতিপত্তি দেখিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে সে এখন আর বামভক্ত নয়। যেহেতু, সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি তার ছেলের বিয়েতে এসেছেন, তাই স্থানীয় প্রশাসন এবং নেতারা আরও বেশি তার প্রতি দুর্বল হয়েছেন। কারণ পঙ্কজ যদি ক্ষেপে যায় তাহলে তো সর্ব ক্ষমতাবান ব্যক্তির রোষানলে পড়তে হবে সবাইকে। তবে এই বিষয়ে উদয়পুর মহকুমাশাসক অনিরুদ্ধ রায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে দেখবেন বলে জানান। কিন্তু মহক্মাশাসকের এতটা ক্ষমতা হবে কি?

বিশালগড়, ৫ জানুয়ারি।। গত ২৭ ডিসেম্বর গভীর রাতে বিশালগড থানাধীন গকলনগর জাতীয় সড়কের উপর থেকে বিএসএফ ও পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে একটি মারুতি গাড়ি থেকে নগদ টাকা ও প্রচুর পরিমাণে ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছিল। সাথে বিজেপির দক্ষিণাংশের যুব মোর্চার

সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষের ভাই অভিজিৎ ঘোষ ও আরেক কারবারি প্রসেনজিৎ পালকে আটক করা হয়েছিল। বিএসএফ তাদেরকে আটক করে তুলে দেয় বিশালগড় থানার পুলিশের হাতে। গত ২৮ ডিসেম্বর মামলার তদন্তকারী অফিসার জয়শ্রী সিনহা অভিযুক্ত বিজেপি নেতার ভাই সহ দুই যুবককে পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ড

করছেলেন। কিন্তু পুলিশ কেস ডায়েরি জমা না দেওয়ায় দুই অভিযুক্তকে নয় দিনের হয়েছিল। বুধবার আদালত দুই অভিযুক্তের পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছে। সরকারি আইনজীবী জ্যোতি প্ৰকাশ সাহা জানান, দুই অভিযুক্তকে

পাওয়া যেতে পারে। প্রথম দিন জেরার মুখেই দুই অভিযুক্ত পুলিশকে জানায় এই নেশা জেলহাজতে পাঠিয়ে দেওয়া সামগ্রীগুলি মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ি এলাকার একটি গুদাম থেকে এনেছে। তবে পুলিশ তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকি অভিযুক্তদের জালে তুলতে পারে

### আগরতলা-খোয়াহ সড়ক

মোহনপুর, ৫ জানুয়ারি ।। জমির জন্য তাদের জমি অধিগ্রহণ করা অবরোধ করেছে। অবরোধের প্রায় মূল্য কম পাওয়ার অভিযোগ এনে আগরতলা-খোয়াই সড়ক অবরোধ। বুধবার সকাল থেকেই হেজামারার সুবল সিংয়ের রাস্তা অবরোধ করা হয়। রাস্তা অবরোধের কারণে বন্ধ হয়ে যায় দু'দিকের যান চলাচল। জনজাতি অংশের নাগরিকরাই মূলতঃ রাস্তা অবরোধ করে। পেছনে এডিসির শাসকদল জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। অবরোধের খবর পেয়ে ছুটে যান মোহনপুর মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত। কিন্তু মহকুমা শাসকের কথা শুনতেও নারাজ আন্দোলনকারীরা। তারা কিছুতেই জমির সঠিক মূল্য পাওয়ার লিখিত কাগজ না পেয়ে অবরোধমুক্ত করতে নারাজ। আন্দোলনকারীদের নেতৃত্বে থাকা সুবল সিং এলাকার বাসিন্দা অজিত এসেছিল। কিন্তু তাদের বক্তব্য নারাজ আন্দোলনকারীরা।পরে যান

দেওয়া হয়েছে। তাদের দাবি

সিধাই থানার ওসি বিজয় সেন,

কিছু সময় রাস্তা অবরোধ রাখার পর হয়েছিল। কিন্তু জমির মূল্য কম সেড় ঘন্টা পর সুবল সিং-এ ছুটে যান অবশেষে ২৪ ঘন্টার মধ্যে জমির মূল্য নিয়ে আলোচনার প্রতিশ্রুতি



অনুযায়ী টাকা দেয়নি সরকার। এই টাকার দাবিতে তারা আগেও প্রশাসনের কাছে দাবি করে

মোহনপুর মহকুমা অফিসের ডিসিএম-সহ অন্যান্য কর্মীরা। কিন্তু কিছুতেই অবরোধ মুক্ত করতে

দিয়ে অবরোধ মুক্ত করা হয়। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, তাদের দাবি অনুযায়ী জায়গার দাম না পেলে

#### বিশালগড়, ৫ জানুয়ারি।। বিএসএফ যে অভিযোগ নিয়ে বুধবার রাতে মধুপুর থানাধীন অরবিন্দনগর এলাকার তিনটি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বাড়িতে হানা দিয়েছে সেই অভিযোগটিও যে অস্বীকার করা যাচ্ছে না। ঠিক তেমনি বাড়িতে ঢুকে বিএসএফের তাণ্ডবের অভিযোগকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। স্থানীয় নাগরিকদের অভিযোগ বিএসএফ জওয়ানরা রাতে বাড়িঘরে ঢুকে আসবাবপত্র ভাঙচুর করেছে। যে কারণে এলাকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। সীমান্ত এলাকায় কান পাতলেই শোনা যায় বিভিন্ন সময়ে বিএসএফের বাড়বাড়ন্তের কথা। থানায় মামলা দায়ের হলেও কোন ধরনের ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। বুধবার রাতে অরবিন্দনগর এলাকার সামসু মিয়া, মোহন মিয়া ও নজরুল হোসেনের বাড়িতে বিএসএফ পাচার সামগ্রী মজুত রয়েছে বলে এই অভিযোগে হানা দেয়। যদিও বাড়ির লোকজন অভিযোগ করেছে তাদের গৃহপালিত গরুও বিএসএফ নিয়ে যেতে চেয়েছিল। গ্রামবাসীরা থেকে চেয়ার, টেবিল, টিভি সহ নিয়ম অনুযায়ী অভিযান চালাতে বিভিন্ন জিনিসপত্র বের করে ভাঙচুর করতে শুরু করে। শুধু তাই নয় বাউন্ডারিও ভাঙচুর করেছে বলে অভিযোগ।ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো জানিয়েছে তারা মধুপুর থানায়

পারতো। কিন্তু সম্পত্তি কেন নষ্ট করা হবে ? গ্রামবাসীদের অভিযোগ বিএসএফ জওয়ানরা মহিলাদের উপরও এদিন হাত উঠিয়েছে। মধুপুর থানা এলাকার



করবেন। তবে বিএসএফ যে অভিযোগ নিয়ে বাড়ি ঘরে ঢুকেছে তা আবার একেবারেই ভুল নয়। কারণ ওইসব বাড়িঘরগুলোর উপর দিয়েই বাংলাদেশে গরু পাচার হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। শুধু তাই নয় বাইক, নেশা সামগ্রীও পাচার হয়ে থাকে। সচেতনশীল নাগরিকদের বক্তব্য বিএসএফের কাছে যদি এমন কোন খবর জওয়ানদের ঘুরতে দেখা যায়।

অরবিন্দনগর, কোনাবন সহ বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ বিএসএফের এসব আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আবার একাংশ বিএসএফের সঙ্গে পাচারকারীদের যে গোপন হাত রয়েছে এরকম অভিযোগ আছে। কেননা অরবিন্দনগর, কামথানা এলাকার পাচারকারীদের বাইকে বসে একাংশ

# তৃণমূলের রাজভবন অভিযান, পরে গ্রেফতার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।।** রাজভবন অভিযানে গিয়ে গ্রেফতার হলেন তৃণমূল রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক সহ অন্যান্যরা। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুসারে এদিন স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান থেকে শুরু হয় রাজভবন অভিযান কর্মসূচি। রাজীব ব্যানার্জি, সুবল ভৌমিক সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ১৫ দফা দাবিতে রাজভবন অভিযানের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। রাজ্যে আইনের শাসন নেই। আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি, প্রতিনিয়ত নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন, লুটপাট, ভাঙচুর, বিরোধীদের উপর প্রাণঘাতী হামলা, সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে ভোট দখল, লুট, ভোটদানে বাধা, দিনদুপুরে পূর্ব মহিলা থানায় আক্রমণ, বেকারত্ব,





রেগায় দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, ১০৩২৩, বিদ্যুৎ, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা, রেশন পরিষেবা ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন রাজভবন অভিযান কর্মসূচিতে। এদিনের আন্দোলনের ব্যাখ্যায় রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবল ভৌমিকরা বলেন, এ রাজ্যে যে সরকার রয়েছে সে সরকার সাধারণ মানুষের জন্য নয়। শুধু তাই নয়, এই সরকারের আমলে উন্নয়ন কাজ বন্ধ হয়ে গেছে, লুটের রাজ চলছে। তাই রাজভবন অভিযানে পুলিশকে ব্যবহার করে নেতাদের আটকে দেওয়া হলো। এদিন সার্কিট হাউস এলাকায় সুবল ভৌমিক সহ অন্যান্যরা পৌঁছলেই পুলিশ তাদের আটকে দেয়। সেখানেই পুলিশ সুবল ভৌমিকদের গ্রেফতার করে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে যায়।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, পশুদের চিকিৎসা করাতে হচ্ছে। এলাকার সাধারণ মানুষ হতবাক। বিশালগড়, ৫ জানুয়ারি।। পশু তার মধ্যে বুধবার পশু চিকিৎসা এলাকার কেউ কেউ দাবি করছেন চিকিৎসালয়ের কর্মসংস্কৃতি লাটে উঠায় বিপাকে পড়েছে সাধারণ নাগরিকরা। গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রের কাঞ্চনমালা গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের পশু চিকিৎসালয়টিতে নিযুক্ত চিকিৎসকের কারণে ক্ষোভে ফুঁসছে হাসপাতালে আসা সাধারণ নাগরিকরা। এই চিকিৎসালয়টিতে সকাল ১০টা থেকে স্থানীয় কাঞ্চনমালা এলাকার মানুষ ওষুধ নিতে এসে দরজায় তালা ঝুলানো অবস্থা দেখতে পাই। দীর্ঘক্ষণ চিকিৎসকের জন্য অপেক্ষা করলেও চিকিৎসকের দেখা না পেয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হয় নাগরিকরা। অভিযোগ, এ পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসকের দায়িত্বে যিনি রয়েছেন তিনি প্রতিদিনই পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে আসেন না। যার দরুণ এলাকার মানুষ অন্যত্র থেকে টাকা দিয়ে

চিকিৎসক এনে তাদের গৃহপালিত

কেন্দ্রটি তালা ঝুলানো অবস্থায় দেখা গেল। এই পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসক ছাড়াও নিয়োজিত মহিলাকর্মী

আরাম-আয়েশে অফিসে না এসে বাড়িতে সময় কাটাচ্ছেন বলে অভিযোগ। সরকারি বেতনপ্রাপ্ত এই পশু চিকিৎসা কেন্দ্রের চিকিৎসক সহ মহিলা কর্মীর এই কর্মকাণ্ড দেখে

যদি কোন সরকারি অফিস বন্ধ থাকে তাহলে কি কারণে বন্ধ থাকবে তার নোটিশ দেওয়ালে লাগানো থাকার কথা কিন্তু বিনা নোটিশে কাঞ্চনমালা পশু চিকিৎসা কেন্দ্রটি তালা ঝুলানো অবস্থায় রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই কাঞ্চনমালা এলাকার সাধারণ মানুষ সময়মতো এই পশু

এরপর দুইয়ের পাতায়



আজ রাতের ওযুধের দোকান ইস্টার্ন মেডিকেল হল **589886839** 

### আজকের দিনটি কেমন যাবে

চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে দিনটি শুভ।

স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির

সৃষ্টি হতে পারে। তাদের মানসিক

বৃশ্চিক : দিনটিতে যাই করুন চিস্তা ্বরসাসীস্থার ভারনা করে করবেন। ব্যবসাসীস্থার

বাড়তে পারে। দাম্পত্যজীবন খুবই

চনমনে থাকবেন। দিনটিতে একটু

নজর রাখতে হবে পায়ের পাতা

আরোও একটু ওপরের দিকে।

মচকে যাওয়া হঠাৎ ব্যথা পাওয়ার

শত্রু থেকে সাবধান থাকা দরকার।

আগে আপনাকে অবহেলা করত

মীন: দিনটিতে চাকরিজীবীদের

বৃদ্ধি পাবে।স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা

ভালো কাজ করেও প্রতিদান

পাবেন না।

সামান্য অসহযোগিতা

বাড়বে। সুনাম-সহ

সাফল্যের ধারাবাহিক

দিনটি তাদের প্রিয় হবে।

প্রয়োজন।

ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি

তেমন শুভ নয়। ব্যবসা

**ধনু :** দিনটিতে শরীর ও

স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে।

তবে আপনি যথেষ্ট

শান্তি বিঘ্নিত হবে উভয়ের।

মেষ : দিনটিতে মেষ । থাকতে হবে দিনটিতে। ব্যবসা সূত্রে রাশির পক্ষে শুভ।কর্মভাব | উ পার্জন বৃদ্ধি শুভাশুভ বলা যায়। ব্যবসা ভালো | হবে।তবে শত্রুতার যোগ দেখা যায়। অর্থ যেমন আসবে আবার ব্যয়ও হবে। শরীর ও স্বাস্থ্য ভালো থাকলেও চলাফেরায় সাবধানতা

বৃষ : দিনটিতে এই রাশির <sup>|</sup> 🛂 জাতক-জাতিকাদের শরীর মোটামুটি ভালোই যাবে। । নিয়ে কিছু না কিছু সমস্যা থাকবে। তবে মানসিক উদ্বেগ ও অকারণে | চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভ। ভয় দিনটিতে দেখা দিতে পারে। | তবে কারও চাপে কোনো কিছু কর্মভাব ভালো-মন্দ মিশিয়ে চলবে। | করবেন না।অন্যথায় সমস্যা আরও| ব্যবসা ভালোই হবে। তবে ব্যবসায় 🛭

শত্রুতার যোগ দেখা যায়। সিথুন : দিনটিতে মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য কৰ্মভাব শুভ বলা যায়। তবে আর্থিক উন্নতির পথে বারবার বাধা আসবে। অকারণে দুশ্চিন্তা দেখা **।** দেবে। প্রেম-প্রীতির ক্ষেত্রে l 峰 সাবধানে চলা দরকার।

🎒 কর্কট : দিনটিতে কর্মভাব | যোগ লক্ষ্য করা যায়। তবে বন্ধু বা মিশ্র ফল দেবে। ব্যবসা ভালো | হবে। তবে পার্টনার থাকলে **| মকর :** দিনটিতে কর্মজীবী ও মনোমালিন্য হবে। দিনটিতে কাজের চাপ মানসিক অশান্তির কারণ হতে পারে। তা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে ও সামাজিক ক্ষেত্রে যশ

🌊 বৃদ্ধির যোগ আছে। সিংহ : দিনটিতে আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য থাকবে। **।** চাকরিস্থানে নিজের দক্ষতা বা **l** পরিশ্রমের কিছুটা স্বীকৃতি পাওয়া 📗 যাবে। তবে দিনটিতে মানসিক 📗 উত্তেজনা দমন করে চলতে চেষ্টা | চাকরি ব্যবসা উভয়ক্ষেত্রেই সময় করবেন নতুবা সহকর্মীরা আপনার | অনুকূলে। চাকরিজীবীরা দিনটিতে ক্রোধের সুযোগে সমস্যা সৃষ্টি । বিশেষ শুভ ফল ভোগ করবে। যারা

কন্যা: ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটিতে নানান সুযোগ আসবে। চাকরিজীবীদের অতিরিক্ত মানসিক চাপ এবং দায়িত্বজনিত ! কারণের দুশ্চিন্তায় থাকতে হবে। আর্থিক চাপ থাকবে। দিনটিতে 🛭 নার্ভাসনেস, টেনশনের কারণে । দ্রকার। মানসিক অস্থিরতার মধ্যে। মাথা ধরার সমস্যা ভোগ করবেন। । প্রতিভাগুলো ঠিকমত বিকশিত।

তুলা : চোট আঘাত | হবে না। মানুষেব জন্য লাগার সভাসনা ... চলাফেরায় সতর্ক লাগার সম্ভাবনা থাকবে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৫ জানুয়ারি।। শান্তিরবাজার শহর এলাকার ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠক করলেন মহকুমাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিরুপম দত্ত-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। শান্তিরবাজার সবজি মার্কেটে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে মহকুমাশাসকের কাছে তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়। মহকুমাশাসকও বেশকিছু সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পরে মহকুমাশাসক-সহ অন্যান্যরা বাজার এলাকা পরিদর্শন করেন। মহকুমা শাসকের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন ব্যবসায়ীরা। কারণ, এতদিন ধরে কেউই তাদের সমস্যাগুলি নিয়ে কথা বলতে এগিয়ে আসেননি। ব্যবসায়ীদের কথা অনুযায়ী তারা প্রতিদিন বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এখন আশ্বাস মোতাবেক সমস্যাগুলো সুরাহা হবে বলে আশা ব্যক্ত করছেনে তারা।

### ব্যবসায়ীদের

নিয়ে আলোচনা

বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রতিদিনই যান দুর্ঘটনার খবর উঠে আসছে। তার মধ্যে বিশালগড় মহকুমাধীন এলাকায় যান দুর্ঘটনা রোধে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে সাধারণ নাগরিকদের। এরই মধ্যে অভিযোগ, শুধুমাত্র একজন অফিসার দিয়েই বিশালগড়ের মত জায়গার ট্রাফিক ব্যবস্থা সামলানোর কাজ চলছে। আর তিনি বেশ আরামেই রয়েছেন। সারাদিনে অফিসের বাইরে তার ডিউটি মাত্র দুই থেকে তিন ঘন্টা। বাকি সময়টা কাটিয়ে দিচ্ছে সরকারি কোয়ার্টার নইলে আগরতলার বাড়িতে বলে অভিযোগ। যার ফলে মহাবিপদে পড়েছেন বিশালগড়ের নাগরিকরা। বিশালগড় থানা থেকে এক মিনিটের রাস্তা নিচের বাজার। কিন্তু দিনের পর দিন এই জায়গাটিতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যেভাবে নাজেহাল হয়ে পড়েছে সাধারণ প্রতিদিন। ওই সময় যদি কোন বিপদ ঘটে তাহলে দমকলের গাড়ি পারবেনা তা নিশ্চিত। এসব দেখেও বিশালগড় থানার পুলিশ ও ট্রাফিক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

বিশালগড়, ৫ জানুয়ারি।। রাজ্যের



ঘটতে পারে। কারণ দীর্ঘদিন ধরে যখন নিচের বাজারে এমনভাবে যানজট লেগেই থাকে তাহলে ট্রাফিক পুলিশ কিংবা থানা থেকে কেন পুলিশ কর্মীদের সেই জায়গায় যানজট লেগে থাকে তাতে দেওয়া হচ্ছেনা যানজট সামলানোর জন্য ? শুধুমাত্র রাস্তার মানুষ। অফিস টাইমে কিংবা স্কুলের উপর গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখার ছাত্র-ছাত্রীরা বিপাকে পড়ছে ফলেই প্রতিদিন এমনভাবে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। মহকুমার বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটছে পর্যন্ত সেই রাস্তা দিয়ে যেতে শুধুমাত্র ট্রাফিক পুলিশ না থাকার কারণে।ট্রাফিক কর্মী স্বল্পতায় ভূগছে ট্রাফিক ইউনিট। আর একজন ইউনিটের কর্তারা রয়েছে শীতঘুমে অফিসার দিয়ে বিশালগড়ে দায়িত্ব বলে অভিযোগ উঠে এসেছে। সামলানো মুশকিল হয়ে পড়েছে সূত্রের খবর, যেকোনো দিন বলেট্রাফিককর্মীদের মধ্যেই গুঞ্জন।

এরপর দুইয়ের পাতায়

আগের মত নেই বিশালগড়ের ট্রাফিক ব্যবস্থা

# দিল্লিতে মানিক, রাজ্যে সম্মেলন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, দে সহ অন্যান্যরা। ৩৩ জনের **আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।।** নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়। সিপিএম পলিটব্যরো ও কেন্দ্রীয় সম্পাদক রতন দাস। প্রসঙ্গত, কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে দিল্লি পবিত্র কর সারা ভারত কৃষক সভার গেলেন পিবিএম মানিক সরকার। রাজ্য সম্পাদক হওয়ার পর দিল্লির বৈঠক শেষে হায়দরাবাদ 'অকালেই' সিপিএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির সম্পাদক যাবেন তিনি। সেখানেও দলের কর্মসূচি রয়েছে। এদিকে রাজ্যে হয়েছিলেন রতন দাস। এবার সিপিএমের জেলা পর্যায়ের সম্মেলন থেকে পেলেন দায়িত্ব। সম্মেলন চলছে। এদিন পশ্চিম এদিনের সম্মেলন থেকে ত্রিপুরা জেলা কমিটির সম্মেলন বিজেপি, তৃণমূল, তিপ্রা মথা, অনুষ্ঠিত হয়। ভানু ঘোষ স্মৃতি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ভবনে আয়োজিত সম্মেলনে মতাদর্শগত লড়াই জারি থাকবে উপস্থিত ছিলেন সিপিএম রাজ্য বলে জানান নেতৃবৃন্দ। তার সম্পাদক জীতেন চৌধুরী, মানিক পাশাপাশি বর্তমান রাজনৈতিক,

নিয়ে আলোচনা করা হয়। সংকট চলছে। কাজ ও খাদ্যের সংকট। অধিকার রক্ষায় আন্দোলন জারি রেখেছে জেলা কমিটি। বিষয়গুলো তুলে ধরে নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির শ্রমিক, কৃষক সহ সকল অংশের মানুষের স্বার্থে লড়াই জারি রেখেছে। এদিনের কেলেক্ষারি, নেতাদের ঘুস নেওয়ার ঘটনা ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে লুট, রাজনৈতিক সন্ত্রাস

অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরেন প্রতিনিধিরা। সম্মেলনের আলোচনায় রাস্তায় থেকে দুর্বার আন্দোলন গডার ঘোষণা দেন নেতৃবৃন্দ। রাজনৈতিকভাবে বিজেপি, তিপ্রা মথা, কংগ্রেস এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখবে সিপিএম। কারণ, সিপিএমের ভাষায় ওই রাজনৈতিক দলের 'লাইন' বিভাজনের সম্মেলনে বেকারত্ব সহ চাকরিতে রাজনীতি। প্রসঙ্গত, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে সিপিএমের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্মেলন। কমিটির সম্মেলন।

তার আগে চলছে জেলা সরব মাানক প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। পাঞ্জাবে দলীয় কর্মসূচিতে যাওয়ার সময় আটকে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী। এই ঘটনাকে নজিরবিহীন ও ভয়াবহ বললেন

বিজেপি প্রদেশ সভাপতি ডা. মানিক সাহা। প্রধানমন্ত্রীর ক্ষতি করতে ষড়যন্ত্র চলছে দাবি করে তার নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। ডা. সাহা বলেছেন, কংগ্রেস দল এবং কংগ্রেস শাসিত পাঞ্জাব সরকার প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার গলদের জন্য দায়ী। যারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদের মানুষ ক্ষমা করবে না। ডা. সাহা এর সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।



### কমিউনিস্টের ঘরে চাকরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি।। টিএসআরে তালিকা প্রকাশ নিয়ে অনেক কথা শোনা যাচ্ছে। নতুন তথ্য দিলেন তথ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি জানিয়েছেন, স্বচ্ছ চাকরি হয়েছে বলে কমিউনিস্টের ঘরে চাকরি গেছে। স্বচ্ছতার নজির এখানেই রইল। শিক্ষিতরা চাকরি পেয়েছে। এটাই বর্তমান সরকারের স্বচ্ছতার নজির। বহু কমিউনিস্ট ঘরে চাকরি হয়েছে বলে বিজেপির কার্যকর্তারা বলছেন— দাদা (সুশান্ত চৌধুরীকে উদ্দেশ্য করে) তারা দীর্ঘদিনের সিপিএমের পার্টি করা লোক। তাদের ঘরে টিএসআরের চাকরি হলো। সুশান্ত চৌধুরী এসব বিষয়গুলো তুলে ধরে বলেছেন, তাদের কার্যকর্তাদের বোঝানো হচ্ছে, চাকরি হয়েছে স্বচ্ছতার সাথে, যোগ্যদের চাকরি হয়েছে বলেই কমিউনিস্টের ঘরে চাকরি গেছে।এটাই নজির।বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়গুলো তলে ধরে সশান্ত চৌধুরী বলেন, চাকরিতে স্বচ্ছতা ছিল না বাম আমলে।

### সংশোধনী

প্রতিবাদী কলম পত্রিকার চারের পাতায় "কংগ্রেসের শ্রদ্ধাঞ্জলি" শীর্ষক সংবাদে অনিচ্ছাকৃতভাবেই প্রয়াত সুধীর রঞ্জন মজুমদারের জায়গায় সমীর রঞ্জন মজমদার ছাপা হয়েছে। এ ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।







### অন্যান্য পশ্চাদ্পদ শ্রেণী ও সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর

আগামী ৭ই জানুয়ারী, ২০২২ইং ১১ ঘটিকায় অন্যান্য পশ্চাদ্পদ শ্রেণী ও সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২নং হল-এ রাজ্য ভিত্তিক ডঃ বি.আর আম্বেদকর স্বর্ণপদক পুরস্কার, বিদ্যাসাগর সামাজিক সাংস্কৃতিক পুরস্কার, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ স্মৃতি মেধা পুরস্কার ও বেগম রোকেয়া স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সমারোহে অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি বৃন্দঃ প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক ঃ শ্রী রাম প্রসাদ পাল, মাননীয় মন্ত্রী, অন্যান্য পশ্চাদ্পদ, সংখ্যালঘু কল্যাণ, জেল, অগ্নি নির্বাপক

ও জরুরী পরিসেবা এবং সমবায় দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার। সম্মানিত অতিথি

ঃ বাহারুল ইসলাম মজুমদার, চেয়ারম্যান, ত্রিপুরা বোর্ড অফ্ ওয়াকফ।

**ঃ মহম্মদ জসীম উদ্দিন,** চেয়ারম্যান, ত্রিপুরা রাজ্য হজ্ কমিটি।

**ঃ শ্রী এম. কে. নাথ,** চেয়ারম্যান, ও.বি.সি রাজ্য কমিশন।

**ঃ শ্রী তাপস রায়,** সচিব, সংখ্যালঘু এবং ও.বি.সি. কল্যাণ দপ্তর। উক্ত মহতী অনুষ্ঠান আপনাদের সানুরাগ উপস্থিতিতে নন্দিত হয়ে উঠুক।

ICA/D-1599-22

শ্রী ডি. দেববর্মা এবং শ্রীমতি কুন্তল দাস

সংখ্যালঘু কল্যাণ এবং ও.বি.সি. দপ্তর

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লুকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি

- `	ক্ত		বং				ওয়		
প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে। দংখ্যা ৩৯৬ এর উত্তর									
3	8	2	6	5	4	9	7	1	
5	1	4	7	3	9	8	6	2	
7	9	6	8	2	1	4	3	5	
1	2	8	9	6	5	3	4	7	
3	4	3	2	7	8	5	1	9	
9	7	5	1	4	3	2	8	6	
2	3	1	5	8	7	6	9	4	
1	5	7	3	9	6	1	2	8	
3	6	9	4	1	2	7	5	3	
									Ī

ক্রমিক সংখ্যা — ৩৯৭								
1	5			6	8			9
6	9	8		2	5	3		1
	4							5
4					2	1	5	
	7	1	თ		6		တ	8
	3		1	9	4	7	6	2
		7			1	5	3	
5				3			2	7
3			5	8	7		1	



নাগরিকদের ক্ষোভের বহির্প্রকাশ

শত শত ভত্তের সমাগমে সাঙ্গ ডৎসব

মন্দির প্রাঙ্গণ। সেবা মন্দিরের আর্থিক এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বুধবার সাঙ্গ হল। এ বছর এলাকার গরিব মানুষ ও প্রবীণদের জানিয়েছেন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, একাদশতম বাৎসরিক উৎসব মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয় এ সোনামুড়া, ৫ জানুয়ারি।। প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিনব্যাপী চলা বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এদিন বছরের মত এবারও ভক্তদের উৎসবে মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত উৎসবের অস্তিম দিনে সমাগমে মিলনমেলায় রূপ নেয়। থেকে শত শত ভক্তবৃন্দ ভিড় মহাপ্রসাদের আকাঙ্ক্ষায় প্রচুর রবীন্দ্রনগরস্থিত রাম ঠাকুর সেবা জমিয়েছেন। এলাকাবাসীর সংখ্যক ভক্ত ভিড় জমান মন্দির প্রাঙ্গণে। মন্দির কমিটির সচিব প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সার্বিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় শ্রীদাম শীল এই তিনব্যাপী চলা তিন দিনব্যাপী বাৎসরিক উৎসব প্রতিবছরই উৎসবকে কেন্দ্র করে উৎসব সম্পর্কে বিস্তারিত

# আবাস যোজনার ঘর তৈরি নিয়ে কুরুক্ষেত্র নিরীহকে কোদাল দিয়ে আক্রমণ নেতার

**ধর্মনগর, ৫ জানুয়ারি।।** প্রধানমন্ত্রী জনৈক মহিমবাবুর সিনহার এক খন্ড শুরু করলে থানা মাঠে নামে এবং আবাস যোজনার ঘর নির্মাণকে ভূমি জবর দখলের অপচেষ্টা করে কেন্দ্র করে শাসকদলীয় ব্লকস্তরের আসছে বলে স্থানীয় মানুষের একনেতা কর্তৃক নিরীহ ব্যক্তির জমি অভিমত। ওবিসি নেতা জবরদখল, মিথ্যা মামলায় হয়রানি, থানায় বিচার সভায় দোষ স্বীকার করে আপোশ মীমাংসা মেনে ফের বাদীকে কোদাল দিয়ে আক্রমণ জানিয়েছিল যে, রজনীকান্ত তার করে প্রাণনাশের অপচেষ্টায় জায়গা জবরদখল করে ঘর নির্মাণ দামছড়া থানা এলাকায় উত্তেজনা করতে ষড়যন্ত্র করছে। এতে ও ক্ষোভ বিরাজ করছে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, দামছড়া ব্লক তখনই রজনীকান্ত সিনহা এলাকার হিংস্কাঙ ভিলেজের মহিমবাবুর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রজনীপাড়ার বাসিন্দা রজনীকান্ত করে। দীর্ঘদিন পানিসাগরের সিনহা সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘরের মঞ্জরি পেলেও ঘর অনেক হয়রানি এবং অর্থ খরচ হয় তৈরির জন্য তার নিজস্ব কোন ভূমি নেই। রজনীকান্ত সিনহা আবার শাসকদলীয় দামছড়া ব্লক স্তরের ওবিসি মোর্চার নাকি সভাপতি। তাই দুই-আড়াই বছর পূর্ব থেকেই

রজনীকান্ত'র এই আগ্রাসন আটকাতে মহিমবাবু দামছড়া ব্লকের বিডিওকে লিখিতভাবে আপত্তি রজনীকান্ত বিপাকে পড়ে যায়। এসডিএম কোর্টে দোঁড়ঝাঁপ করে মহিমবাবুর। যদিও সে আদালতে নির্দোষ খালাস পায়। সম্প্রতি পিএম আবাস যোজনার ঘরের প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে রজনীকান্ত

মোড়লদের ও পুলিশি তদস্তে প্রমাণিত হয় ভূমির প্রকৃত মালিক মহিমবাবু সিনহাই। তখনই সমধ্যস্থতাকারীদের চেষ্টায় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের স্বার্থে মহিমবাবু রজনীকান্তকে ৫ (পাঁচ) শতক ভূমি মহিমবাবুকে দুই হাজার টাকা দিতে হবে বলে সিদ্ধান্ত হয় থানায় কর্তার উপস্থিতিতে। আরও সিদ্ধান্ত হয় যে ৫ শতক ভূমি হস্তান্তর বিষয়ে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, রজনীকান্ত সিনহা তারই প্রতিবেশী মহিমবাবর জমিতে মাটি কাটতে প্রদিন অর্থাৎ ২ জানুয়ারি ভূমি ০৩/০১/২০২২ইং মহিমবাব পরিমাপ করে যে খুঁটি বসানো সিনহা, পিতা মৃত পহন সিনহা সরেজমিন তদন্ত করে। দামছড়া হয়েছিল, সেগুলি উপড়ে ফেলে থানার মধ্যস্থতায় সামাজিক মীমাংসা র জনীকান্ত --- অভি যোগ সভার আয়োজন করা হয়। গ্রাম্য মহিমবাবুর। মহিমবাবু আরও জানায়, রজনীকান্ত জনৈক রাজমিস্ত্রি রাজু দাসকে সাথে নিয়ে ঘর নির্মাণের কাজ চালিয়ে যেতে দেখে মহিমবাবু ও তার স্ত্রী রিনা সিনহা আপত্তি জানায়। তখনই রজনীকান্ত চুপিসারে কোদাল দিয়ে ছেড়ে দিতে রাজি হয়। মিথ্যা মহিমবাবুর পিঠে কোপ বসায়। মামলায় হয়রানির জন্য রজনীকান্ত মহিমবাবু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রক্তাক্ত অবস্থায়। মহিমবাবুর স্ত্রী রিনাকে লেখার অযোগ্য ভাষায় গালাগাল করে রজনীকাস্ত। মহিমবাবুকে প্রাণে মারার হুমকি আদালতে এফিডেভিট করে দিয়েছে রজনীকান্ত। রক্তাক্ত দাতা-গ্রহিতা, থানা ও পঞ্চায়েতে মহিমবাবুকে নিয়ে এলাকাবাসী ও প্রত্যায়িত কপি দিতে হবে। তার স্ত্রী-দামছডা থানায় গিয়ে মীমাংসা মেনে বাড়ি ফেরার পরই বিস্তারিত জানায় এবং দামছড়া ফের আগ্রাসী হয়ে জেসিবি লাগিয়ে রজনীকাস্ত বেঁকে বসে এবং হাসপাতালে চিকিৎসিত হয়। বলে জানা গিয়েছে।

রজনীকান্ত সিনহা পিতা বাবাই ধন সিনহার বিরুদ্ধে দামছড়া থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করে কিন্তু দামছড়া থানা ইতিমধ্যে ৪৮ ঘন্টা অতিক্রান্ত হলেও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। উল্টো মহিমবাবু সিনহা সহ ৩/৪ জন নিরীহকে অভিযুক্ত করে মিথ্যা মামলা করেছে রজনীকান্ত সিনহা। খোদ দামছড়া থানার মধ্যস্তাকে অমান্য করে অভিযুক্ত রজনীকান্ত সিনহা নিরীহকে প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে আক্রমণ করলেও থানা কর্তৃপক্ষ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন না করায় দামছডা থানার ওসি অমল দেববর্মার বিরুদ্ধে এলাকায় ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। মহিমবাব এবার আদালতের দ্বারস্থ হবেন

### জলের দাবিতে নাগরিকদের সড়ক অবরোধ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৫ জানুয়ারি।। এক দিকে রাজ্য সরকার বার বার বলে বেড়াচ্ছে খুব শীঘ্রই ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অটল জলধারা প্রকল্পে ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ বাড়িতে নাকি জল পৌঁছেও গেছে। কিন্তু সরকারি বিবৃতি কতটা সত্য তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে নাগরিকদের মনে। কারণ, প্রতিদিনই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পানীয় জলের দাবিতে নাগরিকরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছেন। বুধবার দিনটিও সেই আন্দোলন থেকে বাদ গেলো না। বিশেষ করে কৈলাসহর মহকুমায় সবচেয়ে বেশি আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। এদিন চন্ডীপুর ব্লকের রাংক্রং পঞ্চায়েতের ৫নং ওয়ার্ডের তাচাই চা-বাগান স্থানীয় নাগরিকরা সড়ক অবরোধ

সেখানে আছেন। তাদের অভিযোগ পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে চলছে। কিন্তু বার বার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও সমস্যার স্থায়ী কোনো সমাধান হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত এবং সংশ্লিষ্ট দফতর কর্তারা কেউই কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করছেন না। যার ফলে এলাকাবাসীরা পুকুরের নোংরা জল পান করতে বাধ্য হচ্ছেন। এই মরসুমে পুকুর কিংবা ডিপটিউবওয়েলের জল শুকিয়ে যায়। যার ফলে গ্রামবাসীরা বেকায়দায় পড়েছেন। বুধবার সকাল ১০টা থেকে কালীশাসন এলাকায় কৈলাসহর-কমলপুর সড়ক অবরোধ করেন নাগরিকরা। তারা প্রকাশ্যেই জানান গাড়ি দিয়ে এলাকায় পানীয় জলের দাবিতে শুধু পানীয় জল গ্রামে পাঠালেই চলবে না। সেই সাথে পানীয় জলের করেন। সংশ্লিষ্ট এলাকায় মূলত জন্য বড় পাম্প মেশিন বসাতে চা-বাগান শ্রমিকরাই বসবাস হবে।তানাহলেএই সমস্যার স্থায়ী

করেন। প্রায় দেড়শ পরিবার সমাধান হবে না। গ্রামবাসীরা পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। তারা বলেন, ভোট আসলে নেতারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে জলের সমস্যা সমাধান করার আশ্বাস দেন। কিন্তু ভোট চলে গেলে তারা কিছুই করেন না। নাগরিকদের প্রশ্ন তাহলে ভোট দিয়ে কি লাভ? জনপ্রতিনিধিরা যদি জনগণের জন্য কাজ না করেন, তাহলে তাদের পদত্যাগ করাই ভালো। এদিন দুপুর আনুমানিক আড়াইটা নাগাদ ডিডব্লিউএস দফতরের আধিকারিক অবরোধ স্থলে আসেন। তিনি আশ্বাস দেন জলের সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত দফতর দ্-বেলা করে গাডি দিয়ে জল সরবরাহ করবে। পাশাপাশি তিনি বলেন, পঞ্চায়েত থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে বড় পাম্প মেশিন বসানোর জন্য আবেদন জমা দিতে হবে সংশ্লিষ্ট দফতরে। তবেই তারা কিছু করতে পারবেন।

### অটো উল্টে আহত তিন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. গভাছড়া, ৫ জানুয়ারি।। বুধবার সকালে গভাছড়ার দুর্গাপুর এলাকায় অটো উল্টে আহত হন তিনজন। সকাল আনুমানিক ১০টা নাগাদ গভাছড়া স্ট্যান্ড থেকে দু'জন যাত্ৰী নিয়ে টিআর০৪২৩৯৫ নম্বরের অটোটি নবদা পাড়ার উদ্দেশে রওনা হয়। দুর্গাপুর প্রাণী চিকিৎসা



কেন্দ্রের সামনে আসার পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোটি রাস্তায় উল্টে যায়। যার ফলে চালক-সহ তিনজন আহত হন। আহতদের পরবর্তী সময় উদ্ধার করে গভাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। দুর্ঘটনায় অটোটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে কি কারণে অটো নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে তা

# জ গাঁজা-সহ গ্রেফতার

<mark>প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কে</mark>জি গাঁজার সন্ধান পায়। এক জাকির হোসেন নেশা কারবারের তাই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বক্সনগর/বিলোনিয়া/সোনামুড়া, ৫ জানুয়ারি।। গাঁজায় ভাসছে সোনামুড়া মহকুমা। বিভিন্ন থানা এলাকায় গাঁজা চাষ চলছে রমরমিয়ে। তবে পুলিশও গাঁজা বিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখেছে। গাঁজা চাষ কিংবা পাচারকারিদের রাঘববোয়ালরা পুলিশের জালে ধরা না পড়লেও ছিঁচকে নেশা কারবারিদের ধরপাকড় অব্যাহত হয়েছে। পুলিশের সাথে বিএসএফও নেশা কারবারিদের পাকড়াও করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সক্রিয়। কলমচৌড়া থানা এলাকায় আবারও অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে ৯৬ কেজি গাঁজা। সাথে গ্রেফতার করা হয় এক নেশা কারবারিকে। মঙ্গলবার রাতে গোপন খবরের ভিত্তিতে কলমচৌড়া থানার পুলিশ আশাবাড়ি দুপুরিয়াবাঁধ এলাকার জাকির হোসেনের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। পুলিশের কাছে কে বা কারা খবর দিয়েছিল ওই বাড়িতে ইয়াবা ট্যাবলেট মজুত আছে। কিন্তু পুলিশ তল্পাশি চালাতে গিয়ে ইয়াবা ট্যাবলেট খুঁজে না পেলেও ৯৬ নম্বর ১/২২। পুলিশ সূত্রে খবর, আইনের চোখে জাকির অভিযুক্ত।

কথায় কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ সাথে সরাসরি জড়িত নয়। তাদের বেরিয়ে আসার মত অবস্থা হয় ওই বাড়িতে গাঁজা ভর্তি ড্রাম এবং বস্তা রাতে। জাকির হোসেনের বাড়িতে কে বা কারা টাকার বিনিময়ে লুকিয়ে



বস্তা খুঁজে পায় পুলিশ। বাড়ির মাটি খুঁড়ে সেই গাঁজা লুকিয়ে রাখা মালিক জাকির হোসেনকে তারা হয়। কিন্তু নেশা কারবারিদের সাথে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। যুক্ত অন্য কেউ পুলিশকে সেই খবর তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার জানিয়ে দেয়। তবে যাই হোক

বুধবার অভিযুক্তকে সোনামুড়া আদালতে পেশ করা হয়। অন্যদিকে, পিআরবাড়ি থানার পুলিশ কৃষ্ণপুর বিওপি'র বিএসএফ জওয়ানদের সাথে নিয়ে গোপন খবরের ভিত্তিতে প্রায় ১৪ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছে। নীহারনগর, আনন্দপুর এবং দেবদোয়ার এলাকায় সেই গাঁজা বাগানের হদিশ মিলে। তবে গাঁজা চাষের সাথে জড়িত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। সোনামুড়া থানার পুলিশও ঘাঁটিগড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৬০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছে বলে দাবি করা হয়। অনেকদিন পর সোনামুড়া থানার পুলিশকে গাঁজা বিরোধী অভিযান চালাতে দেখা যায়। ওসি নন্দন দাসের নেতৃত্বে সেই অভিযান চলে। তবে এখনও সোনামুড়া থানার অন্তর্গত কমলনগর, পাঁচনালিয়া, মতিনগর, ময়নামা-সহ বিভিন্ন এলাকায় গাঁজা চাষ চলছে। কিন্তু পুলিশ সবকিছু জানা সত্ত্বেও সেই সব এলাকাগুলি এড়িয়ে চলছে বলেও স্থানীয়দের অভিযোগ।

# নাগালের বাহরে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৫ জানুয়ারি।। প্রকৃতিতে ঢেউ খেলছে পৌষ। শীতের আবহ শুরু হয়ে দিন দিন তা বেড়েই চলছে। তীব্র শীত সঙ্গে ঘন কয়াশা। এমন সময় শত শত গ্রাম বাংলার আরেকটি পরিচয়। রয়েছে খেজুর রস এবং রসের তৈরি গুড়। বাঙ্গালির শীতকাল মানেই পিঠাপুলি। আর তার সঙ্গে না থাকে যদি খেজুরের রস, লালি ও গুড় তাহলে তো বাঙালির হৃদয় ভগ্ন হবে। বর্তমান আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করাটা অনেকটা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে বাঙালিদের। কারণ খেজুর গাছের রস সংগ্রহ করার জন্য চাই নিখুঁত একটা কৌশল যা সকলের দ্বারা সম্ভব নয় যারা পূর্বে এই কাজ করতো তারা ধীরে ধীরে আধনিকতার ছোঁয়া লেগে হারিয়ে গেছে। এখন



বাঙালির পিঠেপুলি পায়েসের সঙ্গে যেমন দূরত্ব বেড়েছে তেমনি দূরত্ব বেড়েছে খেজুর গাছের রসের সাথেও। এই আধুনিকতার যুগেও কিছু কিছু লোক এখনো সেই লোকসংস্কৃতি বাঙালিদের সকলের প্রিয় খেজুরের রস সংগ্রহ করার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে রেখেছেন। তারই মধ্যে দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে এই চিরাচরিত কাজের সঙ্গে যুক্ত রেখেছেন শফিউল্লাহ। ২৫ বছর ধরেই খেজর রস সংগ্রহ করে লালি বিক্রি করে সংসার প্রতিপালন করছেন তিনি। সময়ের সাথে সাথে আগেকার অনেক কিছুই প্রায় বিলুপ্ত। সোনামুড়া ময়নামা এলাকার শফিউল্লাহ জানান, প্রতিদিন প্রায় ১৫ কেজি লালি সংগ্রহ করেন তিনি। সোনামুড়া সাপ্তাহিক বাজারে ২৫০ টাকা প্রতি কেজি দরে বিক্রি করছেন। মানুষের চাহিদা রয়েছে বেশ ভালো। কন্ট হলেও এই ভাবেই সংসার প্রতিপালন করছেন তিনি। তবে আগামী দিনগুলোতে শীতের মরসুমে খেজুর রস থেকে তৈরি লালি পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ কেননা এই কাজে এগিয়ে আসছে না বর্তমান প্রজন্ম বলে অভিমত অনেকেরই।

# বিশালগড় নবীনবরণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৫ জানুয়ারি।। নবাগতদের বরণ করার উদ্দেশে বিশালগড় গকুলনগরস্থিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় নবীন বরণ উৎসব। কলেজ মাঠে আয়োজিত এদিনের এই নবীনবরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহিজলা জেলার জিলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল ইনচার্জ ড. চিত্রা পাল-সহ অন্যান্যরা। এদিন এই নবীনবরণ অনুষ্ঠানে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ উপস্থিত থাকার কথা ছিল কিন্তু কোনো এক কারণ বশত তিনি এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। অনুষ্ঠানের শুরুতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপাহিজলা জেলার জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত বলেন, রাজ্য সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করে তোলার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে, এদিন তিনি কলেজের উন্নতির স্বার্থে সরকারিভাবে সাহায্য করার আশ্বাস দেন। অন্যদিকে এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই নবীনবরণ অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

## স্পষ্টভাবে জানা যায়নি।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৫ জানুয়ারি।। মঙ্গলবার গভীর রাতে যান দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন এক চালক। বিশালগড় বাইপাস রোড এলাকায় রাস্তায় দাঁড় করানো একটি গাড়ির জন্য অন্য গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। উদয়পুরের দিক থেকে সেই গাড়িটি আগরতলার



দিকে আসছিল। বিশালগড় ব্লক এলাকার ধান বোঝাই গাড়িটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলেও অপর গাড়ির চালক কুয়াশার জন্য কিছুই দেখতে পাননি। যে কারণে রাস্তার পাশের গাড়িতে গিয়ে ধাক্কা দেয়। এতে বিকট আওয়াজ শুনে এলাকাবাসী রাস্তায় ছুটে আসেন। তারা দুর্ঘটনাগ্রস্ত চালককে গাড়ি থেকে টেনে বের করে হাসাপাতালে পৌছে দেন। কিন্তু পুলিশ রাতে ঘটনাস্থলে পা রাখেনি বলে খবর। অন্যদিকে বুধবার দুপুরে বিশালগড় জাঙ্গালিয়া এলাকায় মারুতি ভ্যানের ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত হন আরতি ঋষিদাস নামে এক মহিলা পথচারী। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী একটি ট্রিপারকে ওভারটেক করতে গিয়ে মারুতি ভ্যানটি পথচারীকে ধাক্কা দেয়। পরে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আহত মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। অপরদিকে, বুধবার রাতে মঙ্গলবার থেকে বিশালগড় ব্লক এলাকায় রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা ধান বোঝাই গাড়ির সাথে আরেকটি বাইকের সংঘর্ষ ঘটে। বাইক চালকও কুয়াশার কারণে কিছুই দেখতে না পেয়ে গাড়িতে গিয়ে ধাক্কা দেয়। আহত বাইক চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন দমকল কর্মীরা। পর পর দুটি দুর্ঘটনা ঘটেছে সেই ধান বোঝাই গাড়ির জন্য। কিন্তু পুলিশ এখনও পর্যন্ত গাড়িটি সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করেনি।

**NOTICE INVITING TENDER** 

Annual Maintenance Contract for the F.Y- 2022-23 for Computers & its peripherals, Networking

items, LAN items and UPS and its Batteries etc. which are installed in the Court Complexes of

Ambassa, Kamalpur. Gandacherra and Longtharai-Valley under Dhalai Judicial District.

The last date of submission of Quotation-19.01.2022 within 4:30 pm.

The date of opening the Tender/Quotation- 26.01.2022 at 3:00 pm.

https://districts.ecourts.gov.in/india/tripura/dhalai/tender

Sealed tenders / quotations are invited from the recognized service provider for the

### হাতির আক্রমণে মৃত্যু প্রমাণিত হলে সরকারি সাহায্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৫ জানুয়ারি।। মঙ্গলবার রাতে কল্যাণপুর থানাধীন কালিঞ্জয় সিপাই পাড়ায় হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয় সবজি ব্যবসায়ী সুকুমার দেবনাথের। এলাকাবাসী এবং সুকুমার দেবনাথের পরিজনরাই অভিযোগ করেছেন হাতির পদপিষ্ট হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে। তবে সরকারিভাবে ঘটনাটি প্রমাণিত হলেই সুকুমার দেবনাথের পরিবার



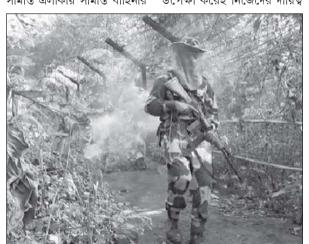
সরকারি সাহায্য পাবে। বুধবার নিহতের বাড়িতে যান কল্যাণপুর বন দফতরের রেঞ্জ অফিসার রত্নদীপ চাকমা। সাথে ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব পাল-সহ অন্যান্যরা। রেঞ্জ অফিসার রত্নদীপ চাকমা নিহতের পরিবারের সদস্যদের জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ঘটনাটি প্রমাণিত হলেই আর্থিক সাহায্য মিলবে। অর্থাৎ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট যদি বলে হাতির আক্রমণেই সুকুমার দেবনাথের মৃত্যু হয়েছে তবেই পরিবারটি সরকারি সাহায্য এরপর দুইয়ের পাতায়

Dated-05.01.2022

### শত প্রতিবন্ধকতায় দায়িত্ব পালনে জওয়ানরা

নতুনবাজার, ৪ জানুয়ারি।। দেশের সেবায় সর্বদা নিয়োজিত রয়েছে সীমান্ত বাহিনীর জওয়ানরা। যে কোন কঠিন পরিস্থিতিতে নিজেদের কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে সীমান্ত এলাকাগুলির নিরাপত্তার দায়িত্বে দিন-রাত নিরলসভাবে নিজেদের কর্তব্য পালন করছেন। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় সীমান্ত বাহিনীর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, এলাকাসহ রাজ্যবাসীর কল্যাণে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন। রাজ্যের এমন কিছু দুর্গম এলাকা রয়েছে সেখানেও তারা সকল ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতিকে জয় করে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছেন। দুর্গম এলাকাগুলি গভীর জঙ্গল হওয়ায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ থাকা সত্বেও সব ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করেই নিজেদের দায়িত্ব



জওয়ানরা সদা সর্বদা যেকোন কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য তৈরি রয়েছেন। বিএসএফের ১২২ নং ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা অতি সংবেদনশীল এবং দুর্গম এলাকা গুলিতে নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে সীমান্ত

পালন করে যাচ্ছেন। বিশেষ করে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার এসকে পাড়া থেকে অমৃত পাড়া পর্যন্ত বিশাল এলাকা জুড়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা সর্বক্ষণ নাগরিকদের স্বার্থে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছেন

### Notice Inviting e-Tender

No.F.17(22)/DIT/IT/2018/ Dated, 5th January, 2022

e-Tenders are hereby invited by the Directorate of Information Technology, Government of Tripura. ITI Road, Indranagar, Agartala-6 for "Request for Proposal (RFP) for Selection of Agency for Engagement of Cyber Security Professionals". Details of tender document are available on https:// tripuratenders.gov.in and https://dit.tripura.gov.in and https://tripura.gov.in and the bid is to be submitted online.

Sd/- Illegible (Dr. Naresh Babu N) ICA-C-3257-22 Director, IT. Govt. of Tripura

ना पंजान वर्ग पर्या नाज्य अस्ति स्त्रा मान्य स्त्रा साम्य							
NOTICE INVITING e-EXPRESSION OF INTEREST NO. e-21/AGRI/EE(MECH)/2021-22							
DNIEOI No.	Item to be leased out.	Lease period	Last date of e-				
e-14/AGRI/ EE(M)/2021-22	Selection of Agency to run with total operation & maintenance including complete commercial activity of Belonia Cold Store (2,000 MT capacity), Satchand Cold Store (1,000 MT capacity), Amarpur Cold Store (1,000 MT capacity), Teliamura Cold Store (500 MT capacity), Khowai Cold Store (1,000 MT capacity) and Bagbassa Cold Store (2,000 MT capacity), on lease as is where is and as it where it	3(three) years.	bidding Up to 3.00 PM on 28/01/2022				
The interested bidders are requested to go through website : <a href="https://www.tripuratenders.gov.in">www.tripuratenders.gov.in</a> and may be contacted with o/o the undersigned, if desired.							

ICA-C-3258-22

ICA-C-3250-22

Sd/-Illegible Executive Engineer (Mech) Deptt. of Agriculture & F.W Dattatila, Agartala.

The Executive Engineer, Teliamura Division, PWD (R & B), Teliamura, Khowai, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed Percentage rate tender(s) vide PNIeT No. 17/EE/TLM/ 2021-22, Dt. 30/12/2021 for the following works up to 3.00 PM on 15/01/2022. Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. from 01/01/2022 to 15/01/2022. Other necessary information can be seen in the Division office in office hour.

SI. No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF TENDERER
1.	Erection of permanent structure in form of public hoarding board at identified 2(Two) prominent public places to highlight the issues of plastic waste management and their disposal. (3rd call)  DNIeT No: 07/EE/TLM/PWD(R&B)/2021-22.	Rs. 1,64,732.00	Rs.1,647.00	01 (One) Month	Appropriate Class

Sd/- Illegible (Er. G. Jamatia) **Executive Engineer** Teliamura Division, PWD (R&B)

### ICA-C-3260-22

For details to see the website:-

NO.F.10(13)-DJ/D/ABS/2022/

Sd/-Illeaible District & Sessions Judge Dhalai Judicial District, Ambassd

### জানা এজানা

# প্রতিপদার্থের

কোয়ান্টাম বলবিদ্যা বলে খুদে

কণিকাদের জগতে প্রতিনিয়তই

তৈরি হচ্ছে। তারা তৈরি হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গেই একে অন্যকে ধ্বংস

করে ফেলে। ব্যাপারটা এত অল্প

আমরা এদের পর্যবেক্ষণ করতে

ব্যাপারগুলো ঘটছে কিন্তু ধরতে

কণাদের বলে ভাচু ্যয়াল কণা।

মধ্যেও তৈরি হয়। যেমন কলা

কলার মাঝে পটাশিয়াম-৪০

আইসোটোপ আছে। এ

আইসোটোপ তেজস্ক্রিয়।

তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের ফলাফল

সরণ করে। পজিট্রন হলো

ইলেকট্রনের প্রতিকণা।

বিজ্ঞানীরা হিসাব করে

হিসেবে এটি পজিট্রন কণা নিঃ

দেখেছেন, গড়পড়তা প্রতি ৭৫

মিনিটে একবার করে পজিট্রন

নিঃসরণ ঘটে। পটাশিয়াম-৪০

আমাদের দেহেও আছে। সে

৩. অধরাকে ধরেছিল মানুষ

আমাদের চারপাশে তৈরি হয়ে

চললেও মানুষের কাছে এখনো

দুষ্প্রাপ্য বস্তু। মানুষ চাইলেই

প্রতিপদার্থ তৈরি করতে পারে

না। অনেক চেষ্টা-চরিতের পর

হয়েছে, তাদের সবগুলো একত্র

ন্যানোগ্রাম। এক গ্রামকে সমান

১০০ কোটি ভাগে ভাগ করলে

যা-ই তৈরি হয়, তার পরিমাণ

খুবই নগণ্য। যুক্তরাষ্ট্রের

অ্যান্টিপ্রোটন তৈরি করা

তার প্রতিটি অংশ হবে ১

ন্যানোগ্রামের সমান। সার্নে

অ্যান্টিপ্রোটন তৈরি হয়েছে

মাত্র ১ ন্যানোগ্রাম। জার্মানির

DES-তে হয়েছে ২

ন্যানোগ্রাম। পদার্থ ও

প্রতিপদার্থ কিংবা কণা ও

প্রতিকণা একত্র হলে তারা একে

ধ্বংসের পর তৈরি হয় বিপুল

পরিমাণটা খুবই বেশি। কারণ

পরিণত হচ্ছে। মাত্র ১ গ্রাম

বোমার সমান বিস্ফোরণ

ঘটাতে পারে। সে হিসাবে

মানুষ যত প্রতিকণা তৈরি

শক্তি বহন করে?

করেছে, সেগুলো কী পরিমাণ

মানুষের তৈরি করা সবগুলো

কণার শক্তি যদি একত্র করা হয়,

সেগুলো দিয়ে এক কাপ চা-ও

তৈরি করা যাবে না। প্রতিপদার্থ

প্রতিবন্ধকতাও আকাশছোঁয়া।

এক গ্রাম প্রতিপদার্থ তৈরিতে

খরচ হবে মিলিয়ন বিলিয়ন

ডলার দিয়ে যদি একটি টাকার

রকম প্যাকেট লাগবে এক

সোনা কোথায় হীরা?

মিলিয়নেরও বেশি। কোথায়

আর হতে পারে ? এক গ্রাম

২৫ মিলিয়ন বিলিয়ন/

জগতে এর চেয়ে মূল্যবান কিছু

প্রতিপদার্থ তৈরিতে লাগবে বিপুল

পরিমাণ শক্তি। পরিমাণে সেটা

কিলোওয়াট-ঘণ্টা। তার ওপর

সেটাকে সংগ্রহ করে রাখাও বড়

চ্যালেঞ্জ। কারণ স্বাভাবিকভাবে

কোনো পদার্থের সংস্পর্শে এলেই

সেটি ধ্বংস হয়ে যাবে। সে জন্য

প্রতিপদার্থ কিংবা প্রতিকণা নিয়ে

দরকার তাদের স্থায়িত্ব। তৈরি করার

তাহলে তাদের নাড়িছুঁড়ি উল্টে দেখার

সুযোগ রইল কই? প্রতিকগারা যেন

পদার্থের কগাদের সঙ্গে মিলে ধ্বংস

হয়ে যেতে না পারে, সে জন্য উপায়

প্রভাবিত হয়।প্রভাবিত হলে এই

ক্ষেত্রের মাধ্যমে প্রতিকণাকে

সাধারণ কণার সংস্পর্শ থেকে

আটকে রাখা সম্ভব।

বের করেছেন বিজ্ঞানীরা। এরা

বিদ্যুৎক্ষেত্র ও চৌম্বকক্ষেত্র দিয়ে

গবেষণা করতে গেলে প্রথমেই

সঙ্গে সঙ্গেই যদি ধ্বংস হয়ে যায়,

করতে হবে বিশেষ কোনো

ব্যবস্থা। 8. ফাঁদে পড়া কুটুম

ডলারেরও বেশি। এক বিলিয়ন

প্যাকেট তৈরি করা হয়, তাহলে এ

তৈরিতে খরচ ও অন্যান্য

এখানে সম্পূর্ণ পদার্থই শক্তিতে

প্রতিপদার্থই একটি নিউক্লিয়ার

পরিমাণ শক্তি। শক্তির

ফার্মিল্যাবে যতগুলো

করলে হবে মাত্র ১৫

ইচ্ছামতো প্রতিকণা কিংবা

প্রতিকণার নিঃসরণ হয়।

প্রতিকণারা প্রতিনিয়ত

হিসেবে আমাদের দেহ থেকেও

প্রতিকণারা আমাদের দেহে

এমনকি আমাদের খাদ্যের

পারি না। আমাদের সামনেই

পারছি না, সে জন্য এই

পদার্থ ও প্রতিপদার্থের কণা

সময়ের মধ্যে ঘটে যায় যে

সাধারণ পদার্থের উল্টো কোনো পদার্থ থাকতে পারেএকটা সময় পর্যন্ত এ ব্যাপারটিই কেউ কল্পনা করতে পারেনি। কিন্তু কল্পনা করতে হয়েছে, পরে তা প্রমাণিতও হয়েছে। ১৯২৮ সালে পদার্থবিদ পল ডিরাক ইলেকট্রন নিয়ে একটি সমীকরণ প্রকাশ করেন। সেই সমীকরণ থেকে একটি সমস্যা বেরিয়ে

সমস্যা বলছে, ইলেকট্রন দুই ধরনের হতে পারে। এক প্রকার ইলেকট্রনের চার্জ ঋণাত্মক আর আরেক প্রকার ইলেকট্রনের চার্জ ধনাত্মক। ঋণাত্মক চার্জের |ইলেকট্রন বাস্তব। কিন্তু ধনাত্মক। চার্জের ইলেকট্রন? চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞান কিংবা স্বাভাবিক বাস্তবতার সঙ্গে এটি যে একদমই যায় না। কিন্তু গাণিতিক প্রমাণকে তো ফেলে দেওয়া যায় না। ডিরাক বলেন, প্রতিটি মৌলিক কণারই একটি করে বিপরীত ধর্মের কণা আছে। এসব কণার চার্জ ও স্পিন মূল কণার বিপরীত। পরে দেখা গেল, সত্যি সত্যিই |ইলেকট্রনের প্রতিকণা আছে। এই কণার নাম দেওয়া হলো পজিট্রন। এরপর ধীরে ধীরে অন্যান্য কণার প্রতিকণাও আবিষ্কার হতে লাগল এবং একটু একটু করে সমস্যা, সম্ভাবনা ও রহস্য বেরিয়ে আসতে শুরু করল। এসব সমস্যা, সম্ভাবনা ও রহস্যের কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো এখানে।

#### ১. অস্তিত্ব থাকত না এই মহাবিশ্বের

সমান পরিমাণ পদার্থ ও

তত্ত্ব বলছে, মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময়

প্রতিপদার্থ তৈরি হয়েছিল। সমান পরিমাণ তৈরি হলেই তবে মহাবিশ্ব সৃষ্টির সমীকরণ ঠিকভাবে মেলে। পদার্থ ও প্রতিপদার্থ যখন পরস্পরের সংস্পর্শে আসে, তখন তারা ধ্বংস করে ফেলে একে অন্যকে। এর মানে হলো খেলার শেষ ভাগে কেউই কিছু পাচ্ছে না। একদিকে পদার্থ মার প্রতিপদার্থ তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে তারাই পরস্পরকে ধ্বংস করে ফেলছে। অস্তিত্ব থাকছে না কিছুর। সে হিসাবে আমাদের নিজেদের এবং আমাদের চারপাশের কোনো কিছুরই অস্তিত্ব থাকার কথা নয়। কারণ আমাদের চেনা মহাজগত শুধুই কণা দিয়ে তৈরি। প্রতিকণা দিয়ে তৈরি কোনো বস্তু নেই। তাহলে আমাদের এই মহাবিশ্বের, আমাদের অস্তিত্ব রয়েছে কীভাবে ? বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পদার্থ ও প্রতিপদার্থ সমান পরিমাণেই সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ধ্বংসের সময় সামান্য পরিমাণ পদার্থের পরমাণু টিকে গিয়েছিল। পরিমাণটা প্রতি এক বিলিয়ন পদার্থ-প্রতিপদার্থ জোড়ার মাঝে একটি। আজ আমরা এই যে বিশাল জগৎ দেখতে পাই, কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের তালিকা করি, মিলিয়ন মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরেও বস্তুর অস্তিত্ব খুঁজি, এগুলোর সবই তৈরি হয়েছে ওই বেঁচে যাওয়া কণিকা দিয়ে। প্রতি বিলিয়ন জোড়ার মাঝে একটি একটি করে বেঁচে যাওয়া পদার্থের সমন্বয়ে। কেন এমনটা ঘটেছে তা ভালোভাবে জানার জন্য বিজ্ঞানীরা এখনো অনুসন্ধান করে যাচ্ছেন। কণা পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে বিজ্ঞানীরা দশকের পর দশক গবেষণা করছেন। গত কয়েক দশকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে দেখা গেছে, পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো পদার্থের বেলায় যেমন খাটে, প্রতিপদার্থের বেলায় তেমন না-ও খাটতে পারে। মাঝে মাঝে আমাদের সাধারণ পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে প্রতিপদার্থের বেলায়। সে রকম

কিছু ব্যতিক্রমের কারণে টিকে

গিয়েছিল মিলিয়নের মাঝে

একটি সাধারণ কণা।

সামনেই

২. আছে তারা চোখের

#### ওমিক্রনে প্রথম মৃত্যু আন্দোলনকারীদের পথ অবরোধ জয়পুর, ৫ জানুয়ারি।। ওমিক্রনে প্রথম মৃত্যুর হদিশ মিলল দেশে। জাতীয় সড়কে মোদির কনভয় আটক রাজস্থানের উদয়পুরে ৭৩ বছরের এক ব্যক্তি ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। বুধবার এমনটাই জানাল রাজস্থান সরকার। রাজস্থানের স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, করোনার দু'টি টিকাই নেওয়া ছিল ওই ব্যক্তির। মধুমেহ, উচ্চ রক্তচাপের মতো বেশ কিছু কোমর্বিডিটিও ছিল তাঁর। ওই ব্যক্তি



চন্ডীগড়, ৫ জানুয়ারি।। পাঞ্জাবে একটি দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার সময় যাত্রাপথে অবরোধের জেরে গন্তব্যে পৌঁছতে না পেরে ফিরে আসতে হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। নিরাপতায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ চন্নীর পদত্যাগ দাবি করল বিজেপি। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য বলেন, "নিরাপত্তায় কোনও গাফিলতি ছিল না। উনি বাহানা খুঁজছিলেন।" বুধবার পাঞ্জাবের হুসেইনিওয়ালায় জাতীয় শহিদ স্মারকে একটি কর্মসূচির পর ফিরোজপুরে একটি

ছিল, সকালে ভাতিন্দা বিমানবন্দরে নেমে কপ্টারে করে গন্তব্যে পৌঁছবেন তিনি। কিন্তু আবহাওয়া খারাপ থাকায় বিমানবন্দর থেকে গাড়িতেই সড়কপথে রওনা দেন তিনি। ওই যাত্রাপথে একটি উডালপুলে ১৫-২০ মিনিট আটকে ছিল প্রধানমন্ত্রীর কনভয়। তার পর সেখান থেকে কনভয় ঘুরিয়ে বিমানবন্দরে ফিরে আসতে হয় মোদিকে। এই ঘটনার পরই তড়িঘড়ি সাংবাদিক বৈঠক ডাকা হয় বিজেপি-র পক্ষ থেকে। ওই বৈঠক থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি

জনসভা ছিল প্রধানমন্ত্রীর। কথা

বলেন, "নিরাপত্তায় গলদের জন্য ২০ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি দেশে। প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ের জন্য রাস্তা ফাঁকা করা স্থানীয় পুলিশের কাজ। তা কেন করা হল না ? এটা চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু না। আমরা পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি।" ওই ঘটনার আধিকারিকদের উদ্দেশে মোদি বলেন, "বেঁচে ফিরতে পেরেছি, এই অনেক! এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী (পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী)-কে আমার হয়ে ধন্যবাদ জানাবেন।" পাঞ্জাবের

করে স্মৃতি আরও বলেন, "আমরা জানি, কংগ্রেস মোদিকে ঘূণা করে। কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষতি করতে এই চক্রান্ত দেশবাসী কখনওই মেনে নেবে না। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তারক্ষীরা পাঞ্জাব পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কোনও জবাব মেলেনি। এটাই কংগ্রেস আমলে পাঞ্জাবের অবস্থা।" অন্য দিকে, বিজেপি-র সব অভিযোগ খারিজ করে মুখ্যমন্ত্রী চন্নী বলেন, "রাত ৩টে পর্যন্ত সব রাস্তা খালি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সড়কপথে আসার কোনও পরিকল্পনা ছিল না। উনি বিমানবন্দরে এসে শেষ মুহূর্তে সড়কপথে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। আমাদের তরফ থেকে নিরাপত্তায় গাফিলতির কোনও প্রশ্নই ওঠে না। বিজেপি মিছিলের ডাক দিয়েছিল। কোনও জনসভা ছিল না। ওতে ৭০০ লোক হয়েছিল। তাই বাহানা করে মিছিল বন্ধ করা হয়েছে। ইচ্ছে থাকলেই পৌঁছানো যেত। অন্য রাস্তা দিয়েও যাওয়া যেত।" এই ঘটনায় চন্নী সরকারকে নিশানা করেছেন পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

### সব চেয়ে বেশি মহারাষ্ট্রে (৬৫৩)। এর পর রয়েছে দিল্লি (৪৬৪)। হাসপাতাল যাওয়া নিয়ে নির্দেশিকা স্বাস্থ্য মন্ত্রকের

লক্ষ্মীনারায়ণনগরের বাসিন্দা। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, গত ১৫ ডিসেম্বর

কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। তখন হাসপাতালেই ভর্তি ছিলেন

তিনি। তাঁর শরীরে ভাইরাসের মাত্রা বেশি থাকায় জিন পরীক্ষা করানো

হয়। এর পরই ওমিক্রনের উপস্থিতি ধরা পড়ে ওই ব্যক্তির শরীরে।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, সাম্প্রতিক সময়ে কোথাও যাননি তিনি। বাড়িতেই

ছিলেন। তাঁর সংস্পর্শেও কেউ আসেননি বলে জানা গিয়েছে। দেশে

এখনও পর্যন্ত দু'হাজার ১৩৫ জন ওমিক্রন আক্রান্তের হদিশ মিলেছে।

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি।। করোনা হলেই অযথা ভয় পেয়ে হাসপাতালের বেডের জন্য তোড়জোড় করার প্রয়োজন নেই। গত কয়েকদিন ধরে এ কথা বারবার বলেছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা। তবে করোনা হলে কখন হাসপাতালে যাওয়া দরকার তার একটি সুস্পষ্ট নির্দেশিকা বুধবার প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। কেন্দ্রের তরফে প্রকাশিত ওই নতন নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে কোন্ পরিস্থিতিতে, কী ধরনের উপসর্গ দেখা দিলে তবেই বাড়িতে থেকে চিকিৎসা করানোর বদলে রোগীর হাসপাতালে যাওয়া উচিত।(১) করোনা সংক্রমণের নতুন স্ফীতি চলাকালীন উপসর্গহীন বা মৃদু উপসর্গের রোগীদের বাড়িতে থেকেই চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন চিকিৎসকেরা। তবে নতুন নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, বাড়িতে থাকাকালীন যদি রোগীর তিনদিনের বেশি ১০০-র উপর জুর থাকে এবং সেই জুর নামতে না চায় তবে বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন।(২) করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে বড় উপসর্গ ছিল শ্বাসকস্টের সমস্যা। স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, শ্বাস নিতে অসুবিধা বোধ করলে এবারও হাসপাতালে যাওয়াই শ্রেয়।(৩) কোভিড রোগীদের অক্সিজেনের মাত্রায় নিয়মিত নজর রাখার কথা বলা হয়েছে নতুন নির্দেশিকায়। স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, ঘরের পরিবেশে যদি এক ঘন্টার মধ্যে তিনবার রোগীর অক্সিজেনের মাত্রা ৯৩ শতাংশের কম আসে, তবে বিষয়টি চিন্তার। (৪) খেয়াল রাখতে হবে শ্বাস-প্রশ্বাসের হারে। মিনিটে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাত্রা ২৪-এর বেশি হলেও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। (৫) শরীরের ব্যথা যদি কমতে না চায় বা করোনায় আক্রান্ত রোগী যদি বুকে অবিরত চাপ অনুভব করতে থাকেন। (৬) বিচার বিবেচনায় অসংলগ্নতা দেখা গেলে বা মানসিক বিকার দেখা গেলেও রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া জরুরি। (৭) রোগীর যদি উঠে বসতে বা দাঁড়াতে সমস্যা হয়, যদি পেশিতে অত্যন্ত ব্যথা থাকে তবে। (৮) শরীরে মাত্রাতিরিক্ত ক্লান্তিবোধ থাকলেও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ

## নেওয়া জরুরি বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। উত্তরপ্রদেশে যাবতীয় জনসভা

বাতিল কংগ্রেসের, যোগীর

সরকারি অনুষ্ঠানও বাতিল



**লখনউ, ৫ জানুয়ারি।।** দেশজুড়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। ওমিক্রন আতঙ্ক তো রয়েছেই। উত্তরপ্রদেশেও বাড়ছে সংক্রমণ। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনি প্রচার থেকে সরে এল উত্তরপ্রদেশের অন্যতম বিরোধী দল কংগ্রেস। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বৃহস্পতিবারের সরকারি অনুষ্ঠান বাতিল হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বুধবার সমস্ত রাজনৈতিক সভা ও সমাবেশ বাতিলের কথা ঘোষণা করেছে কংগ্রেস। মঙ্গলবারই উত্তরপ্রদেশের বরেলিতে কংগ্রেসের মিছিলে। পদপিষ্ট হওয়ার মত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। মানুষের জীবনহানির পাশাপাশি করোনা সংক্রমণেরও তীব্র সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। গতকালের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েই সভা বাতিলের পথে হাঁটল কংগ্রেস। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণ্গোপাল রাও বলেছেন. 'উত্তরপ্রদেশ সহ অন্যান্য ভোটমুখী রাজ্যে রাজনৈতিক সভা ও সমাবেশ বাতিল করল কংগ্রেস। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্রকে চিঠি লিখে সভা বাতিলের বিষয়টি জানিয়েও দিয়েছে কংগ্রেস। পিছিয়ে নেই বিজেপিও। ৯ জানুয়ারি লখনউতে সভা করার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। সুত্রের খবর, কোভিড আবহে সেই সমাবেশ বাতিল করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নয়ডার গৌতম বুদ্ধ নগরে সরকারি অনুষ্ঠানও বাতিল করেছেন বলেই জানা গিয়েছে। সরকারি সূত্রে খবর, রাজ্যে সবথেকে বেশি করোনা আক্রান্ত নয়ডাতে বেশি। তাই সংক্রমণ রোধ করতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

### নিভৃতবাসের মেয়াদ কমে

সাত দিন नशामिक्सि, ৫ जानुशाति।। যাঁদের করোনার মৃদু উপসর্গ রয়েছে তাঁদের বন্দিদশা কাটতে পারে দ্রুত। বুধবার একট নির্দেশিকায় নিভূতবাসের নতুন নিয়ম জারি করল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। তাতে বলা হয়েছে, বাড়িতে চিকিৎসাধীন করোনা রোগীরা সাত দিন পর নিভূতবাস শেষ করতে পারেন। তবে শর্তসাপেক্ষে। দেশে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধির নতুন পর্বে মৃদু উপসর্গের রোগীর সংখ্যাই বেশি বলে জানিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা। তাঁদের বাড়িতে থেকেই চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়োছল। বুধবার স্বাস্থ্য মন্ত্ৰক জানাল, একজন করোনা আক্রান্তের যদি পর পর তিনদিন জুর না আসে তবে রিপোর্ট পজিটিভ হওয়ার সাত দিন পর তাঁরা নিভূতবাস থেকে বের হতে পারেন। এর আগে নিভৃতবাস থেকে বেরনোর আগেও কোভিড পরীক্ষা করিয়ে নেগেটিভ রিপোর্ট নেওয়ার নিয়ম ছিল। তবে এবার নতন করে পরীক্ষা করানোরও দরকার নেই বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰক। যদিও নিভৃতবাস শেষ হলেও রোগীকে সবসময় মাস্ক পরে থাকতে হবে বলে জানানো হয়েছে ওই নির্দেশিকায়। তবে এই নিয়ম শুধুমাত্র মৃদু উপসর্গের

রোগী যাঁরা বাড়িতে

চিকিৎসাধীন ছিলেন, তাঁদের

## বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদ নিৰ্বাচনে হিংসায় নিহত ছয়

মাছুম বিল্লাহ, ঢাকা, ৫ জানুয়ারি ।। বাংলাদেশে ঘটনা ঘটে। বগুড়ার গাবতলীতে দুই সদস্য (মেম্বার) ইউনিয়ন পরিষদ (পঞ্চায়েত) নির্বাচনের পঞ্চম ধাপের ভোটগ্রহণের দিন হিংসায় ৬ জন নিহত ও দুই শতাধিক আহত হয়েছে। বুধবার সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত নির্বাচনি হিংসায় মানিকগঞ্জ, চট্টগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়ায় ও চাঁদপুরে এই হতাহতের ঘটনা ঘটে। এরমধ্যে চাঁদপুরের কচুয়া ও হাইমচরে দুইজনের মৃত্যু হয় বলে জানা গেছে। চট্টগ্রামের আনোয়ারায় দুই প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে এক যুবক নিহত হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোটগ্রহণের সময় বুধবার বেলা ১১টার দিকে আনোয়ারা উপজেলার চাতরী ইউনিয়নের সিংহরা এলাকায় এ সংঘাত হয়। মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলায় ভোটকেন্দ্রে দুই মেম্বার প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ দৃশ্য দেখে এক নারী স্ট্রোক করে মারা গেছেন। গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলায় একটি ভোটকেন্দ্রের পাশে আবু তাহের নামে এক মেম্বার প্রার্থীর সমর্থককে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। বুধবার ওয়ার্ডের জুম্মাবাড়ি আদর্শ কলেজ কেন্দ্রের বাইরে এ

প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়ার সময় ছুরিকাঘাতে জাকির হোসেন জাকির (৩২) নামে একজন মারা গেছেন। এদিকে এই হিংসার ঘটনা নিয়ে বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার বলেছেন, সন্ত্রাস ও সংঘর্ষ যেন ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনের অনুসঙ্গ হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, এখন ভোটযুদ্ধে যুদ্ধ আছে, ভোট নেই। মাহবুব তালুকদার বলেন, 'কিন্তু নির্বাচন ও সন্ত্রাস একসঙ্গে চলতে পারে না। নির্বাচনি সন্ত্রাস প্রতিহত করতে হলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে তাদের প্রতিঘাত আরও জোরদার করতে হবে।' সন্ত্রাস ও সংঘর্ষ আরও বেড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে ইউপি নির্বাচনের সন্ত্রাসের কারণ অনুসন্ধান করে তা থেকে উত্তরণের পথ বের করা জরুরি বলে মনে করেন ইসি মাহবুব। তিনি বলেন, 'নির্বাচনের সম্ভ্রাসের কারণ অনুসন্ধান করে তা থেকে অব্যাহতির উপায় উদ্ভাবন অপরিহার্য। তবে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন প্রথা উঠিয়ে পৌনে ৩টার দিকে জুম্বাবাড়ি ইউনিয়নের ৪ নং না দিলে সন্ত্রাস ও সংঘর্ষ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্খা রয়েছে। আমরা অবশ্যই সন্ত্রাসমুক্ত নির্বাচন চাই।'

### বঙ্গোপসাগরে গ্যাসের সন্ধান

প্রধান খুরশীদ আলম বলেন, আমরা পরো এলাকায় এখনও বঙ্গোপসাগরে বিপুল পরিমাণ সামুদ্রিক শৈবালের সন্ধান পাওয়া গেছে, যেটি মাছ ও পশুখাদ্যের কাঁচামাল এবং সাবান ও শ্যাম্পুর বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকায় আকারে বিদ্যমান থাকে।

।। বঙ্গোপসাগরের মহীসোপানে করা যেতে পারে। সংবাদ মিথেন গ্যাসের (গ্যাস হাইড্রেন্ট) সম্মেলনে জানানো হয়, অস্তিত্ব পেয়েছে বাংলাদেশ। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক বুধবার একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল ২২০ চিংডি, ৫ প্রজাতির লবস্টার, ৬ প্রজাতির কাঁকড়া ও ৬১ প্রজাতির সার্ভে করতে পারিনি। তবে সি-গ্রাস চিহ্নিত করা হয়েছে। যতটুকুতে করতে পেরেছি তাতে সংবাদ সম্মেলনে বিদেশ মন্ত্রী ড. আমরা ধারণা করছি ১৭ থেকে এ কে আব্দুল মোমেন ও প্রতিমন্ত্রী ১০৩ টিসিএফ গ্যাস হাইড্রেন্ট মো. শাহরিয়ার আলম উপস্থিত এখানে রয়েছে। এ ছাড়া ছিলেন। বিদেশ মন্ত্রকের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের প্রতিনিধি সহ নেদারল্যান্ডস ভিত্তিক গবেষকরা গত দুই বছরে

মাছুম বিল্লাহ, ঢাকা, ৫ জানুয়ারি প্রসাধনী পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার গবেষণা কার্যক্রমের ভিত্তিতে এ ফলাফল পেয়েছেন। যুক্তরাজ্য ও নেদাবল্যান্ডস এ গ্ৰেষণায সহায়তা করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য প্রজাতির সি-উইড, ৩৪৭ (ইউএসজিএস)ওয়েবসাইটে বলা জানিয়েছে। বিদেশ মন্ত্রকের প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ, ৪৯৮ হয়, সমুদ্রের তলদেশে গ্যাস ও মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটের প্রজাতির ঝিনুক, ৫২ প্রজাতির জলের সংমিশ্রণে তৈরি হওয়া স্ফটিককে গ্যাস হাইড্রেট বলা হয়। এটা দেখেতে বরফের মতো হলেও এতে প্রচুর পরিমাণ মিথেন থাকে। গ্যাস হাইড্রেট তথা মিথেন গ্যাস মূলত উচ্চচাপ ও নিম্ন তাপমাত্রায় গঠিত জমাট বরফ আকৃতির এক ধরণের কঠিন পদার্থ, যা স্থূপীকৃত বালির ছিদ্রের ভেতরে ছড়ানো স্ফটিক আকারে অথবা কাদার তলানিতে ক্ষুদ্র পিন্ড, শিট বা রেখা

### ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। লাইফ স্টাইল

### ভায়বিটিসের কারণে কিডনি রোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে



কিডনি আমাদের শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শরীর থেকে বিযাক্ত ও বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশিত করা, শরীরের তরল পদার্থের ভারসাম্য বজায় রাখা, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন, হাড় মজবুত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাহায্য করে কিডনি। তবে ৮০ শতাংশ ক্ষেত্রে মধুমেহ ও উচ্চ

রক্তচাপের কারণে কিডনি নম্ট হয়ে যায়। কিডনি রোগ বা ক্রনিক কিডনি রোগের সাধারণ একটি কারণ হল মধুমেহ। এর ফলে কিডনি ফেলিওর হতে পারে। কিডনিতে উপস্থিত গ্লোমেরুলি রক্ত ফিল্টার করতে সাহায্য করে। তারপর প্রস্রাবের মাধ্যমে শরীর থেকে বর্জ্য ও অতিরিক্ত তরল পদার্থকে বের করে

### জেনে নিন সুস্থ থাকার উপায়

দেয়। মধুমেহ যেভাবে কিডনির উপর প্রভাব বিস্তার করে? ১. রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে গ্লোমেরুলি অবরুদ্ধ হয়ে যায়। ক্রমশ এটি সংকুচিত হতে থাকে। ২. রক্তপ্রবাহ কমে যায় এবং কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে। ৩. রক্তবাহিকাগুলি লিক হয়ে যায় এবং প্রস্রাবে প্রোটিনের অভাব দেখা দেয়। ৪. যে সমস্ত শিরা মূত্রাশয় প্রবেশ করে, তাদের ক্ষতি করে মধুমেহ। ফলে মধুমেহ আক্রান্ত ব্যক্তি মূত্রাশয় সম্পূর্ণ হওয়ার বিষয় সচেতন হতে পারে না, যা কিডনির ওপর চাপ বিস্তার করে। এর ফলে মূত্রথলিতে সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে

যায়। ৫. প্রস্রাবে শর্করার পরিমাণ বদ্ধি পেলে, তা ব্যাক্টিরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এর ফলে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশান হতে পারে। মধুমেহ রোগীরা কীভাবে নিজের কিডনি সুস্থ রাখবেন ? ১. এর জন্য সবার আগে রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ২. নিয়মিত রক্তে শর্করার পরিমাণ যাচাই করে দেখুন। বা ফাস্টিং এবং পোস্ট প্র্যান্ডিয়ল ব্লাড শুগারের পরীক্ষা করিয়ে দেখে

৩. বাড়িতে গ্লুকোমিটারের সাহায্যে নিন। ৪. HbA১ত্ব-র মাধ্যমে গত তিন মাসের শর্করার গড পরিমাণ সম্পর্কে জানিয়ে থাকে।

৫. সুষম আহার গ্রহণ করুন। সবজি, প্রোটিনজাত খাদ্য পদার্থ বেশি করে খান। কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট জাতীয় খাবার কম খান। ৬. মিষ্টি, তেলেভাজা, কুকিস, চিপস, চকোলেট ও সোডা পান কমিয়ে আনুন। ৭. নির্দিষ্ট সময় অন্তর অল্প অল্প খাবার খান। ৮. নুন ও প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়িয়ে

চলুন। ৯. ধূমপান ও তামাক সেবন করা ছেড়ে দিন। কারণ এর ফলে কিডনি নষ্ট হচ্ছে। ১০. মদ্যপান ত্যাগ করুন। ১১. নিয়মিত ব্যায়াম করুন। এর ফলে শরীরে ইনসুলিন ও গ্লকোজ সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করা সম্ভব হবে এবং রক্তে শর্করার

পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে থাকবে। সপ্তাহে অন্তত ৫ দিন, ২০ মিনিট করে মাঝারি তীব্রতা সম্পন্ন ব্যায়াম

১২. ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ১৩. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখলে কিডনি সস্থ থাকবে।

১৪. কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখন। তা না হলে কিডনি রোগ, হাদরোগ, স্ট্রোকের আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। মেদযুক্ত খাবার ত্যাগ করুন।

১৫. NSAIDS, ব্যথা বা এদের বিকল্প কোনও ওষুধ গ্রহণ না করাই ভালো। কারণ এগুলি কিডনির ক্ষতি

১৬. ভিটামিন বি১, বি২, বি৬, বি১২, ফলকি অ্যাসিড, নিয়াসিন, প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড, বায়োটিন ও ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার-দাবার গ্রহণ করুন। এর ফলে কিডনি সুস্থ থাকবে।

নামতে হবে বীরেন্দ্র ক্লাবকে। বিদেশি অ্যারিস্টাইড, দেবাশিস লিয়েনে একজন ফুটবলার নেওয়া রাই এবং রাজীব সাধন জমাতিয়া

খেতাব ঘরে তুলতে পারছে না আক্রমণকে রুখে দিতে পারে

অন্যদিকে, তারকাখচিত দল কিছু ভুল করেছে এগিয়ে চল

নিয়ে মাঠে নামছে এগিয়ে চল সংঘের রক্ষণভাগ। বেশ কয়েক

সংঘ। গোলকিপার থেকে শুরু বছর পর কোচিং-এ এসেছেন

জায়গাতেই রাজ্যের সেরা নিয়ে যদি সাফল্য এনে দিতে না

এই ত্রিফলা আক্রমণ এগিয়ে চল

সংঘ-র প্রধান শক্তি। বলা যায়.

বীরেন্দ্র ক্লাব যদি ত্রিফলা

তবে এগিয়ে চল সংঘ ছন্দ হারিয়ে

ফেলবে। কারণ তাদের

আক্রমণভাগের মতো ধারাবাহিক

নয় রক্ষণভাগ। আগের ম্যাচে বেশ

সুজিত হালদার। তারকাখচিত দল

পারেন তবে সেই ব্যর্থতার দায়

হয়েছে। রিচার্ড ত্রিপুরা-কে

আগামীকাল প্রথম একাদশে দেখা

যেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে শিল্ডের

বীরেন্দ্র ক্লাব। এবার কি সেই লক্ষ্য

পূরণ হবে? নিশ্চিত করে কিছু

বলেননি কোচ সুজিত ঘোষ। শুধু

লড়াই করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

করে আক্রমণভাগ পর্যন্ত সব

ফুটবলাররা রয়েছে। তবে দলটির

তৃতীয় দিনের শেষে ১২২ রানে পিছিয়ে

থেকেও এগিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাই

নয়। বিষয়গুলি মাথায় রেখেই প্রধান শক্তি হলো আক্রমণভাগ। তাকেই নিতে হবে।

আজ মধুসূদন

স্মৃতি ভলিবলের

ফাইনাল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি ঃ

আগামীকাল উমাকান্ত ভলিবল

কোর্টে মধুসূদন স্মৃতি ভলিবল

প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচ

অনুষ্ঠিত হবে। বিকাল তিনটায় শুরু

হবে এই ম্যাচ। ম্যাচের পর পুরস্কার

বিতরণী অনুষ্ঠান হবে। প্রধান

অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন

রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এবং

বিএসএফ-র আইজি সহ

অন্যান্যরা। ফাইনাল ম্যাচে

মুখোমুখি হবে বিএসএফ এবং

অনুরাগী-কে

উড়িয়ে দিয়ে

বিশালগড় পিসি।



## উদ্বোধনী ম্যাচে জয়ী কিল্লা



কিল্লা ফুটবলার সরবরাহের একটি

তুলতে পারেনি। তবে চলমান সংঘ-র ফুটবলারদের কাছে এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে। কিল্লার হয়ে স্থানীয় ফুটবলার ছাড়াও স্পোর্টস স্কুলের কয়েকজন প্রাক্তনি মাঠে নেমেছিল। ফলে তাদের খেলার মধ্যে শুরু থেকেই একটা ঝাঁঝ লক্ষ্য করা গেলো। যদিও পাসিং গেমের ক্ষেত্রে দুইটি দলই একইরকম দুর্বল। ম্যাচের ২ মিনিটে লক্ষ্মী কলই এগিয়ে দেয় কিল্লাকে। ৭ মিনিটে ব্যবধান বাড়ায় প্রীতি জমাতিয়া। এরপর ২০, ২৮ এবং ৩৪ মিনিটে পর পর ৩টি গোল করে কিল্লাকে ৫-০ গোলে এগিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি নিজের হ্যাটিকও সম্পন্ন করে। প্রথমার্ধে

●এরপর দুইয়ের পাতায়

বলেছেন চিফ কোচ লক্ষ্মণ। বেশ

কিছু প্রয়োজনীয় উপদেশ পেয়েছে

এই কিংবদন্তী ক্রিকেটারের কাছ

থেকে।স্বভাবতই উচ্ছুসিত অমিত।

সে জানায়, সুযোগটা কাজে

লাগানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা

চালিয়ে যাবো। অমিত একটা বিষয়

সোনার খনি। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের ফুটবলেও যে তারা কম যায় না সেটা এদিন বোঝা গেলো। প্রশ্ন উঠেছে যে, এতদিন কেন তারা মহিলা ফুটবলে অংশ নেয়নি। প্রতিপক্ষ চলমান সংঘ অনেকদিন ধরেই মহিলা ফুটবলে অংশগ্রহণ করছে। মূলতঃ প্রতিভা তুল আনার জন্যই নিয়মিতভাবে তারা অংশগ্রহণ করে। এবারও এক ঝাঁক নতুন মেয়েদের নিয়ে দল গড়েছেন কোচ সুজন সরকার। উমাকান্ত ময়দানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই তার প্রধান লক্ষ্য। এভাবেই অতীতে অনেক খেলোয়াড় তুলে এনেছেন। এদিন কিল্লার বিরুদ্ধে

আগরতলা, ৫ জানুয়ারি ঃ টিএফএ

পরিচালিত মহিলা লিগের উদ্বোধনী ম্যাচে জয় পেলো কিল্লা মর্নিং ক্লাব। বুধবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে তারা চলমান সংঘ-কে নিয়ে স্রেফ ছেলেখেলা করলো। চলমান সংঘ বিশেষ প্রতিরোধ গড়ে

সামনে একটি দার্গ সুযোগ এসেছে। যতদুর খবর, এই সময়ে

সেরকম প্রতিভাবান লেগস্পিনার নেই। এই অবস্থায় জাতীয় আসরে ভালো পারফরম্যান্স করে

দেশে যজুবেন্দ্র চাহাল ছাড়া আর নেই। অস্তত নির্বাচকদের কাছে সেই ধরনের লেগস্পিনারের সন্ধান

পেস বোলার কমলেশ নাগরকাটি প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ভালো সহ আরও দুইজন অমিত-র সাথে নির্বাচকদের নজর কেড়ে নিয়েছে পারফরম্যান্সের কোন বিকল্প নেই। এনসিএ-র শিবিরে সুযোগ ত্রিপুরার অমিত আলি। নির্বাচকরা নির্বাচকরা মুম্বাই বা কর্ণাটকের মতো পেয়েছে। আগামী ৮ জানুয়ারি বড় দলগুলার ক্রিকেটারদের অমিত সহ আরও কয়েকজন পর্যন্ত এই শিবির চলবে। জাতীয় ক্রিকেটারকে দেখে নিতে পারফরম্যান্সের দিকে যেমন নজর চাইছেন। এই কারণেই এনসিএ-র রাখেন তেমনি তাদের নজর থাকে নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান চেতন বিশেষ শিবিরে তাদের ডাকা শর্মাও ব্যাঙ্গালুরুতে পৌঁছে ত্রিপুরার মতো প্রান্তিক রাজ্যের হয়েছে। অমিত-র সাথে এদিন কথা গিয়েছেন। বলা যায়, অমিত-র

### প্রিমিয়ার ক্রিকেট শুরু ৮ জানুয়ারি



চেয়ারম্যান হয়েছেন কুমারঘাট পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পবন পাল, আহ্বায়ক অনাদি দেব এবং কোষাধ্যক্ষ বিদ্যুৎ চন্দ। সাংবাদিক সম্মেলনে প্লে সেন্টারের অন্যান্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

টিসিএ-র সভাপতি যেহেতু শাসক

দলের সভাপতিও তাই

মহকুমাগুলি বিদ্রোহ করতে পারছে

না। একই অবস্থা অবশ্য

ক্লাবগুলিরও। তারাও শাসক দলের

সভাপতির ভয়ে হয়তো চুপ। তবে

জানা গেছে, টিসিএ-র বর্তমান

কমিটির বিভিন্ন কাজকর্ম এবং

ক্রিকেট বিরোধী মনোভাবে কয়েকটি

মহকুমার ক্রিকেট প্রতিনিধিরা

টিসিএ-র অ্যাপেক্স কাউন্সিল পদ

ছেড়ে দিতে চাইছেন। তাদের মধ্যে

কয়েকজনের বক্তব্য, ২৮ মাসে যখন

ক্রিকেটের জন্য কোন কাজই করতে

পারা যায়নি তখন পদে থেকে কি

লাভ। খবরে প্রকাশ, আগামী

কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো বেশ কিছু

মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা থেকে

টিসিএ-র সভাপতিকে জানিয়ে

দেওয়া হবে যে, তারা আর টিসিএ-র

অ্যাপেক্স কাউন্সিলার পদে থাকতে

নারাজ। এখন দেখার, তারা আদৌ

সাহস সঞ্চার করতে পারে কি না।

আগরতলার

করা হয়।

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, কুমারঘাট প্লে সেন্টারের তরফে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন প্রতিযোগিতাকে সফলভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে

#### দফতরের মাঠে শুরু হবে টেনিস ক্রিকেট প্রিমিয়ার-২০২২। এই প্রতিযোগিতার লক্ষ্যে বধবার একটি আয়োজক কমিটি। কমিটির

### টিসিএ-র অ্যাপেক্স কাউন্সিলার পদ ছাড়তে চাইছেন কেউ কেউ

প্র**তিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি**, ক্লাবগুলি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ভূ মিকায় মহকুমা ক্রিকেট

মহকুমা ক্রিকেটের প্রতি বঞ্চনা

ক্ষতি হচ্ছে। জানা গেছে, মহকুমায় একটি ক্লাব ক্রিকেট ম্যাচে টিসিএ থেকে এতদিন ১০ হাজার টাকা দেওয়া হতো। একটি সিজনে সবচেয়ে বেশি ৭২টি ম্যাচ হতে পারে। অর্থাৎ ৭২টি ম্যাচ হলে ৭.২০ লক্ষ টাকা। টিসিএ-র এই ৭.২০ লক্ষ টাকার একটা শেয়ার পাবে ক্লাবগুলি। বাকি টাকা ম্যাচের আয়োজন, আম্পায়ারের খরচ। কিন্তু দুই বছর হতে চললো মহকুমায় ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ। অভিযোগ, টিসিএ-র বর্তমান কমিটি দায়িত্ব নেওয়ার পর মহকুমায় ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ। এভাবে ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ থাকার অন্যতম কারণ হচ্ছে টিসিএ নাকি মহকুমাগুলিকে ক্লাব লিগ বা ক্লাব

<mark>আগরতলা, ৫ জানুয়ারি ঃ শুধু যে হচ্ছে তা ন</mark>য়। মহকুমা ক্রিকেটও সংস্থাগুলি রীতিমত ক্ষুব্ধ। তবে ক্রিকেটের কোন অনুমতি দিচ্ছে না। এক্ষেত্রে অভিযোগ যে, টিসিএ যেহেতু আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট শুরু করতে চাইছে না তাই তারা

নাকি মহকুমাতেও ক্লাব ক্রিকেট

বন্ধ করে রাখছে। টিসিএ-র এই

মহকুমাগুলিতে অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেট

সব ধরনের ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ।

আগরতলা ক্লাব ক্রিকেটকে স্তব্ধ করে রাখা হচ্ছে তা নয়, টিসিএ-র বর্তমান কমিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ মহকুমা ক্লাব ক্রিকেটকেও এক প্রকার পঙ্গু করে রাখার কাজ চালিয়ে যাচেছ। জানা গেছে, মহকুমা ক্রিকেটের প্রতি টিসিএ-র বর্তমান কমিটির বৈষম্যমূলক আচরণ, আর্থিক অবরোধ সহ একাধিক ইস্যুতে নাকি বেশ কয়েকজন মহকুমার প্রতিনিধি টিসিএ-র অ্যাপেক্স কাউন্সিলার পদ ছেড়ে দিতে চাইছেন। তারা নাকি ঘনিষ্ঠ মহলে অভিযোগ করেছেন যে, টিসিএ-র বর্তমান কমিটি মহকুমা ক্রিকেটের সর্বনাশ করে চলছে। দুই বছর হলো মহকুমাতে কোন ক্লাব ক্রিকেট হয় না। যদিও মহকুমা ক্রিকেটের অন্যতম শক্তি ক্লাবগুলি। কিন্তু দুই বছর ধরে মহকুমাগুলিতে

হলেও গুরুত্বপূর্ণ যা তা হচ্ছে না।

ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ থাকায় শুধু যে

কুমারঘাট, ৫ জানুয়ারি ঃ আগামী

৮ জানুয়ারি থেকে কুমারঘাটের পূর্ত

#### ফাইনালে ৮-১ গোলের বিশাল ব্যবধানে জয় তুলে নেয়। শুরুর ২ মিনিটে প্রথম এনএসআরসিসি গোল পেয়েছিল। এরপর থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে গোল করে প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, গিয়েছে কিল্লা। ম্যাচের অস্তিম আগরতলা, ৫ জানুয়ারি ঃ ক্রিকেট মিনিটে তুলে নেয় আট নম্বর অনুরাগী-কে উড়িয়ে অনুধর্ব ১৪ গোলটি। মহিলা ফুটবলে এবারই ক্রিকেটের ফাইনালে পৌঁছে গেলো প্রথমবার অংশগ্রহণ করেছে তারা। এনএসআরসিসি। ফাইনালে তাদের বলাই বহুল্য, প্রথম ম্যাচেই খেলতে হবে চাম্পামুডার বিরুদ্ধে। নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করতে বলতে হবে চলতি অনুধৰ্ব ১৪ সক্ষম হলো তারা। দীর্ঘদিন ধরেই আগরতলা, ৫ জানুয়ারি ঃ এনসিএ-তে অনুশীলনের প্রথম

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি,

ক্রিকেটে সেরা দুই ধারাবাহিক দলই ফাইনালে পরস্পরের মুখোমুখি হবে। এডিনগর, জিবি, এনএসআরসিসি বা মডার্ন সিএ সুপারে উঠলেও কোন দলই এনএসআরসিসি কিংবা চাম্পামুড়ার বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেনি। এদিন নরসিংগড় দিনেই চিফ কোচ ভিভিএস লক্ষ্ম পঞ্চায়েত মাঠে অনুরাগী-কে ৭ ণ-র নজর কেড়ে নিয়েছে ত্রিপুরার উইকেটে বিধবস্ত করলো প্রতিভাবান লেগস্পিনার অমিত এনএসআর সিসি। আলি। দেশের অন্য এক প্রতিভাবান বোলারদের দাপটে জয় তুলে নিয়েছে এনএসআরসিসি। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২৮.১ ওভারে সবকয়টি উইকেট হারিয়ে মাত্র ৬৬ রান করে ক্রিকেট অনুরাগী। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ২১ রান করে অয়ন রায়। এনএসআরসিসি-র হয়ে সুরজিৎ দেববর্মা ৩টি এবং আমন পাল, মহম্মদ মহিন চৌধুরী ২টি করে উইকেট নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১৮.৩ ওভারে মাত্র ৩টি উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌছে যায় এনএসআরসিসি। শঙ্খনীল সেনগুপ্ত ২১ এবং সাগ্নিক দত্ত ১৬ রান করে। ৭ উইকেটে জয় পায় এনএসআরসিসি। এই

গেলো ফাইনালে। সোমরাজ-র দাপটে

জয়ের সুবাদে তারা পৌছে

### এডিনগরের দ্বিতীয় জয়

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া

প্ৰতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি ঃ ব্যাটে-বলে দূরস্ত পারফরম্যান্স করলো সোমরাজ দে। মূলতঃ তার দাপটে জিবি-কে ৫৬ রানে হারিয়ে দিলো এডিনগর প্লে সেন্টার। যদিও ফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনা আগেই নস্ট হয়ে গিয়েছে। তবে এদিনের জয়ের ফলে সুপার সিক্সে ৩ নম্বর স্থানে উঠে এলো এডিনিগর। বলা যায়, সাস্থানা পুরস্কার পেলো। এটা সম্ভব হয়েছে সোমরাজ-র জন্য। প্রায় একাই জয় এনে দিয়েছে এডিনগর-কে। এদিন এমবিবি স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে এডিনগর ৪০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৫১ রান করে। সৌরভ সরকার ৩৭, স্নেহাল দত্ত ৩১, সোমরাজ দে ২৯ এবং দীপ ঘোষ ২০ রান করে। জিবি-র হয়ে উজ্জয়ন বর্মণ ৩টি এবং রাজবীর খান ২টি উইকেট নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সোমরাজ-র দূরন্ত বোলিং-র সামনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে জিবি। ৩৩.২ ওভারে মাত্র ৯৫ রানে শেষ হয় তাদের ইনিংস। সমরাংশু পাল ২৭, উদয়ন পাল ১৯ এবং উজ্জয়ন বর্মণ ১৯ রান করে। এডিনগরের হয়ে সোমরাজ দে দূরন্ত বোলিং করে। মাত্র ৮ রান খরচ করে তুলে নেয় ৫টি উইকেট। প্রাথমিক পর্বে এডিনগর বেশ ভালো পারফরম্যান্স করেছিল। সুপার সিক্সেও চাম্পামুড়ার বিরুদ্ধে দারুণ লড়াই করেছে এডিনগর। বলা যায়, সুপার সিক্সে এখনও পর্যন্ত চাম্পামুড়াকে কিছুটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পেরেছিল এডিনগর। যদিও তাদের শেষ পর্যন্ত ফাইনালে খেলা হচ্ছে না। তবে দলটির খেলার মধ্যে একটা

ধারাবাহিকতা ক্রিকেটপ্রেমীদের

নজর কেড়ে নিয়েছে।

# হঠাৎ করে উদয়পর নিয়ে হৈ চৈ হচ্ছে। কিন্তু এই উদয়পরেই তো নন্দী ম্যাডাম ছিলেন। কেন তখন

নন্দী ম্যাডাম কখনও চাননি আগরতলার বাইরে কাজ করতে। তাই তারা অমরপুর বা উদয়পুর গেলেও তারা ইচ্ছা করেই সেখানে জিমন্যাস্ট তৈরি কেরনেনি। উদয়পুরে যে জিমন্যাস্ট নেই তার জন্য তো নন্দী ম্যাডাম দায়ী। তিনি তো মাত্র কয়েকদিন আগে অবসরে গেলেন। কেন তিনি উদয়পুরে জিমন্যাস্ট তৈরি করেননি। এখন তিনি অবসরে গেলেন আর নন্দী স্যার ব্যস্ত হলেন উদয়পুর নিয়ে। অমরপুরে কেন নন্দী স্যার জিমন্যাস্ট তৈরি করলেন না?

●এরপর দুইয়ের পাতায়

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,** অমরপুরকে গুরুত্ব দিয়েছিল মূলতঃ হয়েছিল। কিন্তু অমরপুর গিয়ে আসতো। তারা বলেন, এখন

জিমন্যাস্ট তৈরির কাজে নাকি নন্দী স্যারের তেমন আগ্রহ বা উৎসাহ ছিল না। কয়েক মাস নিয়ম রক্ষার জন্য তিনি সেখানে গেলেও পরে তিনি উদয়পুরে মন দিয়ে কাজ অভিযোগ, তিনি নাকি উদয়পুরে জিমন্যাস্ট তৈরিতে কোন সময়েই উৎসাহী ছিলেন না। ফলে বাম আমলে উদ্যোগ নেওয়া হলেও নন্দী স্যার এবং নন্দী ম্যাডাম সেভাবে কাজ না করায় অমরপুর ও উদয়পুরে জিমন্যাস্টিক্স সেভাবে সাফল্য পায়নি। রাজ্যের কয়েকজন সিনিয়র জিমন্যাস্ট কোচই একথাগুলি মিডিয়াকে জানান। তারা বলেন, বাম আমলে যদি নন্দী স্যার অমরপুরে এবং নন্দী ম্যাডাম উদয়পুরে ঠিকভাবে কাজ করতেন তাহলে আজ অমরপুর

জন্য পাঠানো হয়েছিল প্রশিক্ষক নেতা-নেত্রীদের ধরে আবার করেননিং বাম আমলেই তো বিশ্বেশ্বর নন্দীকে। তখন অবশ্য আগরতলায়।সোমানন্দীকিছুসময় তাকে উদয় পুর পাঠানো বাম সরকারের ক্রীডামন্ত্রী জিতেন তিনি দীপা-র কোচ বা দ্রোণাচার্য উদয় পুরে কাজ করেন তবে হয়েছিল। আসলে নন্দী স্যার বা নতুন নতুন জিমন্যাস্ট তৈরি করার ও উদয়পুর থেকে অনেক জন্য বিশেশধর নন্দী ও সোমা

নন্দী-র কাঁধেই দায়িত্ব দেওয়া জিমন্যাস্ট হয়তো উঠে

জন পদের ছেলে-মেয়েদের শরীরের গঠন দেখে। ক্রীড়ামন্ত্রীর নির্দেশে অমরপুরে জিমন্যাস্ট গড়ে তোলার ছিলেন না। কিন্তু তারপরও বিশ্বেশ্বর নন্দী-র উপর ভরসা করে অমরপুরে চালু করা হয়েছিল রাজ্য সরকারের জিমন্যাস্টিক্স সেন্টার। পাশাপাশি উদয়পুরেও জিমন্যাস্টিক্স সেন্টার চালু করা হয়। সেখানে ক্রীড়া পর্যদ থেকে পাঠানো হয় সাই কোচ সোমা নন্দী-কে। পাঠকদের জেনে রাখা ভালো সোমা নন্দী হলেন দীপা-র প্রথম কোচ এবং বিশ্বেশ্বর নন্দী-র স্ত্রী। অর্থাৎ বাম আমলে অমরপুর ও উদয়পুরে জিমন্যাস্টিক্স সেন্টার খুলে সেখানে

আগরতলা, ৫ জানুয়ারি ঃ বাম পাহাড়ি আমলেই অমরপুর এবং উদয়পুরে জিমন্যাস্টিক্স-র প্রসারে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সেই সময় দীপা কর্মকার হয়তো মাঠেই ছিলেন না। তারপরও তৎকালীন চৌধুরী আগরতলার বাইরে অমরপুর ও উদয়পুরে জিমন্যাস্টিক্স-র প্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ক্রীড়া দফতর

আজ রাখাল শিল্ডের

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, অন্যতম ভরসার জায়গা। পুনুনো

কারা হবে তা আগামীকাল ঠিক খেলতে নামবে স্টিফেন পল ডার্লং,

হবে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে লালনুন রুইয়া ডার্লং, মেচাক ডার্লং,

মুখোমুখি হবে বীরেন্দ্র ক্লাব বনাম অ্যালিয়া ডার্লং-র মতো

কেড়েছে। আগামীকালের ম্যাচেও মাঝে ঝলক দেখালেও ধারাবাহিক

নিয়ো এবং নিজোয়াম এই দুই

ভিনরাজ্যের ফুটবলার কিরকম ছন্দে

থাকে সেটাই দেখার। তবে

পাশাপাশি বীরেন্দ্র ক্লাবের হয়ে

ফুটবলাররা। বয়স কম, পাশাপাশি

গতিময়। অভিজ্ঞ প্রণব সরকার এবং

মেনিঙ্গীর হালামও বীরেন্দ্র ক্লাবের

হয়ে নামবে। তবে পুরোনো

মেনিঙ্গীর-কে এখন আর দেখা

মিলে না। গতি মস্থরতায় ভূগছে এই

ফুটবলারটি। প্রণব সরকার মাঝে

কেপটাউন, ৫ জানুয়ারি।। দিনের

শুরুতে ভারতীয় সমর্থকদের নজর

ছিল চেতেশ্বর পূজারা এবং অজিঙ্ক

রহাণের দিকে। তাঁদের অভিজ্ঞ

ব্যাটিং শুরুটা করে দিলেও শেষ

করতে পারল না। সেই সুযোগটাই

নিল দক্ষিণ আফ্রিকা। শার্দুল

ঠাকুরের আগ্রাসী ব্যাটিং, হনুমা

বিহারীর চোয়াল চাপা লডাইকে

ভলিয়ে দিতে চলেছেন ডিন

এলগার। ভারতের থেকে আর মাত্র

১২২ রান পিছিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা।

হাতে রয়েছে আট উইকেট, দুটো

দিন। এমন অবস্থায় ব্যাটিং দলেরই

যে পাল্লা ভারি তা বলাই যায়। তবে

ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা,

সেখানে চতুর্থ দিনের সকালে

বুমরা, শামিরা যে টেস্ট নিজেদের

দিকে ঘুরিয়ে দেবেন না তা স্পষ্ট

করে বলা যাবে না। কিন্তু সকালে

●এরপর দুইয়ের পাতায়

নন্দীদের জন্যই অমরপুর, উদয়পুরে

কোন জিমন্যাস্ট তৈরি হয়নি ঃ অভিযোগ

আগরতলা, ৫ জানুয়ারি ঃ প্রথম দল

হিসাবে ইতিমধ্যেই রাখাল শিল্ডের

ফাইনালে পৌঁছে গেছে ফরোয়ার্ড ক্লাব। ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ

এগিয়ে চল সংঘ। বীরেন্দ্র ক্লাব

আগের ম্যাচে পুলিশকে হারিয়েছে।

দলে কোন বিদেশি ফুটবলার নেই।

স্থানীয় ফুটবলারদের নিয়েই তারা

মাঠে নামবে। রয়েছে দুইজন

ভিন্রাজ্যের ফুটবলার। প্রথম ম্যাচে

এই দুই ফুটবলারই বেশ নজর

এই দুই ফুটবলার বীরেন্দ্র ক্লাবের

ফাইনালে

উঠলো

চাম্পামুড়া

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৫ জানুয়ারি ঃ সদর

অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেটের ফাইনালে

উঠে গেলো চাম্পামুডা। প্রথম তিন

ম্যাচ জয়ের পরই তাদের ফাইনালে

যাওয়া প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল।

বুধবার মডার্ন-কে ৫৯ রানে হারিয়ে

স্থান পাকা করলো। চলতি অনূধর্ব

১৪ ক্রিকেটে এখনও পর্যস্ত

অপরাজিত চাম্পামুড়া। প্রাথমিক

পর্বে সবগুলি ম্যাচে জয়ের পর

সুপার সিক্সেও টানা চারটি ম্যাচে

জয় তুলে নিলো। শুধু জয় তুলে

নিয়েছে বলা ভুল, প্রতিপক্ষকে এক

প্রকার উড়িয়ে দিয়ে একের পর এক

জয় তুলে নিয়েছে তারা। এদিন

নিপকো মাঠেও তার ব্যতিক্রম

হয়নি। শক্তিশালী ব্যাটিং

লাইনআপকে পুঁজি করে এদিনও

●এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রীতি ভলিবল ম্যাচে জয়ী বিএসএফ



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, নতুনবাজার, ৫ জানুয়ারি ঃ প্রীতি ভলিবল ম্যাচে জয় পেলো বিএসএফ। বুধবার করবুক মহকুমার অধীন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার জলশিয়া ফরোয়ার্ড-এ বিএসএফ ১৫৬ নং ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে এই প্রীতি ম্যাচের আম্যোজন করা হয়। ম্যাচে মুখোমুখি হয় বিএসএফ এবং স্থানীয় জলশিয়া এডিসি ভিলেজ। ম্যাচে জয় পায় বিএসএফ।

### পরিবার আক্রান্ত

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি।। ভারতীয়

ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের (বিসিসিআই) প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি কয়েকদিন আগে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন। এবার তার মেয়ে সানা গাঙ্গুলিসহ পরিবারের চার জনের করোনা ধরা পড়েছে। সানা সহ অন্যদের কোনো উপসর্গ নেই এবং তারা নিজ বাসায় আইসোলেশনে আছেন। তবে সৌরভের স্ত্রী ডোনা গাঙ্গুলি করোনা টেস্টে নেগেটিভ হয়েছেন। এর আগে গত ২৭ ডিসেম্বরে করোনায় ●এরপর দুইয়ের পাতায়

## তহাস বাংলাদেশের

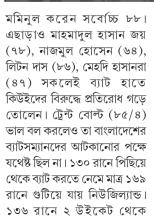
দেশের মাটিতেই ধরাশায়ী করে ইতিহাস গড়ল বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ইনিংসে জয়ের জন্য মুসফিকুরদের প্রয়োজন ছিল মাত্র ৪০ রান। ২ উইকেট হারিয়ে সেই রান তুলে নিয়ে সিরিজে ১-০ এগিয়ে গেল তারা। যে কোনও ফরম্যাটেই এই প্রথম নিউজিল্যান্ডের মাটিতে জয় বাংলাদেশের। বাংলাদেশের এই জয় নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক। সবচেয়ে বড় কথা, দেশের মাটিতে টানা ১৭ ম্যাচ অপরাজিত ছিল নিউজিল্যান্ড। ২০১৭ সালের মার্চে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ওয়েলিংটনে হেরেছিল কিউয়িরা। প্রায় ৫ বছরের ব্যবধানে ফের তাদের পরাস্ত হতে হল। সৌজন্যে মমিনুল বাহিনী। টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাংলাদেশ। প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ড তোলে ৩২৮ রান। দুর্দাস্ত শতরান করে যান ডেভন কনওয়ে (১২২)। বাংলাদেশের হয়ে ৩টি করে উইকেট পান শরিফুল ইসলাম ও হাসান

মিরাজ। এরপর ব্যাট করে ৪৫৮ রান

তুলে ফেলে বাংলাদেশ। অধিনায়ক

ওয়েলিংটন, ৫ জানুয়ারি।। টেস্টে

বিশ্বজয়ী নিউজিল্যান্ডকে তাদের



বোলিংয়ের সামনে তাসের ঘরের

পরবর্তী ৩৩ রানে ৮ উইকেট খোয়ায় তারা। এবাদত হোসেন (৪৬/৬) ও তাসকিনের (৩৬/৩)

মতো ভেঙে পড়ে কিউয়ি ব্যাটিং। জয়ের জন্য দরকার ছিল মাত্র ৪০ রান। কিন্তু ৩ রানের মাথায় প্রথম প্রাথমিক আঘাত অত অল্প রানের টার্গেটে কোনও সংশয়ের কাঁটা তৈরি করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ২ উইকেট হারিয়েই জয়ের রান তলে নিয়ে নয়া কীর্তি স্থাপন করল মমিনুল বাহিনী। এই প্রথম আইসিসি ক্রমপর্যায়ের প্রথম পাঁচে থাকা কোনও দেশকে বিদেশের মাটিতে টেস্টে হারাল বাংলাদেশ। সেই হিসেবে এই জয় কেবল একটা জয় মাত্র নয়, বরং এর পরিপ্রেক্ষিত সেদেশের ক্রিকেটে আগামি দিনেও বড প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করছে

উইকেট হারায় বাংলাদেশ। তবে ওই

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় চৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, ব্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ব্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১

ওয়াকিবহাল মহল।

# **© 9436940366** Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

## চিকিৎসকের মৃত্যুতে বাক্রুদ্ধ এলাকাবাসী



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপুর, ৫ জানুয়ারি।। তরুণ দন্ত চিকিৎসকের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকের আবহ বিরাজ করছে অমরপুর শহর এলাকায়। সবে মাত্র এমডিএস'র পড়াশোনা শেষ করেছেন অমরপুর রামঠাকুর সেবাশ্রম সংলগ্ন এলাকার সুব্রত সাহা। এখনও পুরোদমে পেশাগত দায়িত্ব পালন শুরু করেননি। বিয়ের

মৃত্যুর

সংখ্যা ১২১

এক বছরও হয়নি। পরিবারের লোকজন তাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন। ভেবেছিলেন পেশাগত দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে সমাজের উন্নয়নে সুব্রতও অংশীদার হবেন। কিন্তু অসময়ে তাকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে তা কেউ স্বপ্নেও ভাবেননি। মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাকই ছিল। রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে সুব্রত বাড়ির

ছাদে উঠেছিলেন। কিন্তু আচমকা তিনি ছাদেই পড়ে যান। বেশকিছু সময় ধরে ছাদ থেকে নিচে না আসায় পরিজনরা তাকে খোঁজাখুঁজি করেন। পরে তাদের মধ্যে কোন একজন ছাদে গিয়ে সুব্রত সেখানেই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছেন। পরিবারের লোকজন তাকে সঙ্গে সঙ্গে অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কিন্তু কর্তব্যরত

চিকিৎসক তাকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তার মৃত্যুর খবর পরিবারের সদস্যদের কানে পৌছা মাত্রই তারা কান্নায় ভেঙে পড়েন। কারণ, ঘটনাটি তাদের কাছে কতটা অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সবার মনেই প্রশ্ন দেখা দেয় কি কারণে সুব্রত'র মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসকদের সাথে পরিবারের লোকজন কথা বলার পর ধারণা করছেন হয়তো ব্রেনস্টোকে আক্রান্ত হয়েছেন তরুণ চিকিৎসক। ঘটনার সময় সব্রত'র স্ত্রী বাপের বাডিতে ছিলেন বলে খবর। যেহেতু, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে, তাই ওই রাতে সুব্রত'র মৃতদেহ অমরপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়।বুধবার ময়নাতদন্তের পর তার নিথর দেহ তুলে দেওয়া হয় পরিজনদের হাতে। মৃতদেহ হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসার পর কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিজনরা। ছেলে হারানোর যন্ত্রণা পরিবারের সদস্যদের চোখেমুখে একেবারে স্পষ্ট ছিল। শুধুমাত্র

এলাকাবাসীও সুব্রত'র মৃত্যুকে এরপর দুইয়ের পাতায়

পরিবারের সদস্যরাই নন

একইভাবে আরও কয়েকজন

রোগীরা অসুবিধায় পড়েছেন।

তাদের দাবি বেশ কিছু দিন ধরেই

ইমার্জেন্সির সামনে এই অবস্থা।

কিন্তু স্বাস্থ্য দফতর এই অবস্থা ঠিক

করতে কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না।

### শহরে তরুণীর

## রহস্য মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি ।। রহস্যজনকভাবে নিজ বাড়িতেই উদ্ধার হলো ২১ বছরের তরুণীর দেহ। ঘটনা শিবনগর লোটাস ক্লাব এলাকায়। নিজের ঘরেই এই যুবতিতরুণী ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে বলে পরিবারের লোকজনদের দাবি। কিন্তু কি কারণে এই আত্মহত্যা তার কোনও কিছুই পুলিশকে জানাতে পারেননি নিহতের পরিজনরা। মৃত তরুণীর নাম পৃথী সাহা। ঘটনাটি হয়েছে মঙ্গলবার গভীর রাতে। রাতেই পৃথীকে তার বাড়ির লোকজন নিজের ঘরে ঝুলস্ত অবস্তায় দেখতে পান বলে দাবি করা হয়েছে। খবর দেওয়া হয় পূর্ব মহিলা থানায়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবিপি হাসপাতালে পাঠায়। তবে মৃতার দেহ উদ্ধার ঘিরে রহস্য দেখা দিয়েছে গোটা এলাকায়। একটি ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়েছিল বলে

এরপর দুইয়ের পাতায়

### সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৭,৯৫০

### বিশাল ঋষিদাস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি ।। দুগাঁ চৌমুহনিতে বিজয় দাস হত্যা মামলায় বিশাল ঋষিদাসকে তিনদিনের জন্য পুলিশ রিমান্ডে পাঠালো আদালত। জেলহাজত থেকে বুধবারই বিশালকে পশ্চিম জেলার সিজেএম আদালতে হাজির করা হয়। পুলিশের দাবি, দুর্গা চৌমুহনিতে বিশাল খুনের ঘটনার এখনও মূল উদ্দেশ্য জানা যায়নি। কোথা থেকে বিশাল ছুরি পেয়েছিল তাও জানা দরকার। এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে তাকে থানার হেফাজতে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। আদালত পুলিশের এই বক্তব্য মেনে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বিশালকে পুলিশ রিমান্ডে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। ওইদিন তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে মামলার কেইস ডায়েরিও হাজির করতে নির্দেশ

### ভরিঃ ৫৫,৯৪১ পুলিশ রিমান্ডে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৫ জানুয়ারি।। রাস্তার পাশের দোকানে ঢুকে পড়ে অনিয়ন্ত্রিত গাড়ি। যার ফলে আহত হন দোকানের মালিক এবং কর্মচারী। তবে সরাসরি গাড়ির ধাক্কা তাদের শরীরে লাগেনি। ঘটনার সময় দোকানে ৪০ লিটার দুধ গরম করা হচ্ছিল। তখনই অনিয়ন্ত্ৰিত গাড়িটি হঠাৎ দোকানে ঢুকে পড়ে। যার ফলে গরম দুধ ছিটকে পড়ে দোকান Flat Booking

Ramnagar Road No. 4. Opposite Sporting Club. 2 BHK, 3 BHK Flat booking চলছে। Mob - 8416082015

### ভৰ্তি চলছে

#### **Open Board** 10th & 12th

এ পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন

**B.A, M.A, D** PHARMA, ENGG, DMLT, B.ED, D.ELED

— ঃযোগাযোগ ঃ— Mob - 7642014420

### হোম টিচার

বাংলা মাধ্যমের নবম/দশম-সহ ২০২২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সব বিষয় বাড়িতে গিয়ে পড়ানো হয়। নোট তৈরী করে দেওয়া হয়। -ঃ মোবাইল ঃ-

9862464960

# রেশন আনতে গিয়ে যান সন্ত্রাসের বলি বৃদ্ধার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি ।। বছরের শুরু থেকেই প্রত্যেকদিন রক্তে লাল হচ্ছে রাজ্যের রাস্তাঘাট। যান সন্ত্রাসে মৃত্যু কিছুতেই থামছে না। প্রত্যেকদিনই মৃতদেহ যাচেছ হাসপাতালগুলিতে। যান সন্ত্ৰাস রুখতে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন এখন পর্যন্ত কার্যকরী কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেনি।শহরের মধ্যেই কিছু ট্রাফিক পুলিশকর্মী টাকা রোজগারে ব্যস্ত থাকেন। যান সন্ত্রাস রুখতে এই কর্মীদের কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ দেখতে পান না রাজ্যবাসীরা। শুধুমাত্র সরকার এবং ব্যক্তিগত কোষাগারে টাকা বাড়ানোই এই কর্মীদের লক্ষ্য বলে অভিযোগ। বুধবারও সকালে শহরের



মত্য হয়েছে এক প্রবীণার। নিহত প্রবীণার নাম শান্তি দেববর্মা (৬৪)। তিনি সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ অভয়নগর লালস্কুল এলাকায় রেশনে চাল আনতে রওয়ানা দিয়েছিলেন। রাস্তায় একটি বাইক

তাকে ধাক্বা মেরে পালিয়ে যায়। রাস্তার মধ্যেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকেন শাস্তি। তাকে এলাকাবাসীরা জিবিপি হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান এই এরপর দুইয়ের পাতায়

### ম্রিত গাড়ি ঢুকে পড়লো দোকানে



মালিক এবং কর্মচারীর শরীরে। তাদের দু'জনের শরীরের বিভিন্ন অংশ ঝলসে যায়। দু'জনকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় গোমতী জেলা হাসপাতালে। বধবার বিকেলে উদয়পুর বাগমাস্থিত সাউথগেটস্থিত এই দুৰ্ঘটনা। আহত দোকান মালিক এবং কর্মচারীর নাম প্রদীপ ঘোষ ও দীপক ঘোষ। তাদের কথা অনুযায়ী অঙ্গেতে দু'জন প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন। তবে তাদের শরীরের

### গেছে। অনিয়ন্ত্রিত গাড়িটি যেভাবে

বিভিন্ন অংশ গরম দুধে ঝলসে

বিক্রয়

এখানে পুরাতন ইট, দরজা, জানালা, কাঠ, টিন, রাবিশ, চিপস্ বিক্রয় হয়।

#### শিবশক্তি কেরিং সেন্টার 8413987741 9051811933

বিঃ দ্রঃ- এখানে পুরাতন বিল্ডিং ক্রয় করে ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয়।

দোকানে ঢুকে পড়ে তাতে স্থানীয় লোকজনও আঁতকে উঠেন। তবে গাড়ি চালককে পরবতী সময় সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এলাকাবাসীর কথা অনুযায়ী দুর্ঘটনার পরই গাড়ি চালক গা-ঢাকা দেয়। পুলিশ এবং দমকল বাহিনীও ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তবে তাদের আসার আগেই আহতদের

এরপর দুইয়ের পাতায়

### স্মস্যার সমাধান মুঠকরণী, বশীকরণ স্পেশালিস্ট



বাবা আমিল সুফি

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শত্ৰু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, ७ अविमा कालायामु, मूर्ठकत्री, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

**CONTACT** 9667700474

### এফিডেভিট

আমি শ্রীমতী অনুরিগ্ধা সাহা পিতা শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত সাহা, খোসবাগান সেন্ট্রাল রোড, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা। গত 9 ডিসেম্বর 2021 ইং জিরানীয়া নোটারি এফিডেভিট মূলে শ্রীমতী অনুশ্রী সাহা নামে পরিচিত হইলাম। 'অনুরিগ্ধা সাহা' এবং 'অনুশ্রী সাহা' একই ব্যক্তি

### ডিভাইন টাচের বিশেষ ডায়াবেটিক ক্লিনিক

আগামী ৮ই জানুয়ারী, ২০২২ থেকে প্রতি শনিবার বিকাল ৫টায় বিশেষ ডায়াবেটিক ক্লিনিকের সূচনা করা হবে। উক্ত ক্লিনিকে রাজ্যের ডায়াবেটালজিস্ট বিশেষজ্ঞ ডা. পরম কর MBBS, (BIO), **CCEBDM** MD(DIABETOLOGY) - DELHI, চিকিৎসা পরামর্শ দেবেন। বুকিং ও বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন ঃ

ডিভাইন টাচ় মেডি ক্লিনিক, কর্ণেল চৌমুহনী, আগরতলা মো ঃ 9089016161/8575092597

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি ।। আবারও মৃত্যু ১০৩২৩'র এক শিক্ষকের। বুধবার সকালে বিশালগড় মহকুমার অন্তর্গত সাতমুড়ায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে



শিক্ষক। তার নাম জীবন দেববর্মা (৪৩)। তিনি অস্নাতক শিক্ষিক ছিলেন। তাকে নিয়ে ১২১জন চাকরিচ্যুত শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যুর ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন ১০৩২৩ শিক্ষকরা। জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ১০৩২৩'র নেতা কমল দেব জানিয়েছেন, চাকরি হারানোর পর থেকে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন জীবন। কীভাবে সংসার চালাবেন তার চিন্তায় শেষ পর্যন্ত বুধবার সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এই মৃত্যুর ঘটনায় জীবনের পরিবারের লোকজন ভেঙে পড়েছে। তার হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন পরিবারের লোকজন। সেখানেই চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। কমলের দাবি রাজ্য সরকারকে বারবার বলার পরও ১০৩২৩ শিক্ষকদের বাঁচাতে কোনও ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। এদিকে, ধলাই জেলার আমবাসায় টিআরটিসি কনফারেন্স হলে একটি সভা করেছে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি। সভায় আলোচনা করেছেন অজয় দেববর্মা, বিজয়কৃষ্ণ সাহা, কমল দেব, ডালিয়া দাস-সহ অন্যরা।

### গুরুতর অসুস্থ এক রোগীকে ইমার্জেন্সিতে নেওয়া হয়।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি ।। বেহাল দশা রাজ্যের প্রধান জিবিপি হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগ। রোগীদের ঠিকভাবে হাসপাতালে প্রবেশ পর্যন্ত করানো যায় না। এমনকী অটো দিয়ে রোগী নেওয়া হলে ট্রলি ইমার্জেন্সির বাইরে আনা যায় না।প্রত্যেকদিনই এই অসুবিধার সম্মুখীন হচেছে গুরুতর অসুস্থ রোগীরা। যান চালকদেরও ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হচ্ছে হাসপাতালে রোগী পৌঁছে দিতে। করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের আগে রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতালটির এই রুণ দশা অনেক প্রশ্ন তুলছে। বুধবারও অটোতে একের পর এক রোগী হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকেই ইমার্জেন্সির সামনে গিয়ে

ইমার্জেন্সিতে পৌছে দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ইমার্জেন্সির সামনে বেহাল অবস্থায় থাকা অটো নিয়ে প্রবেশ করতে পারেননি। এমনকী এই জায়গায় হাসপাতালে রোগী নেওয়ার ট্রলি পর্যন্ত বের করা সম্ভব হয়নি। যে কারণে প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে বয়স্ক এক রোগীকে ভাঙা রাস্তা দিয়ে



# থেকে অটোচালক কাঞ্চন পাল দিয়েছেন বিচারক।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জানুয়ারি ।। সুষ্ঠ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তপশিলি জাতিভুক্ত বেকারদের দোকানঘর নতুন করে বেন্টনের উপর স্থগিতাদেশ দিল উচ্চ আদালত। ২০১২ সালে এক দফায় নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দোকান বন্টন করা হয়েছিল। এখন আবারও দোকান বন্টনের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এর উপরই স্থগিতাদেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। জানা গেছে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে তপশিলি বেকারদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করে ও আবেদনকারীদের মধ্য থেকে যোগ্যদের বাছাই করে ১৫জনকে দোকানঘর বরাদ্দ করে তপশিলি

রোগী হাসপাতালের দরজার সামনে

নিতে সমস্যায় পড়েছেন। এডিনগর

লেইক চৌমুহনিস্থিত কর্পোরেশন মার্কেটে দোকানঘর পেয়ে এককালীন ১৫,০০০ টাকা জমা-সহ মাসিক ভাডার ভিত্তিতে ব্যবসা করে

২৩ ডিসেম্বর ২০২১ সালে কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানায়, কর্পোরেশন জীবিকা নির্বাহ করছেন ১৫জন মার্কেটের একতলায় ১৫টি তপশিলি জাতিভুক্ত নাগরিক। দোকানঘর নতুন করে তপশিলি প্রত্যেকেই প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে বেকারদের জন্য বরাদ্দ করা হবে

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

বশেষ দ্রপ্তব্য

ম্যানেজার দ্বারা প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি মূলে দরপত্র আহ্বানে দোকান-ঘরগুলিতে যারা ২০১০ সাল থেকে নিয়মিত ভাডা দিয়ে সুষ্ঠ বরাদ্দমূলে ব্যবসা করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করছেন তারা চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েন। মধ্যবয়সে দোকানঘর থেকে উচ্ছেদ হয়ে জীবিকা হারিয়ে রাস্তায় বসে পড়ার ভয়াবহ বিপদের মধ্যে পডেন দোকানিরা। কর্পোরেশনের চরম স্বেচ্ছাচারীতা ও তুঘলকি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ১০জন দোকানি উচ্চ আদালতে রিট

এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রদানের জন্য বলা হয়

কর্পোরেশনের জেনারেল

**NOW IN AGARTALA!** 









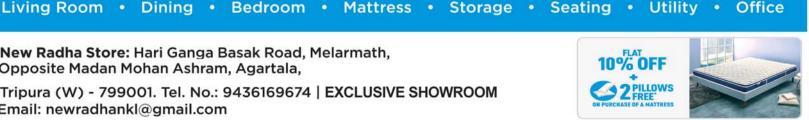




New Radha Store: Hari Ganga Basak Road, Melarmath, Opposite Madan Mohan Ashram, Agartala,

Tripura (W) - 799001. Tel. No.: 9436169674 | EXCLUSIVE SHOWROOM Email: newradhankl@gmail.com







FURNITURE IDEAS